UNDERSTAND QURAN ACADEMY
www.understandquran.com

ACADEMY OF QURAN STUDIES
www.aqsbd.com

কুরআন অধ্যয়ন কোর্স : ১

৫০% কুরআনের শব্দ

কুরআন ও সলাত অনুধাবন

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম
পরিচালক, আন্তর্জাতিক কুরআন একাডেমি
অনুবাদ : ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

পৃথিবীর বহু দেশে এ কোর্সের সাহায্যে আরবি ভাষায় কুরআন পাঠ এবং সলাত আদায় শেখানো হচ্ছে। প্রতিদিন সলাতে পঠিত সূরা ফাতিহা, অন্য ছয়টি সূরা ও দু'আ -এর মধ্য দিয়ে আপনি ১২৫টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শিখতে পারবেন যেগুলো পবিত্র কুরআনে এসেছে ৪০,০০০ বার (পবিত্র কুরআনের মোট ৭৭,৮০০ শব্দের প্রায় ৫০%)।

বাংলা

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন ও সলাত অনুধাবন

কোর্স-১

মূল
ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম

অনুবাদ
ড. এম হাবিবুল্লাহ খান

সম্পাদনা
ড. শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান

Copyright ©
Academy of Quran Studies (AQS)
E-mail : info.aqsbd@gmail.com,
Web : www.aqsbd.org

প্রকাশনায়
Academy of Quran Studies (AQS)
হেড অফিস : ১৪৯ পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা-১২১৫।
বারিধারা অফিস : ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা- ১২১২।
মোবাইল : +৮৮০১৭১১ ২৬২ ৯২৩, +৮৮০১৯৭৪ ৪০৩ ৫৯২

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০২০

সহযোগিতায়
মিজানুর রহমান

প্রাপ্তি স্থান
Academy of Quran Studies (AQS)
হেড অফিস : ১৪৯ পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা-১২১৫।
বারিধারা অফিস : ৫ম তলা, বাসা # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা- ১২১২।
মোবাইল : +৮৮০১৭১১ ২৬২ ৯২৩, +৮৮০১৯৭৪ ৪০৩ ৫৯২

ISBN : 978-984-33-6934-5

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি

গ্রন্থস্বত্ব:

আন্ডারস্ট্যান্ড আল কুরআন একাডেমি (UQA)
হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া

যোগাযোগ : admin@understandquran.com

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুন:প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান কিংবা টাইপ করে ইন্টারনেটে আপলোড করা; ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ্য এবং আইনত দন্ডনীয়।

গ্রন্থস্বত্ব সম্বন্ধীয় ইসলামি বিধান

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজের মেধার শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তই তার। অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ নকল করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী'য়াতে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করোনা"। [সূরা বাক্বারা ২: ১৮৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশি মনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না"। [সহীহ আল জামি আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

প্রকাশক

একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ
বাড়ি # ৩৮, রোড # ১/এ, ব্লক # জে, বারিধারা, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১১ ২৬২ ৯২৩, ০১৮৪০ ৮৯১ ৯৮৯
E-mail: info.aqsbd@gmail.com
Website: www.aqsbd.org
www.facebook/myaqs

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful

To whomever it may concern

This is to state that MAJOR MD. QUAMRUL HASSAN (RETD), Director, ACADEMY OF QURAN STUDIES (AQS) is the authorized representative of Understand Al-Qur'an Academy (www.understandquran.com) in Bangladesh.

May Allah help him to take necessary steps such as arrangement of classes, training of teachers, and printing the educational materials, for promotion of reading and understanding of the Qur'an among students as well as general public.

Jazakumullahu khairan

Abdulazeez Abdulraheem
Director,
Understand Al-Qur'an Academy
www.understandquran.com

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। তিনি শুধু মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি; মানুষ কীভাবে চলবে, কী করবে, কী করবে না তার দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। আর এই সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা যেখানে পাওয়া যায় সেটি হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অথচ আমরা কুরআন না বুঝে পড়ি। পৃথিবীর অন্য কোন বই না বুঝে পড়লে আমরা তাকে বলি, সে বই পড়তে পারে না। তাহলে কুরআনের ক্ষেত্রেও কি এটি প্রযোজ্য নয়!

কেউ হয়ত যুক্তি দিতে পারেন অনুবাদ পড়ে তো দিক-নির্দেশনা পাচ্ছি। মেনে নিলাম কথাটি যুক্তির খাতিরে। কিন্তু দিনে পাঁচবার যে সলাত পড়ছেন আরবীতে কি তা অনুবাদ করে নিতে পারছেন? তা হলে কখনো কি ভেবেছেন, সবাক অথচ নির্বোধ ওঠা-বসা কতটুকু প্রভাব ফেলছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে? সলাত বুঝে পড়া আর না বুঝে পড়ার মধ্যে পার্থক্যটুকু একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আল কুরআনকে সহজে বোঝার জন্য Understand Al-Quran Academy, Hyderabad, India-(www.understandquran.com) এর পরিচালক ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম একটি অভিনব, ইন্টারেক্টিভ ও সহজ কোর্স প্রণয়ন করেছেন। হাতে খড়ি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ৫০% কুরআন বোঝার ব্যাপারটি অনারব মুসলমানদের জন্য চমৎকার বিষয়। বিশেষায়িত পদ্ধতি, বই, ওয়ার্কশীট, ভিডিও লেকচার, পোস্টার ইত্যাদির সাথে যখন এতে সংযোজিত হয় শিক্ষক-ছাত্রের সামনা-সামনি ক্লাস তখন শিখার গতি হয় দ্রুততর। এ বিষয়টি বিবেচনা করে, 'একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ, AQS' (www.aqsbd.com) বাংলা ভাষায় কোর্সগুলো অনুবাদ ও পরিচালনা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় 'সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও সলাত অনুধাবন কোর্স-১' বইটির বাংলা অনুবাদের নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। বইটি পড়ে একজন মুসলমান দৈনন্দিন সলাতে যে সকল সূরা, দু'আ ও তাসবীহ না বুঝে পড়ে সেগুলোর অর্থ শিখার মধ্য দিয়েই সে কুরআনের ৭৮০০০ শব্দের মধ্যে ৫৫০০০ শব্দ জানতে পারবে যা কুরআনের শব্দের প্রায় অর্ধেক। সহজে শিখার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও ভাবের আদান-প্রদানের (Total Physical Interaction) মাধ্যমে ব্যাকরণ শিখার অভিনব কৌশলটি আরবী ব্যাকরণভীতি দূর করতে সহায়ক করবে। চেনা শব্দ পড়া ও শোনার মাধ্যমে সলাতে মনোযোগ বাড়বে। বইটি অনুবাদ, সম্পাদনা ও মুদ্রণ কাজে যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বিনীত
মেজর মোঃ কামরুল হাসান (অব:)
প্রতিষ্ঠাতা
একাডেমি অব কুরআন স্টাডিজ

সহজ পদ্ধতিতে
কুরআন ও সলাত অনুধাবন

কোর্সটি ২০টির অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে এ কোর্সের সাহায্যে আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ এবং সলাত আদায় শিখানো হচ্ছে। প্রতিদিন সলাতে পঠিত সূরা ফাতিহা, অন্য ছয়টি সূরা ও দু'আ -এর মধ্য দিয়ে আপনি ১২৫টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শিখতে পারবেন যেগুলো পবিত্র কুরআনে এসেছে ৪০,০০০ বার (পবিত্র কুরআনের মোট ৭৭,৮০০ শব্দের প্রায় ৫০%)।

Understand Al-Qur'an Academy
হায়দারাবাদ, ভারত
www.understandquran.com

টেবিল-১: তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়া (أفعال ثلاثي مجرد)

ضَالّ مَضْلُول ضَلَالَة	অন্যথায় আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব ضَلَّ	ضَلَّ يَضِلُّ ضِلَّ	وَاعِد مَوْعُوْد وَعْد	এটি আল্লাহর (সাহায্য করার) প্রতিশ্রুতি وَعَدَ	وَعَدَ يَعِدُ عِدْ	فَاتِح مَفْتُوْح فَتْح	যদি আমরা কুরআন খুলি فَتَحَ	فَتَحَ يَفْتَحُ اِفْتَحْ
এই ক্রিয়ার প্যাটার্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্যাটার্নের প্রায় ১২,০০০ শব্দ কুরআনে এসেছে। মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো প্রথম চারটি (فَتَحَ ، نَصَرَ ، ضَرَبَ ، سَمِعَ) এবং অবশিষ্টগুলো উক্ত প্যাটার্নগুলোর বিশেষ রূপ। যেমন وَعَدَ، قَالَ، دَعَا ইত্যাদি শব্দের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অক্ষরগুলোর মূল শব্দে দুর্বল অক্ষর রয়েছে। أَمَرَ এর মূলে রয়েছে হামযাহ এবং ضَلَّ এর মধ্যে একই রকম দু'টি অক্ষর রয়েছে।			قَائِل مَقُوْل قَول	তিনি এটা কুরআনে বলেছেন قَالَ	قَالَ يَقُوْلُ قُلْ	نَاصِر مَنْصُور نَصْر	আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন نَصَرَ	نَصَرَ يَنْصُرُ اُنْصُرْ
			دَاعِي مَدْعُوّ دُعَاء	তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন دَعَا	دَعَا يَدْعُوْا اُدْعُ	ضَارِب مَضْرُوب ضَرْب	নতুবা তিনি আমাদের আঘাত করবেন ضَرَبَ	ضَرَبَ يَضْرِبُ اِضْرِبْ
			آمِرْ مَأْمُور أَمْر	তাই আমরা তার আদেশ অনুসরণ করব أَمَرَ	أَمَرَ يَأْمُرُ مُرْ	سَامِع مَسْمُوع سَمْع	তাই শুনুন سَمِعَ	سَمِعَ يَسْمَعُ اِسْمَعْ

নীচের টেবিলে প্রদত্ত শব্দমালা পবিত্র কুরআনে ১০ হাজার বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে !

عِنْدَ কাছে, নিকটে إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ	إِلَى দিকে, প্রতি إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ	عَلَى উপরে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ	فِي মধ্যে فِيْ سَبِيْلِ اللهِ	بِ সাথে, মধ্যে بِسْمِ اللهِ	مَعَ সাথে إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ	عَنْ সম্পর্কে رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	مِنْ হতে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ	لَ জন্য لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
عِنْدَهٗ	إِلَيْهِ	عَلَيْهِ	فِيْهِ	بِه	مَعَهٗ	عَنْهُ	مِنْهُ	لَهٗ
عِنْدَهُمْ	إِلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	فِيْهِمْ	بِهِمْ	مَعَهُمْ	عَنْهُمْ	مِنْهُمْ	لَهُمْ
عِنْدَكَ	إِلَيْكَ	عَلَيْكَ	فِيْكَ	بِكَ	مَعَكَ	عَنْكَ	مِنْكَ	لَكَ
عِنْدَكُمْ	إِلَيْكُمْ	عَلَيْكُمْ	فِيْكُمْ	بِكُمْ	مَعَكُمْ	عَنْكُمْ	مِنْكُمْ	لَكُمْ
عِنْدِيْ	إِلَيَّ	عَلَيَّ	فِيَّ	بِيْ	مَعِيْ	عَنِّى	مِنِّي	لِيْ
عِنْدَنَا	إِلَيْنَا	عَلَيْنَا	فِيْنَا	بِنَا	مَعَنَا	عَنَّا	مِنَّا	لَنَا
عِنْدَهَا	إِلَيْهَا	عَلَيْهَا	فِيْهَا	بِهَا	مَعَهَا	عَنْهَا	مِنْهَا	لَهَا

নীচের টেবিলে প্রদত্ত শব্দমালা পবিত্র কুরআনে ১০ হাজার বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে!

প্রশ্নবোধক অব্যয়সমূহ					নির্দেশক সর্বনামসমূহ	
কে?			مَنْ؟		ইহা	هٰذَا
কী? কোনটি			مَا؟		এগুলো	هٰؤُلَاءِ
কীভাবে? কেমন			كَيْفَ؟		উহা	ذٰلِكَ
কত?			كَمْ؟		ওই গুলো	أُولٰئِكَ
কী			أَيُّ؟		যে	الَّذِيْ
কোথায়	أَيْنَ؟	কেন	لِمَاذَا؟		যারা	الَّذِيْنَ

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম

পরিচালক, আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি, হায়দ্রাবাদ, ভারত

পরম করুণাময় অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে

বিষয়সূচি

পাঠ	কুরআন ও হাদীস হতে	পৃষ্ঠা নং
	গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা	VI
	একাডেমির পরিচিতি	VII
	মুখবন্ধ	VIII
১	পরিচিতি ও তা'উয	9
২	সূরা আল-ফাতিহা (আয়াত ১ ও ৩)	11
৩	সূরা আল-ফাতিহা (আয়াত ৪ ও ৫)	13
৪	সূরা আল-ফাতিহা (আয়াত ৬ ও ৭)	15
৫	আযান	17
৬	ফজরের আযান, ইক্বামাহ ও অযুর পরবর্তী দু'আ	19
৭	রুকু, রুকুর পরবর্তী এবং সিজদার দু'আ	21
৮	তাশাহহুদ	24
৯	নবী (সা.)-এর জন্য দু'আ/দরূদ	27
১০	সলাত পরবর্তী দু'আ	29
১১	সূরা আল-ইখ্লাস	31
১২	সূরা আল-ফালাক	34
১৩	সূরা আন-নাস	36
১৪	সূরা আল-আসর	38
১৫	সূরা আন-নসর	40
১৬	সূরা আল-কাফিরূন	42
১৭	কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য	44
১৮	কুরআন শেখা সহজ	47
১৯	কুরআন শেখার উপায়	49
২০	এ পর্যন্ত কি শিখেছি এবং সামনে কি শেখবো?	51

ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা নং
هُو، هُم،...	54
هُو مُسلم، هُم مُسلِمُونَ،...	55
ربُّه،...ربُّهُم	56
هِي، هَا، مُسْلِمَةٌ، مُسْلِمَاتٌ	57
لِ، مِن، عَن، مَعَ	58
بِ، فِي، عَلى،	60
إِلى، مَعَ، عِندَ	61
هذَا، هؤُلَاءِ، ذلِكَ، أُولئِكَ	62
فعل ماضي: فَعَلَ، فَتَحَ، جَعَلَ	64
فعل ماضي: نَصَرَ، خَلَقَ، ذَكَرَ، عَبَدَ	66
فعل ماضي: ضَرَبَ، سَمِعَ، عَلِمَ، عَمِلَ	67
فعل مضارع: يَفعَلُ، يَجعَلُ، يَفتَحُ	68
فعل مضارع: يَنصُرُ، يَخلُقُ، يَذكُرُ، يَعبُدُ	70
فعل مضارع: يَضرِبُ، يَسمَعُ، يَعلَمُ، يَعمَلُ	71
فعل أمر ونهي: إِفعَل، إِفتَح، إِجعَل	72
فعل أمر ونهي: أُنصُر، أُذكُر، أُعبُد، أُخلُق	73
فعل أمر ونهي: إِضرِب، إِسمَع، إِعلَم، إِعمَل	74
إسم فاعل، إسم مفعول،ক্রিয়া বিশেষ্য: فَعَلَ، فَتَحَ، جَعَلَ...	75
إسم فاعل، إسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য: عَبَدَ، ضَرَبَ، سَمِعَ...	77
সরফে সগীর (صرف صغير)	89

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

মনে রাখবেন:

- এ কোর্সটি করতে হলে আপনাকে কুরআনের তিলাওয়াত জানতে হবে।
- এটি হবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে, ফলে আপনি যা শুনবেন বা পড়বেন তা অনুশীলনও করবেন।
- আপনি যদি ভুলও করেন, কোনো সমস্যা নাই। প্রথমে ভুল না করে কেউই শিখতে পারে না।
- অনুশীলন যত বেশি করবেন, শিখাও তত সহজ হবে।
- শিখার একটি গোল্ডেন রুল হলো :

  ✓ আমি শুনি, আমি ভুলে যাই
  ✓ আমি দেখি, আমি মনে রাখি
  ✓ আমি অনুশীলন করি, আমি শিখি
  ✓ আমি শিখাই, আমি চৌকস হয়ে উঠি

- **শিক্ষার তিনটি পর্যায় :**
  - **মনোযোগ :** শোনার সময় মনোযোগী না হলে আপনি কেবল শোরগোল (noise) শুনবেন।
  - **একাগ্রতা :** অযত্নে বা সংশয়ের সাথে শুনলে আপনার শিক্ষার ক্ষমতায় শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।
  - **সক্রিয়তা :** পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) অন্তর দিয়ে শোনা এবং বিষয়ের উপর তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হওয়া।
- প্রতিটি পাঠের পর ব্যাকরণ দেয়া আছে। ব্যাকরণের বিষয়টি পাঠের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়; করতে গেলে কোর্সটি জটিল হত এবং সূরা অধ্যয়নের আগেই আলাদাভাবে ব্যাকরণ শিখতে হত। তবে মূল পাঠে আপনি যে শব্দ শিখবেন, তার পাশাপাশি ব্যাকরণ, বিশেষত আপনার আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়াবে। কয়েকটি পাঠের পর, সূরা বা যিকিরে পড়ার সময় আপনি ব্যাকরণ পাঠের উপকারিতা বুঝতে পাবেন।

নীচের ৭টি অনুশীলন অবসরে করতে ভুলবেন না:

২টি তিলাওয়াতে :

১। মাসহাফ (কুরআন) থেকে কম পক্ষে ৫ মিনিট তিলাওয়াত করুন।

২। অবসর বা কাজের ফাঁকে মুখস্থ হতে কমপক্ষে ৫ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত করুন।

২টি পড়াশুনায়:

৩। নবীন পাঠকগণ কমপক্ষে ১০ মিনিট এ বইটি পড়বেন।

৪। শব্দকোষ বা বুকলেট হতে ৩০ সেকেন্ড পড়া, সলাতের আগে, পরে বা অন্য কোনো সুবিধামত সময়ে। আল্লাহর সাথে ওয়াদা করুন যে আপনি কোর্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত শব্দকোষটি সব সময় সাথে রাখবেন।

২টি শোনা ও অপরের সাথে আলোচনায় :

৫। অর্থসহ বয়ানগুলো অডিও থেকে শুনবেন। এ কোর্সের বিষয়বস্তু নিজে রেকর্ড করে গাড়িতে বা বাসার টুকিটাকি কাজের সময়ও আপনি এটা শুনতে পারেন।

৬। যে কোর্সের যেটুকু আপনি শিখেছেন তা প্রতিদিন অন্তত ১ মিনিট আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব বা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

সবশেষটি ব্যবহারিক প্রয়োগে:

৭। প্রতিদিনের সুন্নত ও নফল সলাতে কুরআনুল করিমের শেষের ১০টি সূরা পালাক্রমে তিলওয়াত করুন। এতে সলাতে একই সূরা বারবার তিলাওয়াত করার অভ্যাসটি বন্ধ হয়ে যাবে।

আরো দু'টি অতিরিক্ত বাড়ির কাজ, প্রার্থনার মধ্যে:

(১) আপনার নিজের জন্য رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا; এবং

(২) আপনার বন্ধুদের জন্য, "আমাদেরকে এবং তাদেরকে কুরআন শিখতে আল্লাহ যেন সাহায্য করেন।"

ভালভাবে শিখা যায়, কাউকে শিখালে; কাজেই শিখতে চাইলে শিক্ষক হোন।

আন্ডারস্ট্যান্ড আল কুরআন-এর পরিচিতি

www.understandquran.com

একাডেমির উদ্দেশ্য:

(১) মুসলিম সমাজকে কুরআনের পথে ফেরত নিয়ে আসা এবং একটি কুরআনিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে সহায়তা করা যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, এটি বুঝবে, অনুশীলন করবে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছাবে। (২) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই হৃদয়গ্রাহী, সহজ, সরল, কার্যকর, প্রাসঙ্গিক বই হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করা এবং একই সঙ্গে এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সফলতার জন্য কুরআন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। (৩) হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা যাতে নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। (৪) তাজবীদসহ কিভাবে কুরআন পড়তে হয় তা শিক্ষা দেওয়া এবং ইহা বুঝতে পারা। (৫) ইসলামিক বিদ্বানগণের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা (বই, ভিডিও, পোষ্টার, শব্দসম্বলিত কার্ড, বুকলেট, ইত্যাতি) এবং পাঠ্যসূচি ডিজাইন করা যা স্কুল মাদরাসার চাহিদা নিরুপণ করবে। (৬) ব্যস্ত মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করা। (৭) সহজ, আধুনিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রদানের কৌশল ব্যবহার করে কুরআন শিক্ষাকে সহজ করা।

আমাদের উদ্দেশ্য কুরআনের পন্ডিত তৈরি করা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, বহু প্রতিষ্ঠান এই কাজ করতেছে। এই একাডেমির আসল কাজ হচ্ছে সাধারণ মুসলিম এবং স্কুলের ছাত্রদেরকে (বিশেষ করে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে) কুরআনের প্রাথমিক বার্তা প্রদান করা।

কেন এই কাজ?

অনারব মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশই কুরআন বুঝে না। বর্তমানের দৃশ্যকলেপ, কুরআন শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে কারণ একদিকে টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে তীব্র অশ্লীলতা ও বস্তুবাদ এবং অপরপক্ষে রয়েছে ইসলাম, কুরআন এবং রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ যাতে করে কুরআন ও ইসলামে আমাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। অতএব, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইহা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে যে তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা বুঝে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকাবিলা করতে হবে এবং আল্লাহর সত্য বার্তা বিশ্বজগতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে জীবনের সফলতা আনতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

আল্লাহর মেহেরবানীতে www.understandquran.com গত ১৯৯৮ সালে চালু করা হয়েছিল। এরপর থেকে কুরআনের শিক্ষাকে সরল, সহজ ও কার্যকর করার চেষ্টা অবিরতভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোর্স এবং আনুসঙ্গিক বই-পত্র তৈরি করে চলেছি। কুরআন বুঝার ব্যাপারে আমাদের প্রথম স্তরের কোর্স (৫০% কুরআনের শব্দ) বইটির মাধ্যমে প্রায় ২৫টি দেশে শিক্ষা দেওয়া হতেছে এবং ২০টি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পাঁচটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চেনেলেও সম্প্রচারিত হচ্ছে। Read Al-Qur'an এবং Understand Al-Qur'an -এর পাঠ্যসূচি এখন ২০০০ এর অধিক স্কুলে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের বার্তা

আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন: **بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً**: "আমার নিকট হতে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত হয়"। অতএব, এই মহৎ কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে আসুন এবং আমাদের সঙ্গে মিলিত হন; যেখানেই আপনি থাকেন না কেন, এই কোর্সটি শিক্ষা করার চেষ্টা করুন এবং প্রবর্তন করুন আপনার নিকটস্থ মসজিদ, স্কুল, মাদরাসা এবং কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদিতে। শিশুদের এবং বয়স্কদেরকে এই কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করুন এবং একটি শক্তিশালী কর্মীদল গঠন করুন যাতে এই মহৎ কাজটি চালিয়ে নেওয়া যায়।

সবশেষে আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি যেন আমরা এই চমকপ্রদ বইটির সেবা করার লক্ষে তিনি আমাদের এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন; আমাদেরকে লোক দেখানো কাজ করা হতে দুরে রাখেন, পাপ হতে এবং ভুল করা হতে রক্ষা করেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم، وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم،

وَاغْفِرْ لَنَا، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم -وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর।
রসূল (সা.) বলেছেন :"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যে (নিজে) কুরআন শেখে এবং তা শিখায় (অন্যদেরকে)"। রসূল (সা.)-এর এ প্রেরণা সত্ত্বেও অনারব মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা এই যে তাদের প্রায় ৯০% কুরআনের একটি পৃষ্ঠাও বোঝে না। ইন্-শা-আল্লাহ, এ কোর্সটি তাদের সলাতের নিয়মিত পাঠের সূরা/দু'আ বুঝতে সাহায্য করবে। একই সাথে তারা মৌলিক আরবী ব্যাকরণ জানতে ও বুঝতে পারবে।
এ কোর্সের ভিত্তি হলো সলাতের নিয়মিত পাঠের আয়াতগুলো, কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয় যা সাধারণত খুব কম ব্যবহার হয়। এটাই স্বাভাবিক যে নিয়মিত পাঠের আয়াতগুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই কুরআন শিক্ষা শুরু হবে এবং এর কিছু সুবিধাও আছে :

- সলাতে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ হতে ২০০টি আরবী শব্দ বা ৫০টি বাক্য পুনরাবৃত্ত হয়। এসব শব্দ ও বাক্য বুঝে আপনি খুব সহজেই আরবী ভাষার গঠন প্রকৃতি বুঝতে পারবে।
- আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলার মাধ্যমে এ বাক্যগুলো অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন।
- প্রথম পাঠ হতেই এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন।
- সলাতে একাগ্রতা, মনোযোগ এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতার গভীরতা বুঝবেন।

এ কোর্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশেষ পদ্ধতিতে আরবী ব্যাকরণ শিখানো। আমাদের উদ্দেশ্য অনুবাদের মাধ্যমে কুরআন বুঝতে সাহায্য করা, তাই تَصْرِيف (মূল হতে শব্দ গঠন/শব্দ প্রকরণ) এই উপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। TPI (Total Physical Interaction) নামে একটি আধুনিক, সহজ অথচ শক্তিশালী কৌশল যোগ করা হয়েছে বিভিন্ন ক্রিয়া, বিশেষ্য এবং সর্বনাম শিখানোর জন্য। এটি একটি প্রাথমিক কোর্স এবং পরবর্তীতে আপনি আরো উঁচু মানের আরবী ভাষার ব্যাকরণ পড়তে পারবেন।
এ কোর্স শেষে আপনি ১২৫টি শব্দ শিখবেন যা ৪০,০০০-এর অধিকবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (মোট ৭৮০০০ এর মধ্যে)। অর্থাৎ আপনি কুরআনের ৫০% শব্দ জানতে পারবেন । কিন্তু এর মানে এ নয় যে আপনি কুরআনের ৫০% বুঝতে পারবেন। কারণ আপনি প্রায় প্রতি আয়াতেই নতুন শব্দ পাবেন। তবে এ কোর্স শেষে কুরআন বোঝা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে।
ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম নিজে এ কোর্সটি ভারত, সৌদি আরব, বাহ্‌রাইন, দুবাই, কুয়েত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকায় করিয়েছেন। অন্যান্য দেশেও এটা শিখাচ্ছেন তারাই, যারা ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীমের সরাসরি ছাত্র। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, সুইডেন, আইভেরি কোস্ট, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি।
অনুবাদ : কোর্সটি উর্দু, বাংলা, তুর্কি, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইন্দোনেশিয়ান, চিনা, বস্‌নিয়ান, পর্তুগিজ, হিন্দি, মালাইয়ালাম, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
টেলিভিশনে : কোর্সটি Peace TV গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল ETV উর্দু, চ্যানেল-৪ ছাড়াও বেশকিছু চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

ইন্টারনেটে : বিশ্বের হাজার হাজার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী **www.understandquran.com** থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ সাইটটিকে Google-এর প্রথম সারিতে প্রায়শঃ ১ নম্বরে দেখতে পাবেন যখন আপনি 'Learn Quran'; 'Understand Quran' অথবা 'Quranic Arabic' শব্দগুলো ব্যবহার করে সার্চ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ইংল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশের জনগণ তাদের সমাবেশে কোর্সটি চালু করেছে। এটি কুরআনের অর্থ শিখার একটি জনপ্রিয় বিশ্বজনীন ওয়েবসাইট।

ইন-শা-আল্লাহ, আপনাদের জন্য এটি হবে সহজ, আকর্ষণীয় এবং কার্যকর কোর্স। আল্লাহ যেন আমাদের এই নিরভিমান প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমাদের অনুরোধ আপনারা এ কোর্সটি প্রতিটি মাসজিদ, স্কুল, মাদরাসা, প্রতিষ্ঠান এমনকি আপনাদের পরিবারের মাঝেও চালু করবেন যাতে এ উম্মতের মধ্যে সলাত ও বুঝে কুরআন শিখার প্রবণতা গড়ে ওঠে।
অনুবাদে প্রথম বন্ধনীর ( ) কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার জন্য অতিরিক্ত শব্দ। অনুবাদে দ্বিতীয় বন্ধনী "[ ]" ব্যবহার করা হয়েছে আরবী শব্দ যা বাংলায় অনুবাদ করা হয় নি। কুরআন হাদীস থেকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতেও এটি ব্যবহার করা হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। বর্তমান সংস্করণের যে কোনো ভুল আমাদেরকে জানাতে প্রিয় পাঠকদের অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করতে পারি।

ড. আবদুল আযীয আবদুর রহীম
abdulazeez@understandquran.com
নভেম্বর, ২০২০

পাঠ ১-ক পরিচিতি ও তা'উয

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১২ টি নতুন** শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে **৭,২৪৮** বার

এই কোর্সটির উদ্দেশ্য

১. কুরআনের অর্থ বোঝা সহজ করা।
২. যথাযথভাবে সলাত আদায় করা এবং আমাদের জীবনে তার প্রভাব থাকা।
৩. বুঝে কুরআন পাঠের জন্য বারবার আপনাকে উৎসাহিত করা।
৪. কুরআনের সাথে পারস্পরিক ভাব বিনিময় (interact) করতে আপনাকে সাহায্য করা। (কুরআন কী বলছে? আর আমি কী করছি; আমি কুরআনের কোথায় আছি? আমার ব্যাপারে কুরআন কী বলছে? ইত্যাদি জানা।)
৫. কুরআন অনুধাবনে আপনাকে সাহায্য করা; কীভাবে কুরআনের আলোকে জীবন গড়া যায়।
৬. সমাজে ভালো কাজের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা।

কুরআন বোঝা সহজ:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ** আমি কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে কঠিন বলা, শয়তানের একটি চক্রান্ত। আমরা কি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবো, যারা কুরআনকে অস্বীকার করে? আসতাগফিরুল্লাহ। (আল্লাহ ক্ষমা করুন।)

পবিত্র কুরআনকে মাসহাফ বলা হয়। একটি হিফয মাসহাফে (সাধারণত মুখস্ত করার জন্য যে কুরআন ব্যবহৃত হয়) স্বাভাবিকভাবে ৬০০ পৃষ্ঠা থাকে। প্রতি পৃষ্ঠায় লাইন ১৫টি । প্রতি লাইনে ৯টি শব্দ। তাহলে বোঝা গেল প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৩৫টি শব্দ। সুতরাং যদি আমরা প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৩০টি করে শব্দ ধরি, তাহলে (১৩০×৬০০=) পুরো কুরআনের শব্দ পাবো ৭৮,০০০।

আমরা যদি সাধারণত সলাতে পঠিতব্য কয়েকটি সূরা ও আযকার পড়ি অর্থাৎ **سُوْرَةُ الفَاتِحَةِ** এবং শেষের ছয়টি সূরা, (**سُوْرَةُ الإِخْلَاصِ، سُوْرَةُ الْفَلَقِ، سُوْرَةُ النَّاسِ، سُوْرَةُ الْعَصْرِ، سُوْرَةُ النَّصْرِ، سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ**), সলাতের বিভিন্ন দু'আ (আযান ও উযুর পরের দু'আ, রুকু-সিজদার তাসবীহ, তাশাহুদ এবং দুরুদ ও আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ) এবং সাথে সাথে আরবী ব্যাকরণের কয়েকটি নিয়ম শিখে নেই, তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ ২৩২টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শিখতে পারবো। এই শব্দগুলো কুরআনে এসেছে ৪১,০০০ বার। অর্থাৎ মোটামুটি কুরআনের ৫০% শব্দের চেয়েও বেশি। কুরআনে ঘটে যাওয়া প্রতি দ্বিতীয় শব্দ সলাতের আযকার থেকে এসেছে !!

এই পরিপূর্ণ কোর্সটি আমরা ইনশাআল্লাহ মাত্র ২০ ঘন্টায় আয়ত্ব করতে পারবো। কুরআন বোঝা কি সহজ নয়?

এই কোর্সের অনন্যতা :

আমরা **هٰذَا بَيْتٌ كَبِيْرٌ** (ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষা)-এর মত বিরক্তিকর ও শুকনো কোন পাঠ দিয়ে শুরু করবো না। আপনি কখন বারবার বলবেন**هٰذَا بَيْتٌ كَبِيْرٌ** (ইহা একটি বড় ঘর)? ধরুন! আপনার আরব প্রতিবেশীর বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে আপনার কাছে আসল, আপনি তাকে কোলে নিয়ে সান্তনার জন্য বলছেন- **هٰذَا بَيْتٌ كَبِيْرٌ** (ইহা একটি বড় ঘর) এমন কি কখনো হয়?

আমাদের পাঠ শুরু হবে সূরা আল ফাতিহা পড়ার মাধ্যমে। প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ বার আল্লাহর সাথে কথা বলে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার সাথে আরবী ভাষা অনুশীলন করুন। কতইনা চমৎকার সূচনা! এবং লক্ষ্য পূরনের জন্য অত্যন্ত সঠিক পদ্ধতি।

আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে আরবীতে কথা বলতে প্রায় এক ঘন্টা ব্যয় করি। (আমাদের আরবী শিক্ষা) এখান থেকে শুরু হয় না কেন? এটি সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও যুক্তিযুক্ত একটি পদ্ধতি, প্রতিটি মুসলিমের জন্য, পুরুষ-মহিলা, বৃদ্ধ-যুবক এমনকি ছোট বাচ্চাদের জন্যও প্রজোয্য।

আমাদের সলাতের উন্নতির উপায় :

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে সলাতের উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ :

- ধীর গতিতে তিলাওয়াত করুন। আমাদের সাথে কেউ দ্রুত কথা বললে সাধারণত আমরা তা পছন্দ করি না। কাজেই আসুন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে ধীর গতিতে কথা বলি।
- সলাতে যা পড়ছেন, তাতে পূর্ণ মনোনিবেশ করুন। কারণ কেউ আমাদের সাথে কথা বলার সময় অন্যদিকে মনোযোগ থাকলে আমরা তা অপছন্দ করি। কাজেই আসুন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলার সময় এই কাজ না করি।

- পরিপূর্ণ আবেগ ও অনুভূতির সাথে তিলাওয়াত করুন। কারণ কেউ আমাদের সাথে রোবটের মত কথা বললে আমরা তার সাথে বসতে পছন্দ করবো না; এমনকি এক মিনিটের জন্যও না।
  সলাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাচার জন্য আমাদের মস্তিষ্কের সকল কোষগুলো ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তিলাওয়াত করার সময় তাজবীদ, অনুবাদ, তিলাওয়াতকৃত আয়াতের শিক্ষা, অবতরণের প্রেক্ষাপট এবং আবেগের সাথে তিলাওয়াত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে। (এটা হয়তো একদিনেই হবে না; কিন্তু চেষ্টা চালু রাখতে হবে।)

তা'উয

সূরা ফাতিহা কিংবা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে তা'উয তথা-اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়তে হয়। তাই আসুন আমরা এর অনুবাদ শিখে নেই।

নীচের প্রথম লাইনে আরবী পাঠ ও দ্বিতীয় লাইনে শব্দার্থ দেয়া আছে। তৃতীয় লাইনে ব্যাখ্যা ও চতুর্থ লাইনে অনুবাদ রয়েছে। প্রথমে আরবী পাঠটি তিলাওয়াত করুন, তারপর অনুবাদসহ প্রতিটি শব্দ পাঠ করুন, সবশেষে পুরো পাঠের অনুবাদটি পড়ুন।

৬	৮৮ ২৪৭১	২,৫৫০		৭
الرَّجِيْمِ.	مِنَ الشَّيْطٰنِ	بِاللهِ		اَعُوْذُ
বিতাড়িত	**শয়তান থেকে**	**আল্লাহর নিকট**		**আমি আশ্রয় চাচ্ছি**
আপনি কি মনে করেন শয়তান আল্লাহর অনুকম্পার নিকটবর্তী? সে প্রত্যাখ্যাত, বিতাড়িত। আল্লাহর ক্ষমা থেকে অনেক দূরে। অর্থ মুখস্ত করার জন্য এই প্রসঙ্গটি স্বরণ রাখুন।	**مِنْ:** থেকে কুরআনে এসেছে ৩০০০ বারেরও বেশি	**الله**	**بِـ**	প্রথমে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা গ্রহণ করুন।
		আল্লাহ	সাথে, নিকটে	
আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।				

- আল্লাহ তা'য়ালা সুউচ্চ আসমানে আসীন। অথচ তিনি আমাদের খুবই কাছে। আমাদের গোপন চিন্তাও তিনি জানেন। এই বিশ্বাসের সাথে তিলাওয়াত করুন যে, আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন।
- শয়তান কে? শয়তান আমাদের সবথেকে বড় শত্রু। আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষকে ধোকা দেয়ার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। জান্নাতে আদম (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। আমাদের কেউই আদম (আ.) থেকে বড় হতে পারবে না। তাছাড়া সে আল্লাহ তায়ালার সামনে বলেছে, সে আমাদেরকে ডানে, বামে, উপর এবং নীচ অর্থাৎ সবদিক থেকে আক্রমণ করবে।
- আমরা শয়তানকে দেখতে পারি না, মারতেও পারবো না এবং ভাল হয়ে যাওয়ার জন্য দাওয়াতও দিতে পারবো না। সুতরাং তার আক্রমণ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো, তা'উয তথা-أَعُوْذُ بِاللهِ পড়া।
- শয়তান অবাধ্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রজীম তথা বিতাড়িত শয়তান চায়, তাকে অনুসরণ করে আমরাও তার মত জাহান্নামী হই। আমাদের জাহান্নামী বানানোর জন্য সে সর্বদা চেষ্টা করতে থাকে। সুতরাং শয়তানের এই চতুর্মুখী আক্রমণ স্বরণ করে একজন ভিক্ষুকের ন্যায় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন।
- শয়তান আমাদের প্রত্যেকের সাথে সবসময় লেগে থাকে। আমাদের বাসা, অফিস, মার্কেট এমনকি আমরা যখন মোবাইলে কিংবা বন্ধুদের সাথে সময় কাটাই তখনও শয়তান আমাদেরকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। এক কথায় আমরা শয়তানের সাথে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত আছি।
- **অভ্যাস নং-১ :** "নিরাপত্তাই প্রথম;" শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হওয়ার জন্য সবথেকে কার্যকরী উপায় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থণা করা। আমরা তা'উয ও সূরা ফাতিহার মাঝে **১২**টি শিক্ষা পাবো। তন্মধ্যে 'নিরাপত্তা গ্রহণ ও আশ্রয় প্রার্থণা' এটিই প্রথম শিক্ষা।

পাঠ ২-ক — সূরা-আল ফাতিহা (১-৩)

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২৭ টি নতুন** শব্দ শিখবেন।
যা কুরআনে এসেছে **৮,৬৩৮** বার

ভূমিকা : সূরা-আল ফাতিহা কুরআনে সূরা সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম পূর্ণ সূরা। এই সূরাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেক সলাতের প্রতিটি রাকা'তে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা প্রতিদিন সলাতে এই সূরাটি অনেক বার পড়ে থাকি। এই পাঠে আমরা প্রথম তিনটি আয়াত পড়বো।

১১৫ الرَّحِيْمِ (1)	৫৭ الرَّحْمٰنِ	اللّٰهِ	৩৯ بِسْمِ	
অতি দয়ালু।	**পরম করুণাময়**	**আল্লাহ**	**নামের সাথে**	
এই শব্দগুলো স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বুঝায়। সুন্দর **جَمِيْل** সম্মানিত, ভদ্র **كَرِيْم** ২৭ অবিরাম দয়াশীল الرَّحِيْم	এই শব্দগুলো আধিক্য বুঝায়। ভীষণ রাগান্বিত **غَضْبٰن** পরম করুণাময় **رَحْمٰن**		**اِسْم**	**بِ**
			নাম	সাথে
আমি আল্লাহ তা'য়ালার নামে (আরম্ভ করছি), যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।				

- **অভ্যাস নং-২ :** আপনি খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, পড়ালেখা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করুন। আশাবাদী হোন এবং আত্মবিশ্বাসী হোন, কারণ আর-রহমান সর্বদা আপনার সাথে আছেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।
- আমরা যতবেশি আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীতে চিন্তা-ফিকির করবো এবং নিজেদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা অর্জন করবো, ততবেশি বিসমিল্লাহ পড়ার আগ্রহ পাবো।
- **رَحْمٰن** অর্থ পরম করুণাময়। رَحِيْم অর্থ অতি দয়ালু। আল্লাহ তা'য়ালা রহমান এবং রহীম। তিনি আমাদের উপর মূষলধারে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করছেন এবং অবিরাম করবেন।
- খুশি ও আনন্দের সময় আল্লাহ তা'য়ালাকে ভুলবেন না। মুসীবত ও পরীক্ষার সময় আল্লাহর ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখুন। মনে মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করুন, 'যিনি ইতিপূর্বে এতসব নিয়ামাত দান করেছেন, সাময়িক এই পরীক্ষাটাও অবশ্যই কোন কল্যাণের জন্য দিয়েছেন'।
- **অভ্যাস নং -৩ :** আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে সর্বদা ভাল ধারণা পোষণ করুন। কারণ তিনি (الرحمن) এবং (الرحيم)। অর্থাৎ তিনি আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন অত্যন্ত ভালবাসার সহীত পূরণ করেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন- চোখ, কান, মস্তিষ্ক ও হাত-পা দান করেছেন। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব দিয়েছেন। আকাশ-বাতাস, পানি এবং সর্বপ্রকার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।
- আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে সর্বদা ভাল ধারণা পোষণ করার বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে। যথা: প্রশান্তিময় জীবন, আনন্দ-প্রফুল্লতা, সফলতা, সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি এবং সকলের সাথে উন্নত সম্পর্ক ইত্যাদি। আর এগুলো আধুনিক বিশ্বের ইসলামিক চিন্তা থেকে অনেক বেশি কল্যাণকর।

৭৩ الْعٰلَمِيْنَ (2)	১৯৯ رَبِّ	১৪৯ لِلّٰهِ		৪৩ اَلْحَمْدُ
জগৎ সমূহের, বিশ্বজগতের	**রব, প্রতিপালক**	**আল্লাহ তা'য়ালার জন্য**		**সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা**
জগৎ **عَالَم** জগৎসমূহ **عَالَمِيْن** কোটি কোটি মানুষের কথা কল্পনা করুন, কোটি কোটি কীট-পতঙ্গ এবং অগণিত গ্যালাক্সি।	আমাদের যত্ন নেন, আমাদেরকে বড় হতে সাহায্য করেন। কোটি কোটি কোষের (Cell) প্রতিটির।	الله	لِ	حَمْد হামদ এর অর্থ হলো সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা
		আল্লাহ	**জন্য**	
		আল্লাহর জন্য		
সমস্ত প্রশংসা (ও কৃতজ্ঞতা) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার জন্য।				

- হামদ অর্থ প্রশংসা। প্রাণ খুলে আল্লাহর প্রশংসা করুন। হে আল্লাহ! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি মহান স্রষ্টা, আপনি সর্বাধিক যত্নশীল এবং অতি দয়ালু ইত্যাদি।

- হামদের দ্বিতীয় অর্থ হলো, শুকর ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহর নিয়ামাত ও অনুগ্রহ স্মরণ করে সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। যেমন তিনি আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, আহার দিয়েছেন, ইবাদাত ও চাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন ইত্যাদি।
- আল্লাহর মহিমা কল্পনা করুন এবং অনুভব করুন। তিনি আমাদের রব। কোটি কোটি প্রাণীকে তিনি সর্বদা প্রতিপালন করছেন। এবং তাদের আহারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।
- **অভ্যাস নং-৪ :** গভীর জ্ঞান অর্জন করুন এবং বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করুন। সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে যতবেশি গবেষণা করবেন, অর্থাৎ বিজ্ঞান, গণিত ও ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ কত নিখুতভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তখন হৃদয় থেকে প্রশংসা বের হবে।
- **আত্মজিজ্ঞাসা:** আমরা কতবার এই পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলতে ভুলে গেছি?
- **অভ্যাস নং-৫ :** প্রতিটি মুহূর্তে এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রশংসা করুন, খাওয়া-দাওয়া, পান করা, ভ্রমণ, ঘুমানো, জাগ্রত বা বিভিন্ন সময় নিয়ামাত ভোগ করার সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন।

الرَّحِيْمِ ﴿3﴾	الرَّحْمٰنِ
অতি দয়ালু	পরম করুণাময়
অনুবাদ : যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।	

- রহমাহ অর্থ হলো-অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে কারো যত্ন নেয়া এবং তার প্রয়োজন পূরণ করা। খেয়াল করুন! আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে সর্বাবস্থায় আমাদের উপর রহমাতের অবিরাম মূষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপম একটি দৃষ্টান্ত হলো সময়ের পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিলোমিটার বেগে ঘুরাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা সামান্যও টের পাই না। অন্যথায় পুরো পৃথিবী ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যেত।
- রসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যের উপর রহম করে না, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে রহম করা হয় না। [বুখারী, হা. নং-৬০১৩]. সুতরাং আজ এই সময় কিংবা এই সলাতের পর থেকেই যখন আপনি এই হাদীসটি শুনলেন, অন্যদের উপর রহম করা শুরু করুন। অর্থাৎ অপরের সাথে অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ ও আন্তরিক আচরণ করুন। এটাই হলো ৬নং অভ্যাস।

পাঠ ৩-ক

সূরা-আল ফাতিহা (৪-৫)

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৩৩ টি নতুন** শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে **১২,০৮৯** বার

ভূমিকা: এই পাঠে আমরা সূরা আল-ফাতিহার ৪ ও ৫নং আয়াত পড়বো ইনশাআল্লাহ।

اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم، بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

৯২	৪০৫	৩
الدِّيْنِ (4)	يَوْمِ	مٰلِكِ
বিচারের	**দিনের, দিবসের**	**মালিক, অধিকারী**
দীন-এর দুটি অর্থ : (১) বিচার দিবস (২) জীবন ব্যবস্থা (ইসলাম)	يَوْمُ الْجُمُعَة، يَوْمُ الْقِيَامَة، يَوْمُ الْعِيد দিবসসমূহ/দিনসমূহ + أَيَّام	مٰلِك: অধিকারী مَلَك: ফেরেশতা (+مَلَائِكَة)
অনুবাদ : বিচার দিনের মালিক।		

কিয়ামতের দিন একমাত্র কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহ তা'য়ালার। কারো কোন শক্তি থাকবে না। তিনি একাই মানুষের মধ্যে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- ঐদিন কারো কথা বলার অনুমতি থাকবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ যাদের অনুমতি দিবেন শুধুমাত্র তারাই সুপারিশ করতে পারবে।
- বিচারের দিনটি হবে খুবই ভয়াবহ। মানুষ তার বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান এবং ভাই-বোন থেকে পলায়ন করবে। সেদিন সবাই শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে চিন্তিত থাকবে।
- এই আয়াতটি পড়ার সময় আমাদের আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা উচিত যে তিনি আমাদের সৎ কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন। এবং একই সাথে অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে এমন ভয়ও অন্তরে জাগানো উচিৎ।
- তিনি আমাদেরকে চাওয়া ছাড়াই মুসলমান বানিয়েছেন। এখন আমরা তাঁর নিকট জান্নাত চাচ্ছি। আশাকরি তিনি আমাদের দু'আ অবশ্যই কবুল করবেন।
- **অভ্যাস নং-৭ :** আখিরাতকে সামনে রেখে প্রতিদিনের পরিকল্পনা করুন। মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান এবং বিচার দিবসকে সবসময় স্মরণ রাখুন। প্রতিদিনের সলাত যথাসময়ে পড়ুন। তিলাওয়াত ও দৈনন্দিনের তাসবীহাত কখনো ভুলবেন না। সুস্থ থাকুন এবং চোখ-কান, জিহ্বা এবং হাত-পা কোন অঙ্গই যেন গুনাহের কাজে ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আপনার জীবন, যৌবন, সম্পদ এবং জ্ঞান-বিদ্যা সবকিছুরই সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

১			২৪
نَسْتَعِيْنُ (5)	وَاِيَّاكَ	نَعْبُدُ	اِيَّاكَ
আমরা সাহায্য চাই	এবং কেবল আপনারই	আমরা ইবাদাত করি	একমাত্র আপনারই
ইবাদাত করতে কিংবা কোন কিছু করতে আমাদের আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হয়।	وَ : এবং এই বাক্যেও اِيَّاكَ এর অর্থ হলো একমাত্র তোমারই।	এই শব্দটি عِبَادَة শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ হলো ইবাদাত করা।	এই বাক্যে اِيَّاكَ এর অর্থ হলো একমাত্র তোমারই। শুধু اِيَّا এর অর্থ নয়।
অনুবাদ : আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থণা করি।			

- আল্লাহ আমাদেরকে তার ইবাদাত করতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, "আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য। (সূরা জারিয়া, আয়াত নং-৫৬)
- ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মানা এবং সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহকে এক জানা, সলাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, যাকাত প্রদান করা, হজ করা, আল্লাহর রাস্তার দিকে ডাকা, সহীহ জ্ঞান অর্জন করা, হালাল উপার্জন করা এবং অপরের খিদমাত করা সবই ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত।
- সলাত ইবাদাত সমূহের মাঝে সবচে গুরুত্বপূর্ণ। যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছেড়ে দেয় সে কুফরী করে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ ভঙ্গ করে।
- আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করুন! "হে আল্লাহ! আমাকে সবচে উত্তম উপায়ে আপনার ইবাদাত পালন করার তাওফীক দান করুন"।
- **অভ্যাস নং-৮ :** আমাদের প্রত্যেকটি ভাল কাজের শুরুতে ইবাদাতের নিয়্যাত করা উচিৎ। কারণ প্রকৃত আত্মিক প্রশান্তি ও বাস্তব কৃতকার্যতা কেবল ইবাদাতের দ্বারাই হাসিল হয়। আমরা দুটি জিনিসের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছি, আত্মা ও শরীর।

যদি আত্মার খোরাক ইবাদাত না করা হয়, তাহলে আমরা কখনোই প্রকৃত সুখি হতে পারবো না। অনেক সংগীতশিল্পী ও চলচ্চিত্র তারকাকে দেখবেন জীবনে শান্তির জন্য মাদক সেবন করছে, কোনভাবেই শান্তি না পেয়ে একপর্যায়ে আত্মহত্যা করছে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, তাদের জীবনে ইবাদাত অনুপস্থিত।

- وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ: আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ব্যতীত আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি না, তাহলে তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা কিভাবে ইবাদাত করতে করবো? অতএব উক্ত আয়াতটি এই অনুভূতির সাথে তিলাওয়াত করুন! "হে আল্লাহ! এই সলাত এবং সলাত পরবর্তী যাবতীয় কাজে আপনার সাহায্য প্রার্থণা করছি। আমি বিপদ-আপদ সর্বাবস্থায় আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।
- মানুষের নিকট কোন কিছু চাইলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে, নিচু চোখে দেখে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নিকট যে ব্যক্তি বারবার চায়, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "দু'আই হলো প্রকৃত ইবাদাত"। (আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৪৭৯)
- **অভ্যাস নং-৯:** সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থণা করুন! কিভাবে? যেভাবে মুহাম্মাদ (সা.) এবং অন্যান্য নবী-রসূলগণ চেয়েছেন। তাঁদের দু'আগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ :

যখন আপনারা সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করবেন তখন এই হাদীসে কুদসীটি মনে করবেন। এই হাদীসটি সলাতে আপনার মনোযোগ বাড়িয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন– **"আমি সলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক তার জন্য এবং সে যা চায় আমি তাকে তাই দিবো"**।

- বান্দা যখন বলে: **الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: **"حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ"** "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে"
- যখন সে বলে: **الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ** তখন আল্লাহ বলেন : **"أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ"** "আমার বান্দা আমার উচ্চপ্রশংসা করেছে"
- যখন সে বলে: **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ**, তখন আল্লাহ বলেন : **"مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ"** "আমার বান্দা আমার মর্যাদা/গৌরব বর্ণনা করেছে"
- যখন সে বলে: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** তখন আল্লাহ বলেন: "এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে এবং যা কিছু সে চাইবে আমি তাকে তাই দিই"।
- যখন সে বলে : **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ** তখন আল্লাহ বলেন : "এটি আমার জন্য এবং সে যা কিছু চায়, তাকে তাই দেয়া হবে"। *সহিহ মুসলিম*

পাঠ ৪-ক

সূরা-আল ফাতিহা (৬-৭)

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৪৪ টি নতুন** শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে **১৫,৩৮৭** বার

ভূমিকা: এই পাঠে আমরা সূরা-আল ফাতিহার ৬ ও ৭ নং আয়াত পড়বো ইনশাআল্লাহ।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩৭	৪৫	২
الْمُسْتَقِيْمَ (6)	الصِّرَاطَ	اهْدِنَا
সরল/সঠিক	পথ/রাস্তা	আমাদেরকে দেখান/প্রদর্শন করুন
অনুবাদ : আমাদেরকে সরল/সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।		

- **"আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন"** এর প্রকৃত অর্থ হলো, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উপায় প্রদর্শন করুন এবং সে পথে চলার তাওফীক দান করুন।
- সঠিক পথ নির্দেশের প্রথম ধাপ হলো মুসলিম হওয়া। সলাত আদায়ের সময়, সলাতের পর, কাজের সময়, বাসায়, অফিসে, ক্লাসে, বন্ধদের সাথে আলাপকালে, বাজারে বা মার্কেটে, শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রদানের সময়, কারো দিকে দৃষ্টিপাতের সময় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আমাদের হিদায়াত তথা সঠিক পথনির্দেশনা প্রয়োজন। এজন্য সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হিদায়াত প্রার্থণা করা উচিৎ।
- হিদায়াতের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। (মুহাম্মাদ (সা.) এর বাণী ও শিক্ষা) অতএব আমাদের কুরআন বুঝার পাশাপাশি হাদীসও বুঝতে হবে।
- প্রত্যেক সলাতে কুরআনের যেসব আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, সেগুলো ঐসময় এবং ঐদিনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হিদায়াত। আমাদের অবশ্যই সেগুলো বোঝার চেষ্টা করা উচিত। যদি তা না হয় তাহলে সলাতে যে পথনির্দেশনা আমরা চাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি আমরা সত্যিই আন্তরিক? প্রতিটি সলাতই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কুরআন বোঝা কেবল জরুরীই না অতীব প্রয়োজন।
- আমরা যদি নিয়মিত সলাত, তিলাওয়াত, সীরাত অধ্যয়ন, ভাল লোকদের সংশ্রব গ্রহণ এবং শির্ক-বিদ'আত থেকে দূরে থাকি এবং যাবতীয় খারাপ কাজ ও অসৎ চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থেকে আমাদের ঈমান কে সতেজ রাখি, তাহলে আল্লাহ আমাদের কে কুরআন, হাদীস এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমাদেরকে হিদায়াত পেতে সহায়তা করবেন।
- **অভ্যাস নং-১০:** সঠিক পথ জানা ও অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থণা করুন!

২১৬		৫	১০৮০	
عَلَيْهِمْ		اَنْعَمْتَ	الَّذِيْنَ	صِرَاطَ
(যাদের) তাদের উপর		**আপনি অনুগ্রহ করেছেন**	**তাদের/ঐ ব্যক্তিদের**	**পথ**
هِمْ	عَلَى	উপহার/অনুগ্রহ إِنْعَام	কুরআনে এই শব্দটি এসেছে ১০৮০ বার	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
তাদের	উপর			সঠিক পথ
অনুবাদ : তাদের পথে যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন।				

- আল্লাহ তা'য়ালা নবীগণ, সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সালিহীন তথা সৎকর্মশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসুন আমরা তাদের রাস্তা জানার চেষ্টা করি যাতে আমরা এই দু'আটি বুঝে পড়তে পারি। নবীদের কাজ কি ছিল? এব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ এর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবো, তিনি মৌলিকভাবে চারটি কাজ করেছেন। যথা :
  1. **আমল:** আমল দুইভাবে হয়, এক. অন্তরের আমল। যেমন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা, তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভয় এবং একমাত্র তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা ইত্যাদি। দুই. শারীরিক আমল। যেমন সলাত, সিয়াম, যাকাত, হজ এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি।
  2. **দাওয়াত;** তথা ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকা।
  3. **তাযকিয়াহ;** তথা পরিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস-কাজকর্ম, আখলাক-চরিত্র এবং লেনদেন ও খারাপ জিনিস থেকে পবিত্র করে ভালো কাজের অনুশীলন করা। এধরণের উদাহরণ কুরআনুল কারীমে অনেক এসেছে।

৪. **ইসলাম প্রয়োগ**, দাওয়াতের সর্বোত্তম উপায়গুলো ব্যবহার করে আমাদের পরিবারগুলোতে এবং সমাজে ইসলাম প্রয়োগ করা, সৎকর্মের আদেশ দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব খারাপ কাজ থেকে মানুষ কে নিষেধ করা।

- যদি আমরা অনুকূল মানুষ ও পরিবেশে থাকতে চাই তাহলে উপরের চারটি কাজ গুরুত্বের সাথে করার চেষ্টা করতে হবে।
- **অভ্যাস নং-১১:** যারা উত্তম আদর্শের প্রতীক সবসময় তাদের অনুসরণ কারুন। তাদের ব্যাপারে জানতে পড়াশুনা করুন। তাদের উদাহরণ মাথায় রেখে আপনার কাজগুলো যাচাই করুন। তাদের ন্যায় কাজ করার পরিকল্পনা করুন এবং তা কাজে পরিনত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

১৪ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾	১৬৮৭ وَلَا	عَلَيْهِمْ	১ الْمَغْضُوْبِ	১৪৭ غَيْرِ
যারা পথভ্রষ্ট/বিভ্রান্ত হয়েছে	এবং নয়	তাদের উপর	(যারা) গজব/ক্রোধ প্রাপ্ত	নয়
ضَالّ: একজন পথভ্রষ্ট/বিভ্রান্ত; ضَالُّوْنَ، ضَالِّيْنَ বহুবচন। (বহুবচন হয় শেষে ون, ين যুক্ত করে)	لَا / নয়	وَ / এবং	هِمْ / তাদের	عَلٰى / উপর	مَظْلُوْم: যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে مَغْضُوْب: যার উপর গজব/ক্রোধ পতিত হয়েছে।	নয়, ব্যতীত
অনুবাদ: নয় (তাদের পথে) যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ/গজব পতিত হয়েছে এবং নয় (তাদের পথেও) যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।				

প্রথম দল (যাদের উপর ক্রোধ পতিত হয়েছে):

- যারা জানে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না। তাদের এ দুনিয়াতে এবং পরকালে ভয়ঙ্কর পরিণতি কল্পনা করুন। আল্লাহ আমাদের তাদের মত হওয়া থেকে হিফাজত করুন।
- আমরা অনেকেই নায়ক/নায়িকা কিংবা কোন নেতা/নেত্রীকে অনুসরণ করতে চাই। তাদের ন্যায় কথা ও পোশাক পড়তে চাই। এমনকি তাদের হাঁটা-চলাও নকল করে থাকি। অথচ আমাদের দেখা উচিৎ যে, তারা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছে কি না?

দ্বিতীয় দল (যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে) :

- যারা জানে না এবং সত্য ও নির্ভুলতা জানা ছাড়াই আমল করছে। তারা তাদের সৃষ্টির ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতন। তারা সত্য জ্ঞান খোঁজার চেষ্টা করে না এবং এর জন্য সময়ও ব্যয় করে না।
- আসুন আমরা তাদের মতো না হই, যাদের কাছে কুরআন থাকার পরেও যারা হারিয়ে গেছে। কেবল আরবী ভাষা না জানার কারণে কি আমরা কুরআন থেকে দূরে রয়েছি? আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে কুরআন শিখার এবং বুঝার তাওফীক দান করেন। এর জন্য একটি পরিকল্পনা করুন এবং সময় ব্যয় করুন। আজই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন যে, কুরআনের ভাষা আরবী শিক্ষার পাঠ আমরা ছাড়বো না।
- **অভ্যাস নং ১২ :** যারা খারাপ মডেল তাদের আদর্শ অনুসরণ থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মত হওয়া থেকে হিফাজত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন!

পাঠ ৫-ক

আযান

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৫৭ টি নতুন** শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে **১৯,৪৭১** বার

ভূমিকা: এই পাঠে আমরা শিখবো আযানের শব্দসমূহ এবং আযান থেকে প্রাপ্ত বার্তা।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ	اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ
আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান	**আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান**

- كَبِيْر (বড়)[৩৯] أَكْبَر (সবচে বড়)[২৩]
- صَغِيْر (ছোট) أَصْغَر (অধিক ছোট)
- كَثِيْر (বেশি)[৬৩] أَكْثَر (সবচে বেশি)[৮৮]

- আল্লাহ তা'য়ালা অতুলনীয়। কাউকে তার সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ একমাত্র তিনিই স্রষ্টা, বাকি সবই সৃষ্টি।
- আল্লাহ তা'য়ালা শক্তি, মহিমা, গৌরব, দয়া-করুনা এবং সকল ভাল গুণাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ।
- আমাদের চারপাশে থাকা আল্লাহর নিদর্শন যেমন চাঁদ-সূর্য, তারকারাজি ও গ্যালাক্সি ইত্যাদি সম্পর্কে পড়াশুনা করুন। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার মহিমা বুঝতে সক্ষম হবেন।
- যতবেশি আপনি আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন, ততবেশি অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। আপনার অন্তর থেকে প্রকাশ পাবে, "হে আল্লাহ! আপনি কতইনা মহান, কতইনা ক্ষমতার অধিকারী"।
- ফজরের আযান শুনে আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে আমি আসলে কার কথা শুনি? আমি কাকে সবথেকে বড় হিসেবে গ্রহণ করেছি? আল্লাহ না-কি আমার মনের চাহিদা? এই একই পদ্ধতিতে অন্যান্য বিষয়েও নিজেদের ঈমান যাচাই করতে পারি।
- হে আল্লাহ! আপনাকে সবথেকে বড় হিসেবে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। মনের আকাংখা, পরিবার, ভ্রান্ত নেতা ও প্রথার পরিবর্তে আমাকে আপনার বাধ্য করে দিন। সুতরাং এই দু'আর আলোকে অতীতকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে।

إِلَّا اللّٰهُ (২ বার)	إِلٰهَ	لَا	أَنْ[৫৭১]	أَشْهَدُ[১]
আল্লাহ ছাড়া	ইলাহ, উপাস্য	না	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
	অনেক ইলাহ +اٰلِهَة	مَا: না, কি?		
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।				

إِلٰهٌ শব্দটির কয়েকটি অর্থ হয় : (এক) যে সত্তার ইবাদাত করা হয়, (দুই) যিনি প্রয়োজন পূরণ করেন এবং (তিন) যাকে মান্য করা হয়। এই তিন অর্থেই 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই'।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" অর্থ হচ্ছে আমার কথা ও কাজ, ঘরে-বাইরে, অফিসে, বাজারে দেখাচ্ছি যে আমি:

- অন্য সবকিছু থেকে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি।
- আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী, শক্তিদানকারী, সযত্নে লালনকারী এবং মহাবিশ্বের শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকার করি।
- তাঁরই ইবাদাত করি, আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁকেই মান্য করি। আমার প্রবৃত্তি বা অন্য কিছুকে নয়।
- কেবল তাঁরই সাহায্য চাই এবং কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করি।
- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মানুষের জন্য সাক্ষী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআন কি ও মুহাম্মাদ (সা.) কে? এ বিষয়টি সকল মানুষকে বুঝানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্য বারবার আযান ও ইক্বামাতে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। আফসোস! এতবার স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্বেও আমরা (মুসলিমরা) এদিকে যথাযথ মনোযোগ দিচ্ছি না। আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করি যেন তিনি আমাদেরকে ইসলামের সত্যিকারের সাক্ষী হওয়ার তাওফীক দেন, অর্থাৎ, ইসলামের দা'য়ী।

৩৩২	৪	৩৫৯	

رَّسُوْلُ اللهِ (২ বার)	مُحَمَّدًا	أَنَّ	أَشْهَدُ
আল্লাহর রসূল	মুহাম্মাদ (সা.)	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
رَسُوْل: রসূল	مُحَمَّد: যিনি অনেক প্রশংসিত	أَنْ: যে	
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল।			

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" অর্থ হচ্ছে আমার কথা ও কাজ, ঘরে-বাইরে, অফিসে, বাজারে দেখাচ্ছি যে আমি:

- আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে অন্য সবকিছু থেকে বেশি ভালোবাসি।
- আমি কোনো প্রকার আপত্তি ও প্রশ্ন ছাড়াই নবী কারীম (সা.)-এর শিক্ষাকে গ্রহণ করি এবং আমি মনে প্রাণে কুরআন ও সুন্নাহকে হক ও বাতিলের মাঝে একমাত্র মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করি;
- রসূল (সা.)-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করে চলতে আমার অন্য কোনো রকমের সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন নেই; এবং আমার পছন্দ ও অপছন্দ রসূল (সা.)-এর পছন্দ ও অপছন্দ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

الْفَلَاح (২বার)	حَيَّ عَلَى	الصَّلٰوةِ (২বার) ৮৩	حَيَّ عَلَى
কল্যাণের/সফলতার দিকে	এসো	সলাতের দিকে	এসো
অনুবাদ : এসো কল্যাণের দিকে।		**অনুবাদ : এসো সলাতের দিকে।**	

- এখানে এটা বলা হয়নি, **"যেখানে ইচ্ছা সলাত আদায় করে নাও"** বরং বলা হচ্ছে "সলাতের দিকে এসো" অর্থাৎ মসজিদে যাও। কুরআন আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে ইমামের সাথে জামা'তে সলাত প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয়।
- যদি আমরা যথার্থভাবে সলাত প্রতিষ্ঠা করি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার সাফল্য ও সমৃদ্ধি দান করবেন: তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

- **আত্মিক প্রশান্তি:** সলাত হলো আল্লাহর যিকিরের বিস্তৃত একটি রূপ। ইহা হৃদয় ও মনকে প্রশান্তি দেয়। সলাতে পঠিত কিরাত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে ঈমান, হিদায়াত, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। আখিরাত বিষয়ে চিন্তা করলে অন্তরের যাবতীয় উদ্বেগ ও পেরেশানী দূর হয়।
- **শারীরিক প্রশান্তি:** অযুর মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। আর সলাতের জন্য আসা-যাওয়া, দাঁড়ানো, উঠা-বসা, রুকুর জন্য ঝোঁকা, সিজদা করা এবং বসা ইত্যাদির নড়াচড়ার মাধ্যমে শরীরচর্চা হয়।
- **সময়ানুবর্তিতা:** ফজরের সলাতের জন্য একটু তাড়াতাড়ি ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়া এবং প্রত্যেকটি সলাত যথাসময়ে আদায়ের অভ্যাস করা। সলাতের সময় হিসাব করে সকল কাজের পরিকল্পনা সাজানো হয়।
- **সামাজিক উপকারিতা:** প্রতিদিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের সুখ-দুঃখ জানা যায়, ফলে প্রয়োজনের সময় যথাসম্ভব পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে সমাজে পারস্পরিক বন্ধন ও নিজেদের আচার-আচরণ উত্তর উত্তর উন্নত হয়।
- **সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো,** আমরা সলাতের মাধ্যমে পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

এসব সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো, মানুষকে প্রকৃত সাফল্য ও কৃতকার্যতা বুঝানো। কারণ মানুষ এই মনে করে সলাতে আসে না যে, সলাতে আসলে আমার সাফল্যের চাবিকাঠি চাকরি ইত্যাদিতে ব্যাঘাত ঘটবে। অথচ সে তো ঐ মূর্খ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করল, যে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য বিপরীত রাস্তা গ্রহণ করেছে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.	اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ/ইলাহ নেই।	আল্লাহ সবচে বড়, আল্লাহ সবচে বড়।

- আযানের শুরুর বাক্য দ্বারা আযান শেষ হয়। যেন ইহা এই বার্তা দিচ্ছে, যে তোমরা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব মেনে সলাতে আসো।
- সর্বশেষ বার্তাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বাবস্থায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান। আপনার সলাতে আসা কিংবা না আসার কারণে তার বড়ত্ব ও মহত্বের মাঝে সামান্যতম কোন তফাৎ হবে না। না আসলে বরং আপনি নিজেরই ক্ষতি করলেন। আর আসলে আপনি যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবথেকে বড় হিসেবে মেনে নিয়েছেন, প্রকৃত সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করলেন।

পাঠ ৬-ক

ফজরের আযান, ইক্বামাহ ও অযুর পরবর্তী দু'আ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৬৩ টি নতুন** শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে **২৩,২৬৭** বার

After study: Propagate, Ask, Visualize Feel, Plan, Evaluate

ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর নিম্নোক্ত বাক্যটি দুই বার পড়তে হয় :

مِّنَ النَّوْمِ.	خَيْرٌ	اَلصَّلٰوةُ
ঘুম থেকে	**উত্তম/কল্যাণকর**	**সলাত**
অনুবাদ : ঘুম থেকে নামায উত্তম।		(ابوداؤد:৫০১)

- ঘুম মৃত্যুর মত। আর সলাত হলো প্রকৃত জীবন।
- আল্লাহর আহবান হচ্ছে সলাত। আর ঘুম হচ্ছে আমাদের প্রবৃত্তির আহবান।
- ঘুমের দ্বারা আমাদের দেহ সাময়িক স্বাচ্ছন্দ লাভ করে। আর সলাতের মাধ্যমে রূহ বা আমাদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু ভোর বেলার ঘুম আমাদের শরীরের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। বেশিরভাগ হার্ট ও ব্রেইন অ্যাটাক সকাল বেলায় হয়। সকালের ঠান্ডা আবহাওয়া শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারি।
- সলাত আমাদেরকে সুখের অনুভূতি দেয়, উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করে এবং মন, শরীর ও আত্মাকে শিথিল করে।

ইক্বামাহ: যখন সলাতের জন্য ইক্বামাহ বলা হয়, তখন হুবহু আযানের শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করে এবং শুধুমাত্র - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (অবশ্যই সলাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে) দুইবার অতিরিক্ত বলা হয়। আর ইক্বামাহ হচ্ছে তাদের জন্য সলাতের আহবান, যারা ইতিমধ্যে মসজিদে এসে সলাতের জন্য অপেক্ষা করছেন।

قَامَتِ اَلصَّلٰوةُ	৪০৬ قَدْ
অনুবাদ : অবশ্যই সলাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	

অযু শুরু করার দু'আ হলো- بِسْمِ اللهِ.

অযুর শেষের দু'আ নীচে প্রদত্ত হলো : রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করার পর এই দু'আটি পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে"। *(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৫৫)*

اللهُ	إِلَّا	إِلٰهَ	لَا	أَنْ	أَشْهَدُ
আল্লাহ	ছাড়া	ইলাহ, উপাস্য	নাই	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
			لَا: না, مَا: না, কি?		شَهَادَةٌ، شَهِيْد
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।					

- এই বাক্যের ব্যাখ্যা আযানের পাঠে অতিবাহিত হয়েছে।
- **মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখুন! রসূল (সা.)** বলেছেন, যার শেষ বাক্য হবে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে আবূ দাউদ, হা. নং-৩১১৬)। অপর আরেকটি হাদীসে এসেছে, "তোমরা মৃত্যু সয্যাশায়ী ব্যক্তিকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ পড়াও"। *(সহীহ মুসলিম, হা. নং-৯১৭)*
- আরব দেশে কর্মরত একজন জরুরী বিভাগের ডাক্তার বলেছেন যে, তাঁর সেবার সময় তিনি বেশ কয়েকজনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন তবে কেবল একজন বা দু'জনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ পাঠ করতে পেরেছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশি বেশি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং আরও অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করার তাওফীক দান করুন। যাতে আমরা আমাদের মৃত্যুর সময় لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলার সুযোগ পাই।

لَهُ	৪০ لَا شَرِيْكَ	وَحْدَهُ

তার/তার জন্য	কোন শরীক/অংশীদার নেই				তিনি একক		
	مُشْرِك	شِرْك،	شُرَكَاء	شَرِيْكَ	تَوْحِيْد	أَحَد	وَاحِد
	শিরককারী	শিরক	অংশীদারগণ	অংশীদার	একত্ববাদ	একক	এক
অনুবাদ : তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই।							

- এখানে আল্লাহর একত্ববাদ পুনরাবৃত্ত হওয়ার সাথে সাথে সকল প্রকার অংশীদারিত্ব প্রত্যাখান করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যারা শিরক (شِرْكٌ) করে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করেন না।
- অতএব শিরকের ভয়াবহতা স্মরণ রেখে এটি পড়ুন।

وَرَسُوْلُهٗ			عَبْدُهٗ		مُحَمَّدًا	أَنَّ	وَأَشْهَدُ
এবং তার রসূল			তার বান্দা		মুহাম্মাদ (সা.)	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
هٗ	رَسُوْلُ	وَ	هٗ	عَبْدُ	مُحَمَّد: যিনি অনেক প্রশংসিত	أَنْ، أَنَّ যে	شَهَادَة : সাক্ষী দেয়া
তার	রসূল	এবং	তার	বান্দা			
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।							

- এই বাক্যের ব্যাখ্যা আযান পাঠে গিয়েছে। এখানে "বান্দা" শব্দটি অতিরিক্ত আছে। পূর্ববর্তী জাতি যেমন খ্রিস্টানরা তাদের নবী (ঈসা আ.)- কে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছিল। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) চান যেন আমরা এ জাতীয় শিরক থেকে বেঁচে থাকি। আর এ কারণেই আমাদেরকে সলাতের মধ্যে এই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়েছে।
- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা তাঁর জন্য। তিনি আমাদের এবং অন্য সবকিছুর একমাত্র মালিক। আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম এবং আমাদের উচিত পৃথিবীতে একজন প্রকৃত দাসের মতো জীবনযাপন করা। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, (আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে) প্রকৃত দাস (এর গুণাবলী) কেমন হওয়া উচিত!

الْمُتَطَهِّرِيْنَ.	مِنَ	وَاجْعَلْنِيْ			التَّوَّابِيْنَ	مِنَ	اجْعَلْنِيْ		اَللّٰهُمَّ
পবিত্রতা অর্জনকারীগণ	**হতে**	**এবং আমাকে বানান!**			**তাওবাকারীগণ**	**হতে**	**আমাকে বানান!**		**হে আল্লাহ !**
مُتَطَهِّرُوْنَ، مُتَطَهِّرِيْنَ	**مُتَطَهِّر**	**نِيْ**	**اِجْعَلْ**	**وَ**	**تَوَّابُوْنَ، تَوَّابِيْنَ**	**تَوَّاب**	**نِي**	**اِجْعَلْ**	
পবিত্রতা অর্জনকারীগণ		আমাকে	আপনি বানান!	এবং	তাওবাকারীগণ	তাওবাকারী	আমাকে	আপনি বানান!	
অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন।									

- আমরা বারবার ভুল করি। আমরা বর্জনীয় কাজগুলো বেশি করি এবং যেসব কাজ করার কথা সেগুলোও যথার্থ আদায় করতে পারি না। কাজেই আমাদের বারবার তাওবা করা উচিৎ।
  - তাওবা কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো- গুনাহের কাজ পরিপূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়া, কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ভবিষ্যতে আর না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করা এবং কারো হক নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করে দেয়া।
  - পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত অর্থ হলো, আক্বীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, শরীর-কাপড় ও জায়গা ইত্যাদি সর্বদিক থেকে পবিত্র হওয়া।

পাঠ ৭-ক

রুকু, রুকুর পরবর্তী এবং সিজদার দু'আ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৮০ টি নতুন** শব্দ শিখবেন।
যা কুরআনে এসেছে **২৬,০৮২** বার

রুকুতে পড়ার তাসবীহ (رُكُوع)

১০৭		৪১
الْعَظِيْمِ	رَبِّيَ	سُبْحَانَ
মহান	আমার রব	পবিত্র/পবিত্রতা
অনুবাদ : (আমি বর্ণনা করছি) আমার মহান রবের/প্রতিপালকের পবিত্রতা।		

এই তাসবীহতে চারটি বিষয় রয়েছে। পড়ার সময় এই চারটি বিষয় কল্পনা করুন এবং অনুভব করুন!

- আমার রব সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে মুক্ত। কোন কিছুই তিনি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি। তার কোনও সহকর্মী বা সাহায্যের দরকার নেই। তিনি অত্যাচারী ও অন্যায়কারী নন। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না, তাঁর তন্দ্রাও আসে না। তিনি দুর্বল নন এবং কাউকে ভয়ও করেন না। তাঁর হুকুমে কোনরকম ত্রুটি ও অকল্যাণ নেই। মাঝে মাঝে যেসব পরীক্ষায় পতিত হই এর জন্য আমার কোন অভিযোগ নেই।
- তিনি হচ্ছেন 'রব' অর্থাৎ তিনি আমাদের এবং আমাদের চারপাশের সবকিছুর যত্ন নেন। তিনি হচ্ছেন লালনপালনকারী, প্রতিপালক এবং আমাদের যা কিছু দরকার তা দানকারী। তিনি সেই সত্তা যিনি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের শতশত বিলিয়ন কোষের নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে আমাকে অক্সিজেন এবং খাদ্য সরবরাহ করছেন। তিনি আমার শরীরের সমস্ত সিস্টেম যেমন রক্ত প্রণালী এবং হজম ব্যবস্থা ইত্যাদি সুচারুভাবে পরিচালনা করছেন।
- আপনি আল্লাহকে সম্বোধন করছেন 'আমার রব' বলে। আপনার সামনে যদি আপনার মা বলেন 'আমার ছেলে খুব ভালো' বা 'আমার মেয়ে খুব ভালো' এতে কী প্রতীয়মান হয়? এটি তার ভালোবাসা ও স্নেহের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ! সুতরাং রুকুতে যখন এই তাসবীহ বলেন, তখন ভালোবাসা এবং আন্তরের গভীর থেকে এই অনুভুতির সাথে বলুন!
- তিনি عَظِيْم তথা মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী; কেউ তাকে অভিভূত করতে পারে না এবং তার উপর বল প্রয়োগ করতে পারবে না।

حَمِدَهٗ		لِمَنْ		سَمِعَ اللّٰهُ
সে তাকে/তার প্রশংসা করেছে		ঐ ব্যক্তির কথা, যে		আল্লাহ তা'য়ালা শুনেছেন
هٗ	حَمِدَ	مَنْ	لِ	
তাকে	সে প্রশংসা করেছে	যে ব্যক্তি	জন্য,	
অনুবাদ : আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির কথা শুনেছেন, যে তাকে প্রশংসা করেছে।				

- আল্লাহ প্রত্যেকের কথা শুনেন। এখানে এর অর্থ হলো যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করে আল্লাহ তার ডাকে সারা দেন এবং তার দু'আ কবুল করেন।
- আল্লাহ তা'য়ালার কারো প্রশংসার প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা তাঁর কোন লাভ হয় না। আমরা প্রশংসা না করলেও তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। তাঁর প্রশংসা করে কেবল আমরাই উপকৃত হই।

الْحَمْدُ	وَلَكَ	رَبَّنَا
সমস্ত প্রশংসা	এবং (একমাত্র) আপনার জন্যই	হে আমাদের রব!
অনুবাদ : হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা (একমাত্র) আপনার জন্যই।		

- আমরা যদি رَبَّنَا (হে আমাদের রব!) বলার সময় এর অর্থ মনে রাখি, তাহলে হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বের হবে ইনশাআল্লাহ।
- হামদ حَمْد এর দুটি অর্থ। প্রশংসা করা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সহকারে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করুন।
- উক্ত তিনটি অনুভুতি নিয়ে বলুন, "আপনি প্রতিপালক", "আমাদের রব" এবং "সমস্ত প্রশংসা কেবল আপনারই"।
- তাঁর উত্তম গুণাবলী কল্পনা করুন এবং হৃদয়ের গভীর থেকে বলুন, "হে আল্লাহ আপনি পরম করুণাময়, সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী"।

রুকুর আরেকটি দু'আ

রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এই দু'আটি পড়তেন:

"سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ". *(তিরমিযী-২৬৬)*

শুধুমাত্র নতুন শব্দগুলোর অর্থ নীচে প্রদত্ত হলো :

২৬৬ بَيْنَهُمَا،	وَمِلْءَ مَا	৪৬১ وَمِلْءَ الْأَرْضِ	৩১০ ১ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ
এতদুভয়ের মাঝে আছে	এবং ঐ জিনিসের পূর্ণতা (পরিমাণ) যা	জমিনের পূর্ণতা (পরিমাণ)	আকাশের পূর্ণতা (পরিমাণ)

১৯৮ بَعْدُ،	২৮৩ مِنْ شَيْءٍ	৩ شِئْتَ	مَا	وَمِلْءَ
এর পরে	কোন জিনিস থেকে	যা আপনি চান	ঐ জিনিসের	এবং পূর্ণতা পরিমাণ

অনুবাদঃ (হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সর্ববিধ উত্তম ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা যা) আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে যত কিছু রয়েছে সব কিছু পরিপূর্ণ, এগুলো ছাড়াও আপনি যত চান সমস্ত পরিপূর্ণ প্রশংসা।

- এই দু'আটির শব্দগুলো অত্যন্ত বিস্ময়কর। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী দেখুন। তিনি পরিপূর্ণ জীবনে ক্রমাগত পরীক্ষা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। টানা দু'বেলা খাবার ছিল এরকম কখনই হয়নি।
- মক্কায় থাকাকালীন তের বছর চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং মদীনাতেও বেশ কয়েক বছর কাফির বাহিনী দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এসব বিষয় মাথায় রাখুন এবং আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই দু'আর শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন! যে নবী কারীম (সা.) এমন এমন শব্দ চয়ন করেছেন, যার ধারেকাছেও কোনদিন কোন মানুষ যেতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তাঁর আমল তাঁর শব্দের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি উৎকৃষ্ট ছিল।
- আধুনিক গবেষণা মোতাবেক কেউ যদি সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপন করতে চায়, তার জন্য উচিৎ হলো সবসময় কৃতজ্ঞতার মনোভাব রাখা। আধুনিক সাফল্যের এক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন, **"প্রতিদিন ঘুমানোর সময় সকল জিনিসের কৃতজ্ঞতা আদায় করতঃ আপনার শরীরকে অবগাহন করার পরিকল্পনা করুন। যেন আপনার শরীর কৃতজ্ঞতার সমুদ্রে সাঁতার কাঁটছে"**।
- এখানে রসূল (সা.)-এর নির্বাচিত শব্দগুলো দেখুন! "তিনি আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সব আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে দিতে চাচ্ছেন"।
- দু'আর শেষ অংশটি আরও চমৎকার! তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! (আসমান- যমীননের পর) আপনার যা পছন্দ তার পূর্ণতা পরিমাণ আপনার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বলার ভাবটা অনেকটা এরকম যে, **"হে আল্লাহ! আমি তো শুধু আসমান-যমীন ও এর মাঝের বিষয়গুলো জানি, এর বাহিরে যদি এমনকিছু থেকে থাকে যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে, তাহলে আমি আপনার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে সেটাও পূর্ণ করতে চাই। কেবলমাত্র আপনিই সর্বজ্ঞ"**।
- রসূলুল্লাহ (সা.) কৃতজ্ঞতা আদায়ের যে আবেগ ও অনুভূতি শিক্ষা দিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ এর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না।

সিজদার তাসবীহ (سَجْدَة):

الْأَعْلٰى	رَبِّيَ	سُبْحٰنَ
মহিমান্বিত/ সর্বোচ্চ	আমার রব	পবিত্রতা
অতি) الْأَعْلٰى، ৯ أَعْلٰى (উচু/উন্নত) ১১ عَلِيّ (উচু/উন্নত		
অনুবাদ : (আমি) আমার মহিমান্বিত/ সর্বোচ্চ রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।		

সিজদার অবস্থান: সিজদা হলো আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশ। (সিজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহ তা'য়ালার সবচেয়ে নিকটে থাকে, তাই সিজদার তাসবীহ পড়ার সময়) চারটি বিষয় কল্পনা ও অনুভব করার চেষ্টা করুন। **এক.** আল্লাহ সব ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত। **দুই.** তিনি প্রতিপালক। **তিন.** আমার রব। **চার.** তিনি الْأَعْلٰى (সর্বোচ্চ উন্নত/শীর্ষতম)। আমি পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানে আছি, আর আমার রব আল্লাহ তা'য়ালা আরশ তথা সর্বোচ্চ স্থানে আছেন।

সিজদার তাসবীহ থেকে প্রাপ্ত বার্তা: সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে; একজন মানুষের সুখি ও সাচ্ছন্দময় জীবন-যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি জিনিসের প্রয়োজন। **এক.** ইতিবাচক মনোভাব। **দুই.** শুকর/কৃতজ্ঞতা আদায়ের মানসিকতা। কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। আমাদের সলাত শুরু হয়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা এবং শেষ হয়- وَلَكَ الْحَمْدُ. বলে। সামনে আমরা সিজদার তাসবীহ সম্পর্কে জানবো:

- আমরা প্রতি রাকাতে কমপক্ষে নয় বার তাসবীহ পাঠ করি, অর্থাৎ প্রতিদিন ২০০ বারের চেয়েও বেশি বার তাসবীহটি পড়ে থাকি। সলাতে সর্বাধিক পঠিত যিকির হলো سُبْحٰنَ رَبِّيْ। মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'য়ালা একটি বিশেষ কারণে আমাদেরকে তাসবীহটি পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন। যাতে আমরা প্রতিদিনের ভাবনাগুলো বিন্যস্ত করতে পারি এবং সবথেকে ভাল উপায়ে বাঁচার প্রশিক্ষণ নিতে পারি।
- سُبْحٰنَ رَبِّيْ (আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এর মধ্যে প্রশিক্ষণের অনেকগুলো দিক রয়েছে। তন্মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো, **"আল্লাহ তা'য়ালার কোন শরীক নেই"**। এর আরেকটি অর্থ হলো, সলাত, সওম, হিজাব ইত্যাদি যত বিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন, সবগুলো ত্রুটিমুক্ত। কারণ তিনি যাবতীয় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।
- আল্লাহ তা'য়ালা পরীক্ষাস্বরূপ আমাদেরকে নাক-কান, চোখ-মুখ, গায়ের রং, অবয়ব, পরিবার-পরিজন, সমাজ-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সহ অনেক কিছু দান করেছেন, এই পরীক্ষাগুলোও ত্রুটিমুক্ত। আমাদের আনুগত্যশীল বান্দা হিসেবে অবশ্যই বলতে হবে, "হে আল্লাহ! আপনার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ ছাড়াই আমাদের দায়িত্বগুলো যথার্থরূপে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সফলতা দান করুন।
- তাসবীহ পাঠ করার সময় আমরা যমীনে মাথা রেখে ঝুঁকে গিয়ে অত্যন্ত ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে বলি: رَبِّي **'আমার রব'**। যেন আমরা বলছি, **"হে আল্লাহ! আমরা আপনার যাবতীয় বিধান পালনে সন্তুষ্ট; আমাদের কোন অভিযোগ নেই"**। যদি আমরা এই অনুভুতির সাথে তাসবীহ পাঠ করতে পারি, তাহলে এমন ইতিবাচক মনোভাব তৈরী হবে, যার এক পার্সেন্টও আধুনিক গবেষকগণ দেখাতে পারবে না।
- মনে রাখবেন, আল্লাহ যা কিছু করেন সবই নিখুঁত। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময় আমরা নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হই, এগুলো পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে অথবা আমাদের পাপের কারণে। ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে যথাসম্ভব ভাল কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটাই সফলতার গোপন রহস্য।

তাসবীহকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা উচিৎ :

- **প্রার্থনা:** হে আল্লাহ! আমার জীবনের সকল পরীক্ষা যেন কোনো অভিযোগ ছাড়াই সানন্দে মেনে নিতে পারি এবং আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ যেন না করি সে জন্য আমাকে সহায়তা করুন। এবং কখনো যেন আমি না বলি যে, আমার সাথে কেন এমন হলো?
- **মূল্যায়ন:** আমার গায়ের রং, নাক, মুখমন্ডল, চেহারা, পরিবার, আবহাওয়া, দেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি কতবার অভিযোগ করি?
- **পরিকল্পনা:** আমার জীবনের পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে মনে আর কখনো নেতিবাচক অনুভুতি আনবো না; কখনো কোন অভিযোগ করবো না।
- **প্রচার:** এই বার্তাগুলো ইনশাআল্লাহ আমি অন্যদের নিকট প্রচার করবো।

পাঠ ৮-ক

তাশাহহুদ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৯৩ টি নতুন** শব্দ শিখবেন।
যা কুরআনে এসেছে **২৭,৫৩৬** বার

وَالطَّيِّبَاتُ ৪৬	وَالصَّلَوَاتُ	لِلّٰهِ	اَلتَّحِيَّاتُ ৬
এবং সমস্ত আর্থিক ইবাদাত	এবং সমস্ত দৈহিক ইবাদাত	আল্লাহ তা'য়ালার জন্য	সমস্ত মৌখিক ইবাদাত
طَيِّبَةٌ، طَيِّبَات+	صَلَاةٌ، صَلَوَات+	لِ / জন্য اللّٰهِ / আল্লাহ	تَحِيَّةٌ، تَحِيَّات+
অনুবাদ : সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদাত আল্লাহ তা'য়ালার জন্য।			

- **যাবতীয় প্রশংসা ও মৌখিক ইবাদাত :** সলাত, যিকির-আযকার, তিলাওয়াত, দাওয়াত, ভাল কথা, উপদেশ প্রদান, দিকনির্দেশনা প্রদান ও প্রয়োজনে কাউকে পরামর্শ দেয়া সবই মৌখিক ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত।
- **সমস্ত দৈহিক ইবাদাত :** সলাত, সওম, হজ্ব, প্রশিক্ষণ, সাহায্যকরণ, শিক্ষা প্রদান, প্রচার-প্রসার ইত্যাদি।
- **সমস্ত আর্থিক ইবাদাত (হালাল/উত্তম সম্পদ) :** এখানে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, **"তয়্যিবাত তথা উত্তম সম্পদ"**। অর্থাৎ যা হারাম দ্বারা দূষিত হয়নি। সুতরাং আমরা হজ্ব, যাকাত এবং সাদাকাহ হিসেবে যেসব হালাল সম্পদ ব্যয় করি, সেগুলো আর্থিক ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে।

একদা রসূল ﷺ বলেন, সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলছিলেন, **"তারা তাদের রবের উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে"**। এ কথা শুনে উকাসা বিন মিনহাস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন আল্লাহ যাতে আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন! এরপর রসূল ﷺ বললেন, **"তুমি তাদের একজন"**। তারপর আরেকজন সাহাবী দাঁড়ালেন এবং একই কথা বললেন। উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, **"উকাসা তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে"**। *[বুখারী, ৫৭৫২ ও মুসলিম, ২১৮]*

- এই হাদীস থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পাই সেটি হলো, আমরা যখনই কোন ভাল কথা কিংবা কাজের কথা শুনবো আমাদের উচিৎ সেটি অর্জনের জন্য দু'আ করা। অন্যথায় আরেকজন আমার থেকে অগ্রগামী হয়ে যাবে। এবং দু'আর পাশাপাশি আমাদের অতীত কর্মের হিসাব-নিকাশ করে ভবিষ্যতের জন্য একটি স্বচ্ছ পরিকল্পনা করতে হবে।
- তাশাহহুদে তিন ধরণের ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে। তাই আমাদের উচিৎ দু'আ করা, হে আল্লাহ! আমাদেরকে উক্ত তিনটি ইবাদাত পালন করার তাওফীক দান করুন এবং মূল্যায়ন করুন যে, আমরা আমাদের জিহ্বা, মস্তিষ্ক, বিবেক-বুদ্ধি এবং বিশেষভাবে আমাদের সম্পদ কোথায় খরচ করছি এবং কিভাবে ব্যবহার করছি? সুতরাং এগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করতে হবে এবং এটি প্রচার করতে হবে।

وَبَرَكَاتُهٗ ৩			وَرَحْمَتُ اللّٰهِ ১১৪			أَيُّهَا النَّبِيُّ ৭৫	عَلَيْكَ		اَلسَّلَامُ ৪২
এবং তার বারাকাহ/কল্যাণসমূহ			এবং আল্লাহর রহমত			হে নবী!	আপনার উপর		শান্তি
هٗ	بَرَكَاتُ	وَ	اللّٰهِ	رَحْمَتُ	وَ	نَبِيُّوْنَ+، نَبِيِّيْنَ+، أَنْبِيَاء+	نَا	عَلَى	
তার	বারাকাহসমূহ	এবং	আল্লাহ	দয়া/রহমত	এবং		আমাদের	উপর	
بَرَكَةٌ، بَرَكَات+			رَحِيْم: অবিরাম করুণাময়						
অনুবাদ : হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বারাকাহ									

- নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপরোক্ত তিনটি (মৌখিক, দৈহিক এবং সমস্ত আর্থিক) ইবাদাত সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পালন করেছেন এবং কিভাবে পালন করতে হয় তা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণে, আমরা তাঁকে তিনটি জিনিস দেওয়ার জন্য আরাধনা করছি, প্রার্থনা করছি:
- سَلَام : শান্তি ও নিরাপত্তা। অর্থাৎ সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে সুরক্ষা।
- رَحْمَة: আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ যেন আপনাকে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে যত্ন নেন।
- بَرَكَة : সমস্ত নিয়ামাত, দয়া, অনুগ্রহ এবং মঙ্গল যেন তাঁর উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকে এবং তাঁর মর্যাদা যেন আরো বৃদ্ধি হতে থাকে।

(سَلَام), (رَحْمَة) ও (بَرَكَة) এই তিনটি জিনিসে একটি সুন্দর অনুক্রম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যখন আপনি একটি ফুলের চারা রোপণ করেন তখন আপনি চারাটিকে পোকামাকড় থেকে (سَلَام) রক্ষা করতে চান, এরপর এতে (رَحْمَة) পানি দেন এবং সবশেষে চারাটির প্রবৃদ্ধি এবং শক্তিশালী হওয়ার জন্য (بَرَكَة) সার ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

- (سَلَام) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যতীত (رَحْمَة) রহমত-অনুগ্রহ এবং (بَرَكَة) বারাকাহ-প্রবৃদ্ধি হবে না বরং নষ্ট হয়ে যাবে।
- **পরস্পরে (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) বলার মর্মার্থ :** السلام অর্থ সকল শান্তি ও নিরাপত্তা যেমনিভাবে الحمد অর্থ সমস্ত প্রশংসা। এর মর্মার্থ হলো আল্লাহ আপনাকে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আপনার দীন-ঈমান, সাস্থ্য-সম্পদ এবং ব্যবসা-চাকরী ইত্যাদি সবকিছুতে নিরাপত্তা দান করুন।
- যদি সাথে ورحمة الله وبركاته যুক্ত করা হয়, তখন মর্মার্থ হয়, "আল্লাহ তা'য়ালা ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে আপনার রক্ষণাবেক্ষন করুন"। রহমত ও অনুগ্রহ দান করুন এবং তার নিয়ামাত বৃদ্ধি করে দিন।
- নিছক হায়, হ্যালো, শুভ সকাল এবং শুভ সন্ধ্যা ইত্যাদি বাক্যগুলোর তুলনায় **"আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"** কত চমৎকার একটি অভিবাদন! অধিকন্তু, আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নাত এবং একটি সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে আমরা পুরস্কার পাই।

১২৫

اَلسَّلَامُ	عَلَيْنَا	وَعَلٰى	عِبَادِ اللهِ	الصَّالِحِيْنَ،
শান্তি	আমাদের উপর	এবং উপর	আল্লাহর বান্দাগণ	সৎকর্মশীলগণ
	عَلَى نَا উপর আমাদের	وَ এবং	عَبْدُ اللهِ : আল্লাহর বান্দা عِبَادُ اللهِ : আল্লাহর বান্দাগণ	صَالِح ← صَالِحُوْنَ، صَالِحِيْنَ
অনুবাদ : শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর।				

- আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত কারা? (১) আম্বিয়া; নবীগণ। (২) সিদ্দিকীন; সত্যবাদীগণ (৩) শুহাদা; শহীদগণ (৪) এবং সালেহীন; সৎকর্মশীলগণ।
- এখানে দু'আ করা হচ্ছে নবী (সা.) এবং আমাদের জন্য এবং এর পর সৎকর্মশীলদের জন্য। নবীগণ এবং সৎকর্মশীলদের জন্য দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। আমরা মাকবূল দুটি দলের মাঝে রয়েছি, আমরা আশা করি দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকেও শান্তি ও সুরক্ষা দান করবেন।
- মনে রাখবেন, আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত তারাই হবে, যারা আমলের মাধ্যমে তা অর্জন করার চেষ্টা করে যেমন সৎকর্মশীলগণ।
- প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন মুসলিম এই দু'আ পাঠ করে। অতএব আমরা যদি তাদের দু'আ পেতে চাই তবে আমাদেরকে সৎকর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হে আল্লাহ আমাদেরকে সালেহীনদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন। যাতে আমরা এই দু'য়ার উদ্দিষ্ট হতে পারি।
- মুত্তাকী হওয়া এবং সালেহীনদের সাথে থাকার জন্য পরিকল্পনা করুন।

أَشْهَدُ	أَنْ	لَّا إِلٰهَ	إِلَّا	اللهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	যে	কোন ইলাহ/মাবুদ নেই	ব্যতীত/ছাড়া	আল্লাহ
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ/মাবুদ নেই।				

- যেমনটি পূর্বে গিয়েছে কোনো একটি আরব দেশের জরুরী বিভাগের এক ডাক্তার বলেছিলেন, যে তাঁর ডিউটির সময় তিনি মাত্র কয়েকজনকে কালিমা পড়তে দেখেছেন। এক ছেলে তার বাবা মারা যাওয়ার সময় কাছে ছিল। সে বাবাকে আরবীতে বারবার কালিমা পড়তে বলছিল, পিতা উত্তরে বলেছিল, **"বৎস! আমি তো পড়তে চাচ্ছি; কিন্তু পারছি না"।** আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকেও ক্ষমা করুন এবং আমাদের মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ার তাওফীক দান করুন।
- কোন সলাতটি আমাদের জীবনের শেষ সলাত সেটি আমরা কেউই জানি না। অতএব প্রতিটি সলাতে لا إله إلا الله এই কালিমাটি হৃদয়ের গভীর থেকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়া উচিৎ। যাতে সলাতে পড়া কালিমাটির মাধ্যমে মৃত্যুর পূর্বের কালিমা পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। রসূল ﷺ বলেছেন, যার শেষ কথা হবে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- আমরা কতবার আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজের নফস তথা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছি, যেন তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছি। কতবার শয়তানের আনুগত্য করেছি, যেন তার ইবাদাত করছি। এমন কেন করছি? খারাপ বন্ধু, মোবাইল-ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির কারণে। কিংবা অবসর ও অলসতার কারণে। সুতরাং আসুন! আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে সময় এবং সকল আসবাবের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার তাওফীক দান করেন।

وَأَشْهَدُ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	عَبْدُهٗ	وَرَسُوْلُهٗ.

এবং তার রসূল	তার বান্দা	মুহাম্মাদ (সা.)	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।				

- এই বাক্যের ব্যাখ্যা ৭ম পাঠে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ এই শব্দগুলোর আলোচনাও বিস্তারিত ৮ম পাঠে করা হয়েছে। নীচের অনুচ্ছেদের বাক্য আলোচনার সুবিধার্থে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।
- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা তাঁর জন্য। তিনি আমাদের এবং অন্য সবকিছুর একমাত্র মালিক। আমরা সবাই আল্লাহর গোলাম এবং আমাদের উচিত পৃথিবীতে একজন প্রকৃত দাসের মতো জীবনযাপন করা। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, (আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে) প্রকৃত দাস (এর গুণাবলী) কেমন হওয়া উচিত! তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ কেননা তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)।
- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষি হতে পারো।) *আল-বাকারা, ১৪৩*
- আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (সা.)-এর পরে আমাদের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেটি হলো মানুষের জন্য সাক্ষী হওয়া। অর্থাৎ তাদের এটি জানানো যে ইসলাম কী ও কী তার শিক্ষা? প্রতিটি সলাতের শেষে তাশাহুদে এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আযান ও ইকামাতে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

পাঠ ৯-ক নবী ﷺ এর জন্য দু'আ/দুরূদ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি
১০২ টি নতুন শব্দ শিখবেন।
যা কুরআনে এসেছে **২৭,৯২৬** বার

নবী (সা.)-এর জন্য কার্যকরভাবে দু'আ ও প্রার্থনা করতে হলে স্মরণ করুন ইসলাম প্রচারের জন্য তার ত্যাগ ও বিসর্জনের কথা। যদি আজ আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর চলে যাওয়ার ১৫০০ বছর পরে মুসলমান হয়ে থাকি এবং সেটিও আবার মক্কা থেকে অনেক দূরে। তবে এটি মূলত হয়েছে আল্লাহর রহমত ও তারপর রসূল (সা.)-এর ত্যাগের বিনিময়ে। এ জন্য আমাদেরকে দু'আ করতে হবে, অর্থাৎ তাঁর উপর দুরূদ পড়তে হবে।

আসুন আমরা তাঁর জীবনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেই। সারাদিন দাওয়াতি কাজ করে অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত রসূল ﷺ সন্ধ্যার পরও কোনো কোনো গোত্রের কাছে হাজির হয়েছেন দ্বীন প্রচারের জন্য। আমাদেরও বুঝতে হবে যে, হয়তো এসব গোত্রের মাধ্যমেই ইসলাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আর এভাবেই আমরা তাঁর প্রতিটি ত্যাগের প্রভাব অনুভব করতে পারি।

এই ত্যাগের বিনিময়ে আমি তাঁর জন্য কী করতে পারি? নৈশভোজের জন্য তাঁকে দাওয়াত করব? তাঁর জন্য কি উপঢৌকন পাঠাবো? কিছুই না! আমি শুধু তাঁর জন্য দু'আ করতে পারি, অর্থাৎ তাঁর উপর দরূদ পড়তে পারি।

আমরা নবী কারীম (সা.)-এর জন্য দু'আ করি বা না করি তবুও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবেন। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আমার জন্য একটা বড় সম্মানের ব্যাপার যে আমি তাঁর জন্য দু'আ করতে পারছি। আসলে তাঁর জন্য দু'আ করে আমরাই প্রতিদান পেয়ে থাকি। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য দু'আ করবে অর্থাৎ তাঁর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে সে এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে দশটি পুরস্কার লাভ করবে *[মুসলিম]*।

২৬			২	৫
اٰلِ مُحَمَّدٍ	وَّعَلٰى	عَلٰى مُحَمَّدٍ	صَلِّ	اَللّٰهُمَّ
মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের	**এবং উপর**	**মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর**	**শান্তি বর্ষণ করুন**	**হে আল্লাহ!**
اٰل: পরিবার, অনুসারী أَهْل: পরিবার	عَلٰى উপর وَّ এবং	مُحَمَّدٍ মুহাম্মাদ (সা.) عَلٰى উপর	صَلِّ عَلٰى: শান্তি বর্ষণ করুন صَلِّ: সলাত পড়	

- صَلِّ عَلٰى এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে : হে আল্লাহ! তাঁর উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করুন, তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় হোন, তাঁর নামকে সমুন্নত করুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।
- হে আল্লাহ! নবী (সা.) আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, অনেক উপকার ও অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে প্রতিদান দেয়ার মতো আমাদের কিছুই নাই। কেবল আপনিই তাঁকে উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন।
- اٰل এর দু'টি অর্থ আছে। এক. পরিবারবর্গ দুই. অনুসারীগণ। আমরা যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করি তাহলে এই দু'আর মধ্যে সাহাবীগণ (রা.) সহ আমরাও যুক্ত হবো।

৬৯				
اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ	وَعَلٰى	عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ	صَلَّيْتَ	كَمَا
ইব্রাহীম (আ.)-এর পরিবারের	**এবং উপর**	**ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর**	**শান্তি বর্ষণ করেছিলেন**	**যেমনিভাবে**
	عَلٰى উপর وَ এবং		فَعَلْتَ: তুমি করেছ صَلَّيْتَ: তুমি শান্তি বর্ষণ করেছ	كَ، كَمَا: মত, যেমনিভাবে
অনুবাদ : যেমনিভাবে শান্তি বর্ষণ করেছিলেন ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর পরিবারের উপর				

- হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম (আ.)-কে এমন এক অবস্থান এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন যে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদি সকলেই তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কেও এমন মর্যাদা দান করুন যাতে এ গ্রহের সকল মানুষ তাঁকে আপনার সর্বশেষ নবী হিসেবে গ্রহণ করে।

৪	১৭	
مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ
মর্যাদাবান	**প্রশংসার উপযুক্ত**	**নিশ্চয় আপনি**
مَجْد: সম্মান, মর্যাদা, মহিমা **مَجِيْد:** মর্যাদাবান	**حَمْد:** প্রশংসা **حَمِيْد:** প্রশংসার উপযুক্ত	إِنَّ নিশ্চয়, অবশ্যই كَ আপনি
অনুবাদ : নিশ্চয় আপনি প্রশংসার উপযুক্ত এবং মর্যাদাবান।		

- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন। আপনি কতই না দয়ালু, কতই না ক্ষমাশীল। আপনি সবকিছু করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। নিশ্চয় আপনি সর্বোচ্চ প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত এবং মহিমান্বিত, পরম দয়ালু ও করুণাময়।
- হে আল্লাহ! আপনি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আপনিই সবকিছুর মালিক। অতএব কেবল আপনিই পারেন রসূল (সা.)-কে সর্বোত্তম প্রতিদান দিতে।

আসুন এবার দ্বিতীয় অংশটি পড়ি, যেখানে নতুন শব্দ মাত্র দুইটি। এক. بَارِكْ (আপনি বারাকাহ দান করুন) দুই. بَارَكْتَ (আপনি বারাকাহ দান করেছেন)।

اَلِ مُحَمَّدٍ	وَّعَلٰى	عَلٰى مُحَمَّدٍ	بَارِكْ	اَللّٰهُمَّ
মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের	এবং উপর	মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর	বারাকাহ/কল্যাণ দান করুন	হে আল্লাহ!
অনুবাদ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা.) এবং তার পরিবারের উপর বারাকাহ/কল্যাণ দান করুন।				

- প্রথম অংশে صَلِّ عَلٰى সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে بَرَكَة -ও অন্তর্ভূক্ত আছে। যদিও, প্রার্থনার মধ্যে আমরা অনুরোধ ও মিনতিকে বিভিন্ন শব্দে পুনরাবৃত্তি করি যাতে রসূল (সা.)-এর প্রতি আমাদের অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি।
- বারাকাহ (بَرَكَة) এর অর্থ হলো, দয়া, অনুগ্রহ ও নিয়ামাত অবিরাম প্রাপ্ত হওয়া এবং সাথে সাথে তা বৃদ্ধি পাওয়া।
- কাজের 'বারাকাহ' বলতে বুঝায়, কাজের গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া এবং এর বিনিময়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া।
- পরিবারে 'বারাকাহ'-এর অর্থ হচ্ছে পরিবারের উন্নতি, সমৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, প্রজন্মের চলমান ধারাবাহিকতা ইত্যাদি।
- 'বারাকাহ' এর জন্য দু'আ করা উচিৎ, রসূল (সা.)-এর জন্য, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং অনুসারীদের জন্য। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর সঠিক অনুসারী বানিয়ে দিন।

اَلِ إِبْرَاهِيْمَ	وَعَلٰى	عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ	بَارَكْتَ	كَمَا
ইব্রাহীম (আ.)-এর পরিবারের	এবং উপর	ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর	বারাকাহ দান করেছিলেন	যেমনিভাবে

مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ
মর্যাদাবান	প্রশংসার উপযুক্ত	নিশ্চয় আপনি
অনুবাদ : যেরকম আপনি বারাকাহ দান করেছিলেন ইব্রাহীম (আ.) এবং তার পরিবারের উপর।		

- হে আল্লাহ! আপনি ইব্রাহীম (আ.)-কে এমন এক অবস্থান এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন যে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদী সকলেই তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে।
- হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কেও এমন মর্যাদা দান করুন যাতে এ গ্রহের সকল মানুষ তাঁকে আপনার সর্বশেষ নবী হিসেবে গ্রহণ করে। নবী (সা.)-এর জন্য দু'আ করার সময় তাঁর ত্যাগের কথা স্মরণ রাখা উচিৎ। পাশাপাশি এটাও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তাকে কুরআনের শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

প্রার্থণা করুন : হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ছাত্র হওয়ার তাওফীক দান করুন। যাতে নিয়মিত কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতে পারি।

মূল্যায়ন : কুরআন-হাদীস শিখার জন্য আমরা কতটুকু সময় ব্যয় করি। আমরা কি বলি যে, আমি ব্যস্ত আছি; আমার সময় নেই? একটু চিন্তা করুন! নবী (সা.)-এর ছাত্র হওয়ার মত আমাদের কাছে সময় নেই। তাহলে কি আমরা তাকে সত্যিই ভালবাসি?

পরিকল্পনা : কুরআন-হাদীস শিখার জন্য প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারণ করুন।

প্রচার-প্রসার : কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা যথাসাধ্য ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। রসূল (সা.)-এর জন্য দু'আ করার সময় তাঁর বাণী স্মরণ রাখার চেষ্টা করুন। যেমন তিনি বলেছেন, **"আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও, যদিও একটি বাণী হয়"।**

- আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহ না বুঝি, তাহলে কিভাবে এর দাওয়াত দিব? কাজেই আমাদের উচিৎ তা শিখার জন্য একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিকল্পনা করা। যাতে অমুসলিমদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, মানুষের ভুল ধারণা সমাধান করতে পারি এবং মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝিয়ে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে পারি।
- একটু কল্পনা করুন! যে আপনি মরুভূমির কোনও প্রান্তে হারিয়ে গেছেন। খাবার-দাবার এবং সকল খাদ্যসামগ্রী ও রসদ শেষ হয়ে গেছে এবং আপনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ এক ব্যক্তি আপনার সামনে খাবার-দাবার ও পানি নিয়ে হাজির হলেন এবং আপনি তৃপ্তিসহকারে খাবার খেলেন, আপনি শক্তি ফিরে পেলেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। এ সময় সে আপনাকে অন্যান্য মৃতপায় মানুষের মাঝে খাবার-পানীয় সরবরাহে তাঁকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করলেন; কিন্তু আপনি তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে শুধু ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন এবং বারবার দু'আ করতে লাগলেন যে 'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।' এটা অত্যন্ত অভদ্র, কান্ডজ্ঞানহীন ও কৃতজ্ঞতাহীন মানুষের আচরণ নয় কী?। নবী কারীম (আঃ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই উদাহরণটি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। আমরা যদি কেবল নবীর জন্য দু'আ করি, তাঁর বাণী প্রচার না করি তাহলে কি তিনি আমাদের প্রতি খুশি হবেন? আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

- নবী ﷺ এর সীরাত পড়ে এবং তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করে তাঁর প্রতি আপনার ভালবাসা ও আন্তরিকতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

পাঠ ১০-ক

সলাত পরবর্তী দু'আ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১১৬ টি নতুন** শব্দ শিখবেন।
যা কুরআনে এসেছে **২৮,৮৫৪** বার

ভূমিকা: সলাতের পর পড়ার জন্য অনেক দু'আ আছে। তন্মধ্যে দু'টি এখানে দেয়া হলো:

حَسَنَةً ৩১	فِى الدُّنْيَا ১১৫	اٰتِنَا ৯	رَبَّنَآ
কল্যাণ, ভাল	**দুনিয়াতে**	**আমাদেরকে দান করুন**	**হে আমাদের রব!**
حَسَن: কল্যাণ (পুংলিঙ্গ) حَسَنَة: কল্যাণ (স্ত্রীলিঙ্গ)		نَا আমাদেরকে	اٰتِ তুমি দান করো
অনুবাদ : হে আমাদের রব/প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন			

অনেক দু'আ শুরু হয় রব্বানা (হে আমাদের রব!) শব্দ দিয়ে। রব হলেন তিনি, যিনি আমাদের যত্ন নেন, প্রতি সেকেন্ডে আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করেন এবং আমাদের বেড়ে উঠতে সহায়তা করেন।

দুনিয়ার কল্যাণ ও ভালোর মধ্য থেকে কয়েকটি হলো :

- জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা: সুস্থতা, পারিবারিক কল্যাণ, সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-চাকরি, সন্তান-সন্ততি এবং সৎ বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি।
- সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ লাভ, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করতে পারবো।
- ঐ সকল বিষয় যা আখেরাতে কাজে আসবে। যেমন, উপকারি ইল্‌ম, বিশুদ্ধ আকীদা, সৎকাজ, একনিষ্ঠতা, সৎচরিত্র ইত্যাদি।
- ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি যদি আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে এর কোনটিই কল্যাণকর নয়।

আসুন এই দু'আটি আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষে এই পদ্ধতিগুলো (প্রার্থণা, পরিকল্পনা, মূল্যায়ণ ও প্রচার) অনুসরণ করি। ইতিমধ্যেই আমরা দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থণা করেছি। এখন আসুন আমরা পরবর্তী তিনটি স্টেপ গ্রহণ করি।

- **মূল্যায়ণ:** দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু করছি এগুলো কি (حَسَنَة) হাসানা হিসেবে গণ্য হবে? এই জীবনে আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস চেয়ে যদি না পাই তাহলে কী আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকবো?
- **পরিকল্পনা:** সকালের প্রথম কাজ থেকেই প্রতিদিনের পরিকল্পনা সাজান, যাতে আমরা দিনের শুরু থেকেই সর্বপ্রকার কল্যাণ পাই।
- **প্রচার:** এই আয়াতের বার্তা সকলের নিকট বেশি বেশি করে প্রচার করুন।

حَسَنَةً	الْاٰخِرَةِ ১১৫	وَّفِى
কল্যাণ, ভাল	**পরকাল, আখিরাত**	**এবং মধ্যে**
	اٰخِرَة: শেষ (স্ত্রীলিঙ্গ), اٰخِر: শেষ (পুংলিঙ্গ)	وَ + فِي
অনুবাদ : এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন		

আখিরাতের কল্যাণের মধ্য থেকে কয়েকটি হলো:

- আল্লাহর সন্তুষ্টি।
- জান্নাত লাভ।
- মুহাম্মাদ (সা.)-এর নৈকট্য ও সান্নিধ্য:
- অন্যান্য নবীগণ, সিদ্দিকীন, শহীদ এবং মুত্তাকী ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও নৈকট্য; এবং
- আখিরাতের সবচে বড় হাসানা হলো আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাত।

النَّارِ ১৪৫	عَذَابَ ৩২২	وَّقِنَا ৫

জাহান্নাম/আগুন	শাস্তি	আমাদেরকে হিফাজত/রক্ষা করুন		
نَار : আগুন النَّار : জাহান্নাম		نَا	قِ	وَ
		আমাদেরকে	বাঁচান/রক্ষা করুন	এবং
অনুবাদ : এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন				

- মুমিন হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির গ্যারান্টি দেয় না। কোন মুমিনের পাপ যদি তার ভাল কাজের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে পাপ থেকে পবিত্র ও পরিস্কার করা হবে।
- পাপ থেকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের সবথেকে সহজতম উপায় হলো বেশি বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থণা করা) করা।
- আল্লাহ আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

<u>সলাত পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ দু'আ:</u>

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, "হে মুয়ায! আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে ভালবাসি, তারপর বললেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে একটি নসীহত করছি, আর তা হলো, সলাতের পর এই দু'আটি اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ পড়তে কখনো ভুলো না"। *[আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৫২২]*

اَللّٰهُمَّ	أَعِنِّيْ	عَلٰى ذِكْرِكَ	وَشُكْرِكَ	وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.
হে আল্লাহ!	**আমাকে সাহায্য করুন**	**আপনার স্মরণের উপর**	**এবং আপনার কৃতজ্ঞতা আদায়ের উপর**	**এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদাত পালনের উপর**
	أَعِنْ + نِيْ	عَلٰى + ذِكْرِكَ আপনার স্মরণের উপর	وَ+شُكْرِكَ আপনার শোকরের উপর	حُسْنِ عِبَادَتِكَ আপনার উত্তম ইবাদাতের উপর
অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমাকে আপনার স্মরণ, আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদাত করতে সাহায্য করুন।				

প্রথমে দু'আটির গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করুন। রসূল (সা.) মুয়ায (রা.)-এর হাত ধরেছেন, এরপর তাকীদের সাথে বলেছেন আমি তোমাকে ভালবাসি, তারপর বলেছেন সলাতের পর কখনই দু'আটি পড়তে ভুলো না।

আমরা এই দু'আটি বিভিন্নরকম অনুভুতির সাথে পড়তে পারি :

- হে আল্লাহ! যদিও এইমাত্র সলাত শেষ করলাম, কিন্তু যেভাবে পড়া উচিৎ ছিল সেভাবে পারিনি, তাই আমাকে সাহায্য করুন ও তাওফীক দান করুন, যাতে আপনার সন্তুষ্টি ও পছন্দ মোতাবেক সলাত আদায় করতে পারি।
- হে আল্লাহ আপনার ইবাদাত করার সুযোগ দেওয়ার দরুন আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে আমাকে সাহায্য করুন।
- হে আল্লাহ! সলাতের পর আপনাকে স্মরণ রাখতে আমাকে সাহায্য করুন। মসজিদের বাহিরে যখন আমি দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকবো এবং পার্থিব কোন লাভ ও উপকৃত হওয়ার সময় আপনার শোকর আদায় করতে আমাকে সাহায্য করুন।
  - আমার সারা জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন, যা আপনার ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- حُسْنِ عِبَادَتِكَ: (উত্তম ইবাদাত) আমরা সলাত আদায় করি তবে অনেক তাড়াহুড়া করে, যথাযথ মনোযোগ ও অনুভূতি ছাড়াই এবং কখনও কখনও অলসতার সাথে। হে আল্লাহ! আমাদের ইবাদাত এমনভাবে করার তাওফীক দান করুন যাতে আপনি সন্তুষ্ট ও খুশি হোন।

পাঠ ১১-ক

সূরা আল-ইখলাস

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৩১ টি নতুন শব্দ শিখবেন। যা কুরআনে এসেছে ৩০,৭৯৭ বার

ভূমিকা : সূরা আল-ইখলাস আকারে ছোট একটি সূরা; তবে সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলাতপূর্ণ। সলাতে শুধুমাত্র ছোট হিসেবে সূরাটি না পড়ে; বরং এর ফযীলাত ও গুরুত্বের কথা মনে করে পড়া উচিৎ।

- সূরাটির নাম "ইখলাস" তথা একনিষ্ঠতা ও খাটি। সূরাটি যে বুঝে তিলাওয়াত করবে এবং এতে বর্ণিত বিষয়গুলো পরিপূর্ণ বিশ্বাস করবে তার ঈমান ও আমাল পরিশুদ্ধ ও খাটি হয়ে যাবে।
- সূরাটি ফযীলাতের দিক থেকে কুরআনের একতৃতীয়াংশের সমান।
- আমরা কার ইবাদাত করব? কে আমাদের ইলাহ বা উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত? এজাতীয় প্রশ্নগুলোর সবথেকে সুন্দর ও সন্তোষজনক উত্তর সূরাটিতে বিদ্যমান।
- সূরা ইখলাস ও কুরআনের শেষ দুটি সূরা তথা সূরা ফালাক ও নাস প্রত্যেক ফরজ সলাতের পর একবার এবং ফজর ও মাগরিবের সলাতের পর তিনবার পড়া সুন্নাত।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭৪			৩৩২
اَحَدٌ (১)	اللّٰهُ	هُوَ	قُلْ
একক/অদ্বিতীয়	**আল্লাহ তা'য়ালা**	**তিনি/সে**	**আপনি বলুন!**
وَاحِد এক أَحَد একক, অদ্বিতীয় :	তিনি আল্লাহ : هُوَ اللّٰهُ		
অনুবাদ : (হে নবী!) আপনি বলুন! তিনি আল্লাহ, (যিনি) একক ও অদ্বিতীয়।			

قَالَ ৩২৩(সে বলেছে) قَالُوْا ৩২৩(তারা বলেছে) قُلْ ৫৩০(তুমি বলো!)

- আল্লাহ হচ্ছেন এক। আসুন তাঁর একত্বের ব্যাপারে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেখে নেই :
  ১. তিনি তাঁর সত্তায় একক। তাঁর কোনো অংশীদার বা আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে, সন্তানাদি ও পিতা-মাতা কিছুই নেই।
  ২. তাঁর একত্বই তাঁর বৈশিষ্ট্য বা গুণ। অদৃশ্য সম্বন্ধে কারো কোনো জ্ঞান নাই। আল্লাহ কীভাবে কাজ করেন কেউ তা দেখতে পয়না, শুনতে পায় না এবং কারো সাহায্যেরও তাঁর প্রয়োজন পড়ে না।
  ৩. তাঁর অধিকারেও তিনি একক। ইবাদাত পাওয়ার অধিকার কেবল তাঁরই।
  ৪. তাঁর ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগে তিনি একক। যেমন কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা, অথবা কোনো কিছুকে জায়েয বা নাজায়েয করার অধিকার কেবল তাঁরই রয়েছে।

আসুন এই সূরাটিকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত সহজ কয়েকটি ফর্মুলা অবলম্বন করি:

- **দু'আ/প্রার্থনা :** হে আল্লাহ! শুধুমাত্র আপনার একক সত্ত্বার ইবাদাত করতে আমাকে সাহায্য করুন।
- **মূল্যায়ন :** আমি কতবার আমার নফসের তাবেদারি করেছি? কুরআনের মতে নফসের তাঁবেদারি করা মানে নফস কে 'ইলাহ' বানানো [৪৫:২৩]। শয়তানের প্ররোচনার কাছে আমি কতবার আত্মসমর্পন করেছি? কুরআনের মতে শয়তানের প্ররোচনার অনুসরণ করা তাঁর উপাসনা করার মতোই [২৩:৬০]। কেন আমি তার কথা শুনলাম? খারাপ সঙ্গের কারণে? না টিভি, ইন্টারনেট, বা শুধু আলস্যতার কারণে?
- **পরিকল্পনা করুন:** আপনার জীবন থেকে খারাপ জিনিস, খারাপ বন্ধু এবং খারাপ অভ্যাসগুলো অপসারণ এবং (আধুনিক) জিনিসগুলো (মোবাইল, ইন্টারনেট,কম্পিউটার) সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করুন।
- **প্রচার করুন :** আল্লাহর বাণীসমূহ। এই আয়াত قُلْ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই ইসলামের বাণীসমূহ অন্যদের কাছে প্রচার করতে হবে প্রজ্ঞা ও সহানুভূতির সাথে, যেমনটি রসূল ﷺ করেছেন। তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং ইখলাস (আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা)-এর বাণী প্রচারের জন্যে এ সূরাটি ব্যবহার করুন।

১

الصَّمَدُ (٢)	اَللّٰهُ
স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষি	**আল্লাহ তা'য়ালা**
الصَّمَدُ : সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।	ইহা আল্লাহরই সত্তাগত নাম। বাকি সব তাঁর গুণবাচক নাম; যেমন : আর-রাহিম এবং আল-কারিম ইত্যাদি।

- আল্লাহ তা'য়ালা **الصَّمَدُ**। অর্থাৎ তাঁর কোন ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তিনি মানবীয় সকল গুণ থেকে পবিত্র।
- কোটি কোটি মানুষ ও সকল সৃষ্টজীব তাঁর অবিরাম দয়া ও অনুগ্রহে জীবিত আছে।
- আমরাও আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করতে পারি: হে আল্লাহ! আপনি একাই অতীতে আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেন, অতএব ভবিষ্যতের জন্যও আপনার এই করুণা/সাহায্য অব্যাহত রাখুন! হে আল্লাহ! আমাকে কেবল আপনার উপরই নির্ভরশীল করুন, অন্য করো উপর নয়।

وَلَمْ يُوْلَدْ (٣)		لَمْ يَلِدْ ১৩৪৮	
এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয় নি		তিনি জন্ম দেন নি	
يَلِد: সে জন্ম দেয় (কর্তাবাচক ক্রিয়া)	لَمْ : না, নয়	يَلِدْ	لَمْ
يُوْلَد: তাকে জন্ম দেয়া হয় (কর্মবাচক রূপ)	لَنْ ১০৬ : কখনো নয়	সে জন্ম দেয়	নয়, না

- এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। হাজার হাজার, মিলিয়ন মিলিয়ন, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পেছনের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করুন এবং চিন্তা করুন আল্লাহ সব সময় একই অবস্থায় আছেন। একই রকম চিন্তা করুন ভবিষ্যতের জন্যও তিনি সব সময় একই অবস্থায় থাকবেন।
- আমাদের কেন সন্তানের প্রয়োজন? কারণ আমরা যখন ক্লান্ত হই বা নিঃসঙ্গ অনুভব করি, তখন তারা (সন্তান) আমাদেরকে উদ্দীপিত করে। যখন আমরা বৃদ্ধ হই, তারা আমাদের যত্ন নেয়। যখন আমরা মৃত্যু বরণ করি, তারা আমাদের পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার কাজগুলো অব্যাহত রাখে। আল্লাহ এই ধরণের সকল দুর্বলতা ও চাহিদা হতে মুক্ত।
- যখন এ আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখনই মনে করুন যে, ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'য়ালার পুত্র নন। প্রায় দুই বিলিয়ন খ্রিস্টানদের এ ভুল ধারণা ভাঙাতে তাদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার একটা দায়িত্ব অনুভব করা উচিত।

اَحَدٌ (4)	كُفُوًا	لَّهٗ	وَلَمْ يَكُنْ 31		
কেউ/কেহ	**সমকক্ষ**	**তার**	**এবং সে হয় নি/এবং নেই**		
أَحَدٌ : এক (কেবল আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত) **أَحَدٌ** : যে কেউ একজন (নেতিবাচকভাবে ব্যবহৃত, এখানকার মত)	সমকক্ষ	তার জন্য	**يَكُنْ**	**لَمْ**	**وَ**
			সে হয়	নয়	এবং
অনুবাদ : এবং কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়।					

- সত্তায় বা গুণে, অধিকারে বা ক্ষমতায় কেউই আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় নয়।
- এ মহাবিশ্বের বিশালতা কল্পনা করার চেষ্টা করুন। বিলিয়ন বিলিয়ন আলোক বছরের ব্যাপ্তি এবং সেখানে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি ছাড়া কেউ নাই।
- **প্রার্থনা:** হে আল্লাহ! আমার জীবনের সব ব্যাপারে আপনিই যথেষ্ট, এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে আমাকে সাহায্য করুন।
- **মূল্যায়ন করুন :** যখন আমি কোনো ক্ষমতাবান মানুষের সামনে যাই, তখন আমি কি এটা মনে রাখি? এমন কি কোনো লোক আছে যাকে আমি ভয় করি? আমি কি অন্য কারো নিকট উপকার পাবার আশা করি?
- **পরিকল্পনা:** আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলী ও কুরআনের আয়াতে চিন্তা ফিকির করার পরিকল্পনা করুন। যাতে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব বুঝে আসে।

<u>সূরা ইখলাসের আশ্চর্যজনক উপকারিতা :</u>

একজন সাহাবী সলাতের প্রতি রাকাতে অন্য সূরার পর এ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন। রসূল (সা.) তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি এটিকে খুবই ভালোবাসি"। জবাবে রসূল (সা.) বলেন, "এ সূরার প্রতি তোমার এই ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে"। (সহীহ বুখারী-হা. নং-৭৭৪)

আমরা কিভাবে **এই সূরার ভালবাসা** বিকাশ করতে পারি? এখানে কয়েকটি পরামর্শ দেয়া হলো:

- শির্ক ও অন্যান্য সকল পাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন, কারণ আল্লাহ তা'য়ালা সত্য বিষয়টি আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন। আমাদের এবং পুরো জাহানের সৃষ্টিকর্তা কে? তাঁর গুণাবলী কেমন? তিনি আমাদের নিকট কি চান? যদি এই সত্য বিষয়টি আমাদের নিকট না পৌঁছাত, তাহলে আমরা বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে থাকতাম এবং সবসময় অস্থির থাকতাম। এজন্য তাওহীদ ও একত্ববাদ সম্বলিত এই সূরাটি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসার অনুভুতি নিয়ে পড়ুন।

- ধরুন আপনি খুবই সাধারণ একজন মানুষ এবং আপনার একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু আছে, যিনি একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় বা নেতা। আপনি কোনো নতুন মানুষের কাছে নিজের পরিচয় দিতে কি তৃপ্তির সাথে তার কথা উল্লেখ করবেন না? আসুন এ যুক্তিটি আরো ব্যাখ্যা করি। আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এই চমৎকার বিশ্বকে আমাদের জন্য বানিয়েছেন। সন্তানের জন্য মায়ের ভালোবাসার তুলনায় আমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহ) ভালোবাসা ৭০ গুণ বেশি। তবে কেন আমরা, সব সময় আন্তরিকতার সাথে তাঁর প্রশংসা করতে এবং সবক্ষেত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করতে পছন্দ করি না? (এজন্য আমাদের বলা উচিত: আমার আল্লাহ এমন যে তাঁর সৃজনশীলতায়, তাঁর প্রজ্ঞায়, তাঁর কর্তৃত্বে, তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর আদর যত্নে, তাঁর ক্ষমাপরায়ণতায় তুলনীয় কেউ নেই। এ ধরণের অনুভূতি, ইন-শা-আল্লাহ, আপনাকে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিতে এবং আন্তরিকতার সাথে এই সূরাটি তিলাওয়াত করতে সাহায্য করবে।)

- আল্লাহ এমন একজন সত্তা যে, কোন জিনিস সৃষ্টি, হিকমাত ও প্রজ্ঞা, লালন-পালন, শক্তি-সামর্থ এবং ভালবাসা ইত্যাদি গুণাবলীতে কেউ তাঁর মত নেই। তাঁর মত ক্ষমাকারী কেউ নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যারা হোঁচট খেয়ে বিপথে চলে যায় কিংবা কারো সান্নিধ্য থেকে চলে যায় মানুষ তাদেরকে আর পছন্দ করে না; তবে আল্লাহ ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। আমরা কারো কাছে কিছু চাইলে মানুষ ঘৃণা করে নিচু চোখে দেখে; আর আমরা যখন আল্লাহর কাছে চাই তখন তিনি আমাদের ভালবাসেন, অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁর মত দয়াময় ও যত্নবান আর কেউ নেই। আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক ৯৯ নাম রয়েছে। উক্ত গুণগুলোর ক্ষেত্রে কেউই তার সমকক্ষ ছিল না, এখনও নেই এবং ভবিষ্যতে হবেও না।

এজাতীয় অনুভূতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করবে এবং এই সূরা তিলাওয়াতের সময় একাগ্রতা, আন্তরিকতা এবং মনোযোগ বাড়িয়ে দিবে, ইনশাআল্লাহ।

পাঠ ১২-ক

সূরা আল-ফালাক্ব

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৪৪টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩১,৬৩৮ বার।

পরিচিতি: সূরা আল-ফালাক ও সূরা নাস, শেষের এই দুটি সূরা আমাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য উত্তম দু'আ শিক্ষা দেয়।

- রসূল (সা.)-এর সুন্নত হলো তিনি পবিত্র কুরআনের শেষ তিনটি সূরা প্রতি ফরয সলাতের পর একবার করে এবং ফজর ও মাগরিব সলাতের পর তিনবার করে পড়তেন।
- আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) ঘুমাতে যাবার আগে সূরা তিনটি পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন, তারপর উভয় হাত দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে নিতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন [বুখারী ও মুসলিম]।

আমাদের মধ্যে কে সুরক্ষা পেতে চায়? সকলেই! তাহলে, আমাদের নিয়মিত এই সূরাগুলো তিলাওয়াত করার অভ্যাস করা উচিত। এটি করার মাধ্যমে আমরা দুটি উপকার পাব: (ক) সুরক্ষা/নিরাপত্তা এবং (খ) সুন্নাতের উপর আমাল করার পুরষ্কার।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ (১)
আপনি বলুন	আমি আশ্রয় চাচ্ছি	রব/ প্রতিপালকের নিকট	সকাল/ প্রভাতের
	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ	بِ + رَبِّ	فَلَق : সকাল/প্রভাত
অনুবাদ : বলুন আমি আশ্রয় প্রর্থনা করছি সকলের রবের নিকট			

- সকলেরই মনে রাখা উচিৎ যে, আমরা দিন-রাত বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস, অনিষ্টকারী এবং হিংসুকের কুদৃষ্টিসহ নানা অশুভ আক্রমণের আশঙ্কা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই সবসময় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী।
- আল্লাহ তা'য়ালা হচ্ছেন সকাল/প্রভাতের প্রতিপালক। সূর্য নিয়ে গবেষণা করুন, যাহা দিনের আলোর উৎস। পৃথিবী হতে সূর্যের দুরত্ব ১.৪ মিলিয়ন কিলোমিটার। আর পৃথিবীর ব্যাপ্তি হলো ৪০,০০০ কিলোমিটার। চিন্তা করুন কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা এত বড় পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশে ঘুরাচ্ছেন দিন আবর্তনের জন্য? এবং তারপরে এই আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি করুন।
- আল্লাহ তা'য়ালা রাতের অন্ধকার থেকে দিন উদ্ভাসিত করেন, তেমনিভাবে তিনি আমাদের থেকে অনিষ্টের অন্ধকার দূর করতে পারেন।
- সূরাটি শুরু হয়েছে قُلْ (আপনি বলুন) শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ সূরাটি আমরা নিজেরা পড়ার পাশাপাশি অন্যদের নিকট পৌঁছাতে হবে বিজ্ঞতা ও উদারতার সাথে। যেভাবে রসূল (সা.) করেছেন।

مِنْ	شَرِّ	مَا	خَلَقَ (২)
হতে	অনিষ্ট	যা কিছু	তিনি সৃষ্টি করেছেন
		যা, কি, না مَا دِيْنُكَ: তোমার দীন কি?	خَالِق: সৃষ্টিকর্তা
অনুবাদ : তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।			

- شَرٌّ -এর দু'টি অর্থ : অনিষ্ট এবং ভোগান্তি। কোনো কোনো খারাপকে বাহ্যিকভাবে ভালো মনে হয়, কিন্তু তাদের পরিণতি হচ্ছে ভোগান্তি। অতএব এগুলোও খারাপ।
- আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে। উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদেরকে কষ্ট/পীড়া দেয়। আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন ঐ সমস্ত মানুষের অনিষ্ট হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন।
- একইভাবে আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি তার প্রাণী এবং প্রাণহীন সৃষ্টির অনিষ্ট হতে।
- আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। আমরা তাঁর সাহায্য চাচ্ছি তার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে। পরবর্তী তিনটি আয়াতে তিনটি সুনির্দিষ্ট অনিষ্টির (রাত, জাদু, হিংসা) কথা বলেছেন। এই তিনটি জিনিসের মধ্যে একটি মিল রয়েছে, আর তা হলো আমরা বুঝতে পারি না যে, এই তিনটি জিনিস আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে কি না!

وَمِنْ شَرِّ	غَاسِقٍ	اِذَا	وَقَبَ (৩)

তা ঘনিভূত হয়	যখন	অন্ধকার রাত্রির	এবং অনিষ্ট থেকে		
وَقَبَ: ইহা ঘনিভূত হয়েছিল **اِذَا وَقَبَ**: যখন ইহা ঘনিভূত হয়	**اِذْ**: যখন **اِذَا**: যখন		**شَرِّ** অনিষ্ট	**مِنْ** হতে	**وَ** এবং
অনুবাদ : এবং অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন ইহা ঘনিভূত হয়।					

- প্রতি ১২ ঘণ্টা পর রাত আসে। যখন কাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন লোকজন অপেক্ষাকৃতভাবে অবসর/স্বাচ্ছন্দে থাকতে পছন্দ করে। এই সময়ই মানুষের মন খুব সহজেই শয়তান দ্বারা কলুষিত হয়। কেননা অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।
- অধিকাংশ অন্যায়, অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ রাতে সংঘটিত হয়, যেমন: খারাপ টিভি প্রোগ্রাম, খারাপ পার্টি, অশ্লীল মুভি এবং অন্যান্য খারাপ জিনিস।
- চোরের কাজ সহজ হয় এবং শত্রুরা রাত্রেই আক্রমণ করে থাকে।
- বেশি রাত জেগে থাকাটাও খারাপ, কারণ ফযরের সলাতের জন্য জেগে ওঠা কঠিন হয়ে যায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। সকালের উত্তম কাজের সুযোগ আপনি হারিয়ে ফেলেন।

فِى الْعُقَدِ (৪)	النَّفّٰثٰتِ	وَمِنْ شَرِّ
গিরার মধ্যে	**যারা ফুৎকার দেয় (স্ত্রী)**	**এবং অনিষ্ট হতে**
عُقْدَةٌ، عُقَد+: গিরা, গিঠ	نَفَّاثَةٌ : যে ফুৎকার দেয় (স্ত্রী) نَفَّاثَاتٌ এর বহুবচন نَفَّاثَةٌ	
অনুবাদ : এবং গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে।		

- যাদুটোনা হচ্ছে আল্লাহর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। আল্লাহর প্রতি যদি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, তারা শিরক করা আরম্ভ করে দিতে পারে। এমনকি সমাধানের লক্ষ্যে ইসলাম বহির্ভূত কাজেও জড়িয়ে পড়তে পারে।
- কোনো কোনো পরিবারে পারস্পারিক সম্পর্ক ভালো থাকে না, তারা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়। তারা আত্মীয়-স্বজন হতে যাদু এবং অন্যান্য অনিষ্টের আশঙ্কা করে থাকে। এ সূরাটি এ ধরণের সকল অনিষ্ট থেকে সর্বোত্তম নিরাময়।
- যে সমস্ত শত্রু আমাদের সাথে বসবাস করছে তাদের দৈনন্দিন কুমন্ত্রণার কথা ভুলে যাবেন না! নবী (সা.) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ঘুমে থাকে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিরা দেয়। সে প্রত্যেক গিরায় এই মন্ত্রটি বলতে থাকে: 'সকাল হতে এখনও অনেক দেরী আছে, অতএব ঘুমাও', যদি জেগে ওঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তবে একটি গিরা ঢিলা হয়ে যায়। যদি সে অজু করে, দ্বিতীয় গিরা ঢিলা হয়ে যায়; এবং যদি সে সলাত আদায় করে তবে সকল গিরা মুক্ত হয়ে যায়। সে সুখী ও সতেজ সকাল শুরু করতে পারে। অন্যথায় সে অলসতা ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে জেগে ওঠে"। [বুখারী ও মুসলিম]।
- আপনি যদি দেরিতে ঘুমান, তবে আপনি শয়তানকে একটা বড় সুযোগ দিচ্ছেন আপনাকে ঘুমিয়ে রাখা এবং ফযরের সলাত হতে বিরত রাখার জন্য।

حَسَدَ (৫)	اِذَا	حَاسِدٍ	وَمِنْ شَرِّ
সে হিংসা করে	**যখন**	**হিংসুকের**	**এবং অনিষ্ট হতে**
حَسَدَ: সে হিংসা করেছে **اِذَا حَسَدَ**: যখন হিংসা করে		**فَاعِل**: কর্তা **حَاسِد**: হিংসুক	
অনুবাদ : এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।			

- একজন হিংসুক লোক আপনার খ্যাতি, কাজ, সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা করবে বা আপনাকে আঘাত করবে।
- আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, আমরা যেন কারো প্রতি কখনো হিংসা না করি এবং তিনি (আল্লাহ) যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন যারা আমাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ তাদের থেকে। রসূল (সা.) বলেছেন,"হিংসা হতে সতর্ক হও, কারণ হিংসা গুণাগুণ খেয়ে ফেলে/ নষ্ট করে দেয়, যেমন আগুন জ্বালানি-কাঠ পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলে", বা তিনি বলেছেন 'ঘাস'। *[আবূ দাউদ]*

পাঠ ১৩-ক — সূরা আন-নাস

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৫৬টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩২,১১১ বার।

এটি কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ সূরা। এর পরিচিতি শেষ পাঠে সূরা ফালাকের অধীনে গিয়েছে।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	النَّاسِ ﴿١﴾
আপনি বলুন!	আমি আশ্রয় চাচ্ছি	রব/ প্রতিপালকের নিকট	মানবজাতির
	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ	بِ + رَبِّ	اِنْسَان: মানুষ نَاس : মানবজাতী
অনুবাদঃ (হে নবী) আপনি বলুন! আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানবজাতির রবের নিকট।			

- **চিন্তা করুন:** আল্লাহ হচ্ছেন সাত বিলিয়ন লোকের রব, যারা এখন এই গ্রহে বসবাস করছে, এছাড়াও যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যারা ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে আসবে।
- তিনিই সেই সত্তা যিনি বৃষ্টি বর্ষণের ব্যবস্থা করেন, ফসল উৎপাদন করেন, তাদের নিজস্ব কক্ষপথে সূর্য এবং পৃথিবীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন, ঋতুর পরিবর্তন ঘটান এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় সব কিছুই করেন।
- তিনি প্রতি সেকেন্ডেই আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কোষ ও কণা দেখাশুনা করছেন। তিনিই সকলের সার্বক্ষণিক প্রতিপালক। যখনই এটি তিলাওয়াত করবেন তখনই তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি করুন।
- আল্লাহ এই সূরাটি শুরু করেছেন 'আপনি বলুন' দিয়ে। আমাদের এ সূরাটি বেশি বেশি তিলাওয়াত এবং একই সঙ্গে প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার সাথে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত, যেভাবে রসূল (সা.) করেছেন।

১৪৫	১৩
اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾	مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
মানবজাতীর ইলাহ, উপাস	মানবজাতীর বাদশাহ, রাজাধিরাজ
অনুবাদ : মানবজাতীর বাদশাহ এবং মানবজাতির উপাস্য (এর নিকট)	

- **مَلَكٌ** এবং **مَلِكٌ** মিলিয়ে না ফেলায় আমাদের সচেতন থাকতে হবে। **مَلَكٌ** শব্দের অর্থ ফেরেশতা (বহুবচন **مَلَائِكَةٌ**) এবং **مَلَائِكَةٌ** শব্দ দু'টি কুরআনে ৮৮ বার এসেছে।
- **চিন্তা করুন:** তিনিই হচ্ছেন আজকের সাত বিলিয়ন মানুষের, তাদের জীবন ও মৃত্যুসহ তাদের যা কিছু আছে সবকিছুরই প্রকৃত মালিক। তারা তাঁকে যতই অস্বীকার করুক এবং ভুলে থাকুক না কেন, তারা তাঁকে ডাকবেই, বিশেষ করে কঠিন ও দুঃসময়ে। আর তিনি সব কিছুই জানেন।
- **প্রার্থনা করুন:** হে আল্লাহ! আমার দৈনন্দিন জীবনের পছন্দের ক্ষেত্রগুলোতে আপনাকে একমাত্র রব এবং সত্য মালিক হিসেবে গ্রহণ করতে আমাকে সাহায্য করুন।
- **মূল্যায়ন করুন:** যদি আমি তাঁর বিধান না মানি, তবে তার অর্থ হবে আমি আমার কাজে-কর্মে তাঁকে মালিক হিসেবে গ্রহণ করছি না।
- **মূল্যায়ন করুন:** আমি কতবার আমার নফসের তাবেদারি করেছি? কুরআনের মতে নফসের তাবেদারি করা মানে নফস কে 'ইলাহ' বানানো [৪৫:২৩]। শয়তানের প্ররোচনার কাছে আমি কতবার আত্মসমর্পন করেছি? কুরআনের মতে শয়তানের প্ররোচনার অনুসরণ করা তাঁর উপাসনা করার মতোই [২৩:৬০]। কেন আমি তার কথা শুনলাম? খারাপ সঙ্গের কারণে? না টিভি, ইন্টারনেট, বা শুধু আলস্যতার কারণে?

১		
مِنْ شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
অনিষ্ট হতে	কুমন্ত্রণাদাতার	খান্নাস (যে কুমন্ত্রণা দেয়ার পর সরে যায়)
অনুবাদ : খান্নাস (যে কুমন্ত্রণা দেয়ার পর সরে যায়), কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে।		

- ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা হলো শয়তানের প্রথম আক্রমণ। শয়তান যদি কুমন্ত্রণাদানে সফল হয়, লোকটি তখন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে। অতঃপর শয়তান লোকটিকে খারাপ কাজ করতে চাপ দেয়। এরপর আস্তে আস্তে ইচ্ছাটি কাজে রূপ নেয়। এরূপ বারবার হতে থাকলে, খারাপ কাজ লোকটির অভ্যাসে পরিণত হয়। আর যখন কোন খারাপ কাজের অভ্যাস হয়ে যাওয়া, এর পরিণতি হয় অত্যন্ত খারাপ ও ভয়াবহ।
- যখন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার যিকির থেকে অসচেতন থাকি তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়। আবার যখন আল্লাহর যিকির করি শয়তান দূরে সরে যায়। মনে রাখবেন! শয়তান কখনই তার কাজ থেকে বিরত থাকে না।

৪৪	১

النَّاسِ ﴿٥﴾	فِيْ صُدُوْرِ	يُوَسْوِسُ	الَّذِىْ
মানুষের	বুক/অন্তরের মধ্যে	সে কুমন্ত্রণা দেয়	যে
	صَدْر: বুক صُدُوْر+: বুক/অন্তরসমূহ	সে কুমন্ত্রণা দেয় / কুমন্ত্রণাদাতা	يُوَسْوِسُ / وَسْوَاس	যে/যিনি الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
অনুবাদ : যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দেয়।			

- ফিসফিসানি/মন্ত্রণা হচ্ছে গোপনে অন্তরের মধ্যে কোনো কিছু ঢুকিয়ে দেয়া। শয়তান বুকের মধ্যে ফিসফিসানি/কুমন্ত্রণার চেষ্টা করে, কারণ বুক হচ্ছে অন্তরের প্রবেশ পথ। যেমন: চোর বাড়ির আশপাশের খোলা জায়গা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে।
- আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তর সজীব এবং তরতাজা থাকে। আর সজীব অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণার আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সে নিরাশ হয়ে নিজেকে সরিয়ে নেয়, অন্যথায় লোকটি পাপের মধ্যে পতিত হয়।
- আল্লাহ কুরআন সম্বন্ধে বলেছেন : شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (বুকের মধ্যে যা আছে তার নিরাময়)। অন্তরের অনেকগুলো রোগ রয়েছে। যেমন : অজ্ঞতা, সন্দেহ, মুনাফিকি, হিংসা, ক্রোধ, শত্রুতা, ঘৃণা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্যাদি।

وَالنَّاسِ ﴿٦﴾	مِنَ الْجِنَّةِ ٣٢
এবং মানব জাতি (হতে)	জ্বিন জাতি হতে
অনুবাদ : জ্বীন ও মানবজাতী হতে /থেকে।	

- নবী (সা.) বলেছেন আমাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে শয়তান জ্বিন সব সময় নিয়োজিত রয়েছে। সে অবিরাম আমাদেরকে ভুল পথে চালানোর জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।
- মানবজাতির মাঝে শয়তান কে? ঐ সমস্ত লোক যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শয়তানের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে, যারা আমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে ঐসব মিডিয়া/সংবাদ মাধ্যম, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন যারা অনৈতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধহীন অশ্লীল প্রবন্ধ ও অনুষ্ঠান প্রচার/প্রকাশ করে। এমন কি আমাদের চারপাশের ঐসব পুরুষ এবং নারী যাদের পোশাক, কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে। এ ধরনের লোকে গোটা জগত ভরে গেছে। এখন কি বুঝতে পেরেছেন আমাদের নিরাপত্তার জন্য এ সূরাটি কত গুরুত্বপূর্ণ!
- কুরআনের শেষ দুটি সূরার গুরুত্বের ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে। উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত; রসূল (সা.) বলেছেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে উত্তম দুটি সূরা শিক্ষা দিব না, যা তুমি পড়তে পারো? এরপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন: **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ**
- **পরিকল্পনা করুন:** সকল অশ্লীল/খারাপ অনুষ্ঠান, যান্ত্রিক উপকরণ, খারাপ বন্ধু পরিহার করে চলার চেষ্টা করুন, ভালো কাজে আপনার সময় ব্যয় করুন। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়াও সমাজে অশ্লীলতামুক্ত নির্মল পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে একযোগে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকুন।

পাঠ ১৪-ক

সূরা আল-আস্‌র

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৭৪টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৬,৫৫৬ বার।

ভূমিকা: ছোট এই সূরাটি মানবজাতির ক্ষতি এড়ানোর রাস্তা বাতলে দিয়েছে। এতে মূলত চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দুটি নিজের জন্য। **এক.** আক্বীদা-বিশ্বাস এবং **দুই.** ভালো কাজ। আর দুটি সমাজের জন্য। **এক.** একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়া এবং **দুই.** সবর ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়া।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ (১)
সময়ের শপথ

- وَ এর দুটি অর্থ : (১) এবং (২) শপথ।
- কুরআনে বহু সূরা এ ধরনের শপথ দিয়ে শুরু হয়েছে, যেমন : وَالْفَجْرِ، وَالشَّمْسِ، وَاللَّيْلِ، وَالنَّجْمِ، وَالسَّمَاء
- আল্লাহ শপথ নিয়েছেন সময়ের। এ শপথের পর যা বলা হয়েছে সময় তার সাক্ষী।

خُسْرٍ (2)	لَفِيْ		الْاِنْسَانَ ৬৫	اِنَّ ১৫৩৪
ক্ষতির	**অবশ্যই মধ্যে আছে**		**মানবজাতি**	**নিশ্চয়/ অবশ্যই**
	فِي	لَ	إِنْسَان: মানুষ	একটি সুন্দর উদাহরণ:
	মধ্যে	অবশ্যই	الْإِنْسَان: মানব, মানবজাতী	اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ
অনুবাদ: অবশ্যই, মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে আছে				

- এ আয়াতে আমরা দেখি একটি বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তিনটি তাকিদসূচক জিনিস ব্যবহার করেছেন: (১) তিনি শপথ নিয়েছেন; (২) إِنَّ ব্যবহার করেছেন এবং (৩) لَ ব্যবহার করেছেন।
- চতুর্থ যে জিনিস দিয়ে জোর দেয়া হয়েছে তাহলো– إِلاَّ । ১০০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসে ৯৫ জন যদি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তবে কি আমরা বলব, '৯৫ জন ছাড়া সবাই কৃতকার্য হয়েছে'? না। বরং আমরা বলব, '৫ জন ছাড়া সবাই অকৃতকার্য হয়েছে'। আমরা বড় অংশটি আগে উল্লেখ করি। অতএব, মানবজাতির বৃহত্তর অংশ ক্ষতির মধ্যে আছে।
- আল্লাহ তায়ালা এখানে জোর দিয়েছেন, এজন্য এই আয়াতটি শুনতে আমাদের মনোযোগ বাড়ানো উচিত এবং ভাবা উচিত যে আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচতে কি পদক্ষেপ নিয়েছি, প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উকাশার উদাহরণটি মনে রাখুন এবং আল্লাহর তায়ালার কাছে দু'আ করুন, যাতে তিনি আমাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন।

الصّٰلِحٰتِ	وَعَمِلُوا		اٰمَنُوْا ২৫৮	الَّذِيْنَ	اِلَّا ৬৬৪
সৎকাজ/ভালোকাজ	**এবং তারা করেছে**		**তারা ঈমান এনেছে**	**যারা**	**ব্যতীত/ছাড়া**
صَالِح ← صَالِحُوْن+، صَالِحِيْن+	**عَمِلُوا**	وَ	إِيْمَان	صِرَاطَ الَّذِيْنَ	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
صَالِحَة ← صَالِحَات+	তারা করেছে	এবং	ঈমান, বিশ্বাস	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	
অনুবাদ: যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ/ভালোকাজ করেছে তারা ব্যতীত।					

- **দু'আ:** হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক, পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় বিশ্বাস দান করুন।
- **মুল্যায়ন:** আমার অবশ্যই বিশ্বাস আছে, তবে আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, দুই ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রসূলগণ এবং তাকদীরের (ভাগ্য) উপর আমার বিশ্বাস কতটা দৃঢ় ও গভীর? শয়তান যে সারাক্ষণ আমার পিছে লেগে আছে? আমার বিশ্বাস কি আমাকে ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে?
- আল্লাহর কিতাবের উপর আমার বিশ্বাসের অবস্থা কেমন? আমার কি শুধু বিশ্বাসই আছে, না-কি অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে এর সাথে আমার সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করি।

- আমাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা আছে। কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস বুঝে পড়লে আমাদের বিশ্বাস আরো বাড়ে এবং মজবুত হয়।
- আমাকে ক্ষতি হতে রক্ষার জন্য শুধু ঈমান/বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। ভালোকাজও একান্ত দরকার। আমার সলাত, সাওম, যাকাত, আচরণ, নৈতিকতা, লেনদেন ইত্যাদির গুণাবলীও আমাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সহায়ক হবে।

			২৪৭		
بِالصَّبْرِ ﴿3﴾	وَتَوَاصَوْا		بِالْحَقِّ	وَتَوَاصَوْا	
ধৈর্যের	এবং যারা একে অপরকে উপদেশ দেয়		সত্যের	এবং যারা একে অপরকে উপদেশ দেয়	
صَبْر	**تَوَاصَوْا**	**وَ**	حَقّ : সত্য/ন্যায়	**تَوَاصَوْا**	**وَ**
অধ্যাবসা, ধৈর্য	তারা উপদেশ দেয়	এবং		তারা উপদেশ দেয়	এবং
অনুবাদ : এবং একে অপরেকে সত্যের (সত্য গ্রহণের) উপদেশ দেয় এবং অপরকে ধৈর্যের (ধর্য ধরনের) উপদেশ দেয়।					

- ভাল আমল সমূহের মধ্যে প্রত্যেক ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে বিশেষভাবে দুটি আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: **এক**. অন্যকে সত্যের উপর অটল থাকার পরামর্শ দেয়া এবং **দুই**. ধৈর্যধারণ করার।
- সত্য কোথায় পাব? অবশ্যই পবিত্র কুরআনে এবং সুন্নাতে রাসূল (সা.)-এর মধ্যে। তবে যদি আমরা কুরআন বুঝতে সক্ষমই না হই, তাহলে আমরা কীভাবে সত্য ও ন্যায় প্রচার করব?।
- কুরআনের অনেক সূরায় আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন, কীভাবে রসূল এবং নবীগণ (আ.) মানুষের মাঝে সত্য, ন্যায় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের থেকেই আমাদের শিখতে হবে।
- এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বহুবচনে মানুষকে সম্বোধন করেছেন 'যারা উপদেশ দেয়...' মূলত আল্লাহ আমাদেরকে এটা বলতে চাচ্ছেন যে আমাদেরকে দলগতভাবে কাজ করতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে মেনে চলার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দিতে হবে।
- একজন বন্ধু নির্বাচন করে আপনি এখনই এটা শুরু করতে পারেন। তাকে বলতে পারেন কুরআন শিখা ও অন্যকে উৎসাহিত করায় আপনার সঙ্গী হতে এবং শেষপর্যন্ত চালিয়ে যেতে।
- ধৈর্য (সবর) তিন প্রকার (১) দাওয়াসহ অন্যান্য সৎকাজ করার জন্য ধৈর্য; (২) পাপ হতে দুরে থাকার জন্য ধৈর্য; এবং (৩) বিপদের সম্মুখীন বা রোগে আক্রান্ত হলে দুঃসময়ের ধৈর্য ।
- যখন আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভাবি, তখন তাদের শিক্ষার জন্য আমাদের কাছে একটি বিস্তর পরিকল্পনা থাকে। মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের এ ধরণের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?
- **وَ** এবং **أَوْ**: এই সূরায় আমাদের কে চারটি কাজ (ঈমান, সৎকাজ, সত্য, ধৈর্য) করতে বলা হয়েছে, কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজের মধ্যে **وَ** (এবং) বর্ণ ব্যবহার করেছেন। তিনি এখানে **أَوْ** (অথবা) বলেন নি।

পাঠ ১৫-ক

সূরা আন-নাস্‌র

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৮৬টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৭,৫০০ বার।

ভূমিকা:

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে এটি রসূল ﷺ এর প্রতি নাযিল হওয়া সর্বশেষ পূর্ণ সূরা [মুসলিম, নাসায়ী]। এ সূরার পরে অন্য সূরার কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। ইসলামের শত্রুরা আরবে পরাজিত হবার পর লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল, কারণ তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা বা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলার মতো আর কেউ ছিল না। ইসলাম গ্রহণের জন্য তারা স্বাধীনতা পেয়েছিল।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَتْحُ (1)	نَصْرُ اللّٰهِ	جَآءَ ১৭১	اِذَا ৪২৩
এবং বিজয়	আল্লাহর সাহায্য	আসবে	যখন
الْفَتْحُ: বিজয়, খোলা وَ: এবং	نَصْر: সাহায্য, সাহায্য করা	جَاءَ: সে এসেছে اِذَا جَاءَ: যখন তা আসবে	إِذْ 239 ، إِذَا: যখন
অনুবাদ : যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে।			

- কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্যে সকল কাজ পূর্ণতা পায়।
- এখানে বিজয় বলতে অষ্টম হিজরীর ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।
- **প্রার্থনা :** হে আল্লাহ! আমাদেরকেও আপনার সাহায্য ও বিজয় দান করুন।
- **মূল্যায়ন :** ২৩ বছরের কঠোর পরিশ্রম এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মনিয়োগের পর আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা.) বিজয় দিলেন। সে তুলনায় আমরা ইসলামের জন্য কী করেছি?
- **পরিকল্পনা :** আজ, এ সপ্তাহে বা আমার জীবনের এ অবস্থায় আপনি কী করতে পারেন? যে কোনো লোকেরই ব্যক্তিগত এবং দলগত পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে, যেন আমরা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় পেতে পারি। প্রত্যেককে তার অর্থ, সময়, সম্পদ ও কর্ম-ক্ষমতাকে দ্বীন ইসলামের কাজে ব্যবহার করতে হবে। আপনি যদি একজন ছাত্র হন, তাহলে আপনাকে পড়ালেখায় সেরা হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এটাই ইসলামের জন্য উত্তম খিদমাত।

اَفْوَاجًا (2)	فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ	يَدْخُلُوْنَ	النَّاسَ ২৪১	وَرَاَيْتَ	
দলে দলে	আল্লাহর দীনের মধ্যে	প্রবেশ করছে	লোকজন/ মানুষ	এবং আপনি দেখবেন	
فَوْج: একটি দল أَفْوَاج: দলসমূহ	اللّٰهِ: আল্লাহ دِيْنِ: ধর্ম, দীন فِىْ: মধ্যে	دُخُوْل: প্রবেশ করা خُرُوْج: বের হওয়া	اِنْسَان: মানুষ نَاس: মানবজাতী	رَاَيْتَ: তুমি দেখেছ	وَ: এবং
অনুবাদ : এবং মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে					

- এখানে 'লোকজন/মানুষ' বলতে আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রকে বোঝানো হয়েছে, যারা মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে।
- দ্বীনের দু'টি অর্থ আছে : **এক.** বিচার **দুই.** জীবন ব্যবস্থা/ পদ্ধতি। এ আয়াতে দ্বীন বলতে যাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন তাদের জীবন ব্যবস্থা/পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে।
- উপরের আয়াত অনুযায়ী বিজয়ের এবং আল্লাহর সাহায্যের ফল কী? মানুষ হিদায়াত পেয়েছে এবং ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছে। আমরা কি একই উদ্দেশ্যে বিজয়ের প্রার্থনা করি? আমরা কি ইসলাম বুঝতে এবং অনুসরণ করতে অন্যদেরকে সহায়তা করছি?

وَاسْتَغْفِرْهُ	رَبِّكَ	بِحَمْدِ	فَسَبِّحْ
এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন	আপনার রবের/প্রতিপালকের	প্রশংসার সাথে	সুতরাং গুণ-গরীমা বর্ণনা করুন!

ه	اِسْتَغْفِرْ	وَ		حَمْدِ	بِ	سَبِّحْ	فَ
তার কাছে	আপনি ক্ষমা চান!	এবং	যিনি আমার যত্ন নেন এবং বেড়ে উঠতে সাহায্য করেন	প্রশংসা	সাথে	আপনি তাসবীহ পড়ুন	সুতরাং/অতএব

অনুবাদ : তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

- سَبِّحْ অর্থ বলুন: 'সুবহান-আল্লাহ' আল্লাহ সকল ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-কমতি বা অসম্পূর্ণতা হতে মুক্ত। তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তিনি দুর্বল নন এবং তিনি কারো দ্বারা চাপের মধ্যেও নেই। তাঁর ছেলে বা পিতা নেই। নিজ সত্তা ও স্বাভাবিক গুণে, নিজ অধিকার ও তাঁর ক্ষমতায় তিনি একক ও অদ্বিতীয়।
- 'সুবহান-আল্লাহ' বলার মাধ্যমে, আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি, তিনি অসীম এবং নিখুঁত তাঁর প্রজ্ঞা। এই দুনিয়ার জীবনে আমরা একটি নিখুঁত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। কোনো ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগ করা উচিত নয় কারণ তা তাকদিরের একটি অংশ। যদি আপনি অভিযোগ করেন, তাহলে আপনি 'সুবহান-আল্লাহ' এর বিরুদ্ধে গেলেন। বরং আমাদের আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত, যাতে তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরীক্ষাগুলো সহজ করে দেন।
- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ: আমরা কীভাবে ঐসব লোকের প্রশংসা করতে পারি যাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আছে, তা যত ছোটই হোক না কেন! এ কারণে আমরা প্রায়ই "সুবহানাল্লাহ" এর পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দ দেখি।
- আমাদের 'তাসবিহ্' এবং 'হাম্‌দ' সব সময় অপূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত। তাই আমাদের নিয়মিত তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যখনই ভালো কাজ করার সুযোগ পাব তার পরপরই আমাদের 'তাসবীহ্', ও 'হাম্‌দ' করা উচিত এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

تَوَّابًا ﴿3﴾	كَانَ	اِنَّهٗ
তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল	**হলেন**	**নিশ্চয় তিন**
تَابَ: সে তাওবা করেছে تَائِب: একজন তাওবাকারী تَوَّاب: তাওবা কবুলকারী تَوَّاب←تَوَّابُوْن+، تَوَّابِيْن+	كَانَ: সাধারণ অর্থ হলো **'ছিল'**। كَانَ আল্লাহর সাথে ব্যবহার হলে, অর্থ হয় **'হলেন'**।	اِنَّ: اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ নিশ্চয়, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন

অনুবাদ : নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী বা ক্ষমাশীল।

- এটা আমাদের জন্য বিরাট আশার প্রতীক এবং পাপে নিমজ্জিতদের জন্য পাপ মোচনের সুসংবাদ। আল্লাহর ক্ষমা থেকে আমাদের কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন অর্থাৎ, আপনি যে পাপ করেছেন তা স্বীকার করুন, অনুতপ্ত হোন এবং আর কখনো পাপ করবেন না বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করুন। সব সময় গভীর বিশ্বাস রাখবেন যে আল্লাহ আপনার অনুশোচনা গ্রহণ করবেন।
- **উদাহরণ :** আমি যখন খুবই ক্ষুধার্ত তখন কেউ যদি বলে যে সে অগণিত লোকের খাবার ব্যবস্থা করে, তাহলে আমি কেন তখনই তার কাছে খাবার চাইব না? একইভাবে, এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর অপার ক্ষমার কথা বর্ণনা করছেন। অতএব সকলকে এখনই এর সুযোগ নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ঠিক একইভাবে যখন আল্লাহ তা'য়ালার কোন গুণবাচক নাম শুনবো, তখন আমাদের উচিৎ ঐ গুণ উল্লেখ করে আমাদের উপকারের জন্য প্রার্থণা করা।

পাঠ ১৬-ক

সূরা আল-কাফিরূন

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ১৯৪টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা

মক্কার মুশরিকগণ যখন দেখলো যে অনেক লোক তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন তারা একটা আপস-মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে এল। তারা রসূল (সা.)-কে বলল যে তারা এক বছর শুধু আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত করবে, কিন্তু পরবর্তী বছর রসূল (সা.)-কে আল্লাহ তা'য়ালার পাশাপাশি তাদের দেবতার (মূর্তি) ইবাদাত করতে হবে। কাফিরদের এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা এ সূরা নাযিল করেন।

এ সূরাটিতে আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। সেটি হলো **'ঈমানের ব্যাপারে কোনো আপস-মীমাংসা নয়'**।

- রসূল (সা.) এই সূরাটি এবং সূরা ইখলাস ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাত সলাতে তিলাওয়াত করতেন। [মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ]
- রসূল (সা.) তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবীকে ঘুমের পূর্বে এই সূরাটি তিলাওয়াত করার উপদেশ দিয়ে বলেন, **"তোমরা সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করবে কারণ এটি শিরক থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা"**।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْكٰفِرُوْنَ (١)	يٰٓاَيُّهَا	قُلْ
কাফির সম্প্রদায়, অবিশ্বাসীগণ!	**হে, ওহে**	**আপনি বলুন!**
كَافِر: অবিশ্বাসী/কাফের كَافِرُوْن+، كَافِرِيْن+ : অবিশ্বাসীগণ	(হে, ওহে) : يَا أَيُّهَا، يَا أَيُّهَا[১৫৩]، يَا[৩৬১] উপরোক্ত শব্দগুলো কুরআনে ৫১১ বার এসেছে।	
অনুবাদ : (হে নবী!) আপনি বলুন, হে কাফির সম্প্রদায়!		

- يَا এই শব্দটি কুরআনে অনেকবার ব্যবহার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : يَا قَوْم [৩৮৩] (হে সম্প্রদায়!)।
- প্রতিটি অমুসলিম কাফির নয়! সেই লোকই কাফির যে কুরআনের বাণী পেয়েছে এবং বুঝেছে তারপর অস্বীকার করেছে। কুরআন অমুসলিমদেরকে يَا أَيُّهَا النَّاسُ (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করেছে।
- এখানে, আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের উপর খুব রাগান্বিত হয়েছেন যারা রসূল (সা.)-এর নিকট এসেছিল। তারা শুধু অবিশ্বাস করেছে তা নয়, রসূল (সা.)-কে শিরক করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন 'হে কাফিরগণ'! বলে।
- কাফিরদের প্রকৃত সমস্যাটি কী ছিল? তারা সত্যকে উপলব্ধি করার পর তা প্রত্যাখান করেছে তাদের কামনা-বাসনা, অহংবোধ, ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের কারণে।
- **প্রার্থনা :** হে আল্লাহ! কামনা-বাসনা, সামাজিক মর্যাদা, বা অহংবোধের কারণে আমি যেন সত্যকে প্রত্যাখান না করি ।
- **মূল্যায়ন :** কতবার আমি সত্যকে প্রত্যাখান করেছি বা তা জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করিনি।
- **পরিকল্পনা :** অনুতাপ এবং সংশোধনের জন্য। আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব অনুভব করা এবং সত্যকে অনুসরণ করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণেরও পরিকল্পনা করুন।
- **প্রচার :** অহংবোধ ও ঐতিহ্য অনুসরণের পরিণতি সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলুন।

تَعْبُدُوْنَ (٢)	مَا	لَآ اَعْبُدُ
তোমরা ইবাদাত করো	**যার**	**আমি ইবাদাত করি না**
تَفْعَلُوْنَ : তোমরা করবে/করো		أَشْهَدُ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি; أَعُوذُ : আমি আশ্রয় চাই
অনুবাদ : আমি ইবাদাত করি না তোমরা যার ইবাদাত করো।		

ইবাদাত-এর তিনটি অর্থ (১) প্রার্থনা করা (২) আনুগত্য করা এবং (৩) সর্বাবস্থায় মান্য (slavery) করা। এই তিনটির মধ্যে কোনো আপোস নাই। এর সবগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য।

বর্তমানে কিছু অমুসলিম ইসলামের কুৎসা রটনা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেও পুরোপুরি ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে যেতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনোরকম হীনমন্যতাবোধ থাকা চলবে না। আপনার বিশ্বাসে আপনাকে দৃঢ়

হতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করে যেতে হবে। এবং ইসলামের সঠিক বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কারণ এখনো অনেক মানুষ সত্য ও সঠিক বার্তা জানে না।

اَعْبُدُ ﴿৩﴾	مَآ	عٰبِدُوْنَ	وَلَآ اَنْتُمْ		
আমি ইবাদাত করি	**যার**	**ইবাদাতকারী**	**এবং তোমরা নও**		
أَشْهَدُ: আমি সাক্ষ্য দিই/দিচ্ছি أَعُوْذُ: আমি আশ্রয় চাই		عَابِد : ইবাদাতকারী عَابِدُوْنَ+ ، عَابِدِيْنَ+ : ইবাদাতকারীগণ	اَنْتُمْ	لَآ	وَ
			তোমরা	না, নয়	এবং
অনুবাদ : এবং তোমরা ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি।					

- তারা আল্লাহর ইবাদাতকারী এমন ভুল ধারণার মধ্যে পড়বেন না। শিরক মিশ্রিত ইবাদাত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
- সব ধর্ম সমান নয়। আল্লাহ সকল জাতীর নিকট সত্য বার্তা নিয়ে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করে নি বা প্রত্যাখান করেছে। তাই আমাদের উচিত উত্তম ও বিচক্ষণতার সাথে ইসলামকে উপস্থাপন করা।

عَبَدْتُّمْ ﴿৪﴾	مَّا	عَابِدٌ	وَلَآ اَنَا		
তোমরা ইবাদাত কর	**যার**	**ইবাদাতকারী**	**এবং আমি নই**		
فَعَلْتُمْ: তোমরা করেছো। عَبَدْتُّمْ: তোমরা ইবাদাত করেছো।		فَاعِل: কর্তা عَابِد: ইবাদাতকারী	اَنَا	لَآ	و
			আমি	নই, না	এবং
অনুবাদ : এবং আমি ইবাদাতকারী নই, যার ইবাদাত তোমরা করো					

বাহ্যত এটি পুনরাবৃত্তি মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। এ দু'টি আয়াতে দু'টি ভিন্ন বিষয় আছে।

- (لَا أَعْبُدُ), এর অর্থ হচ্ছে "আমি এখন ইবাদাত করব না"। (وَلَا أَنَا عَابِدٌ) এর অর্থ হচ্ছে "ভবিষ্যতেও ইবাদাত করব না"।
- আমি ইবাদাত করব না তোমাদের এখনকার মূর্তিগুলোকে এবং আমি ইবাদাত করব না তোমাদের অতীতের মূর্তিগুলোকেও।
- ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো আপোস নাই। এটি অহংকার বা ঔদ্ধত্য নয়। বরং আমরা এই ব্যাপারে আল্লাহর ক্রোধকে অনেক ভয় করি।

اَعْبُدُ ﴿৫﴾	مَآ	عٰبِدُوْنَ	وَلَآ اَنْتُمْ
আমি ইবাদাত করি	**যার**	**ইবাদাতকারী**	**এবং তোমরা নও**

- বাহ্যত এটিও পুনরাবৃত্তি মনে হয়, কিন্তু এটি অন্য প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যে সংবাদটি দেওয়া হচ্ছে তা হলো : **"তোমাদের ঔদ্ধত্য আচরণের ফলে বুঝা যায়, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে না"**।

دِيْنِ ﴿৬﴾	وَلِىَ	دِيْنُكُمْ	لَكُمْ
আমার দীন	আমার জন্য	তোমাদের দীন	তোমাদের জন্য
অনুবাদ : তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।			

- এই আয়াত দ্বারা এটা বুঝানো হয় নি যে, পৃথিবীর সব ধর্ম এক ও সমান। এর অর্থ এমন না যে, আমরা ইসলামের বাণী প্রচার করা বন্ধ করে দেব। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কি রসূল (সা.) ইসলামের প্রচারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন? কখনো নয়!। বরং এটি ছিল তাদের আপোস-মীমাংসা প্রস্তাবের উত্তর।
- কাফিররা একটি দল হয়ে রসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। সুতরাং আমরা পরস্পরে একে অপরের সহায়তা এবং পুরো পৃথিবীর মানুষের সামনে ইসলামকে সর্বোত্তম উপায়ে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে একটি সুসংহত দল হয়ে কাজ করা উচিৎ। যাতে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায় এবং দুনিয়ার সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে পারে।

পাঠ ১৭-ক

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ২০৮টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৯,৫৭১ বার।

ভূমিকা : এই পাঠে আমরা সূরা সা'দ এর ২৯তম আয়াত পড়বো। যাতে স্পষ্টভাব কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُبٰرَكٌ	اِلَيْكَ	اَنْزَلْنٰهُ ৫৫	كِتٰبٌ ২৬১
বরকতময়, কল্যাণময়	**আপনার প্রতি (হে মুহাম্মাদ সা.!)**	**আমি তা অবতীর্ন করেছি**	**একটি কিতাব**
আমরা বলি : **عيد مبارك** (ঈদটি আপনার জন্য বরকতময় হোক)	**كَ** / আপনার	**إِلَى** / দিকে, প্রতি	**هُ** / তা	**اَنْزَلْنَا** / আমি নাযিল করেছি	**كُتُب**+ বইসমূহ
অনুবাদ : (এটি) একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।			

- কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব, যা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে।
- আল্লাহ তা'য়ালা আগেই বলে দিয়েছেন যে এটি একটি কল্যাণময় কিতাব। কিন্তু এটি নাযিলের কারণ বলেছেন পরে। যদি আমরা এ কিতাবের কল্যাণ অর্জন করতে চাই তবে যে উদ্দেশ্যে এটি নাযিল করা হয়েছে তা আমাদের মানতে হবে।
- বারাকাহ অর্থ নিয়ামাত প্রাপ্ত হওয়া, যা স্থায়ী হয় এবং বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধি দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।
- **কুরআন হলো মুবারাক :** কুরআন যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা ১০০০ রাতের চেয়ে উত্তম এবং যে মাসে নাযিল হয়েছে সেই মাস সর্বোত্তম মাসে পরিণত হয়েছে। তাহলে চিন্তা করুন কুরআন কত বরকতময় এবং কল্যাণময়।
- যে রসূলের উপর নাযিল হয়েছে, তিনি শ্রেষ্ঠ রসূল হয়ে গেছেন। যে শহরে এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেটি শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে রুপান্তরিত হয়েছে। আল কুরআন বিশ্বের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছে। যে সাহাবীরা এই কিতাবটি পেয়েছিলেন, তারা মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীর সেরা নেতায় পরিণত হয়েছিলেন এবং প্রায় ১০০০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন কুরআনককে যথাযথ আকড়ে ধরেছিলেন মুসলিমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মর্যাদা ও শক্তি বজায় রেখেছিল।
- আমাদের আনন্দচিত্তে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দু'আ করা উচিৎ যে,"হে আল্লাহ! আপনার অসংখ্য ও অগণিত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আপনি কতইনা মহান, কতইনা দয়াশীল। আমাদের জন্য অতি বরকতময় ও কল্যাণময় একটি কিতাব দান করেছিলেন।
- নিয়ামাতের সর্বোত্তম ব্যবহার হলো তা থেকে উপকৃত হওয়া। এজন্য আমাদের উচিৎ বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, বুঝা, চিন্তা-গবেষণা করা, মুখস্ত করা এবং মানুষের মাঝে প্রচার করা।
- কিতাবটি অত্যন্ত বারাকাহপূর্ণ। কিন্তু কেন নাযিল করা হয়েছে তা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হবে। এজন্য বারাকাহ হাসিল করার জন্য সামনে বর্ণিত দুটি কাজ করতে হবে।

اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿২৯﴾ (سورة ص) ৪৩	وَلِيَتَذَكَّرَ	اٰيٰتِهٖ ৩৮২	لِّيَدَّبَّرُوْٓا
জ্ঞানীগণ/বোধশক্তির অধিকারীগণ	**এবং যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে**	**এর আয়াতসমূহ**	**যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে**
اَلْبَاب / বুদ্ধিমানগণ	**اُولُوا، اُولِي** / অধিকারী	**يَتَذَكَّرَ** / তারা উপদেশ গ্রহণ করে	**لِ** / যাতে	**وَ** / এবং	**هٖ** / তার	**آيَات** / আয়াত সমূহ	**يَدَّبَّرُوْٓا** / তারা চিন্তা-ভাবনা করে	**لِ** / যাতে
لُبّ : বুদ্ধি, জ্ঞান+ **اَلْبَاب**					اٰيَة : নিদর্শন+ اٰيَات		**تَدَبُّر** : চিন্তা-ভাবনা করা	
অনুবাদঃ যাতে তারা এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানীগণ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।								

- কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে দুটি; **এক.** এটা নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করা, **দুই.** এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।
- চিন্তা করা অর্থ বারবার ভাবা এবং তার উপর চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো। আপনি যখন খবরের কাগজ পড়েন তখন ভেবে দেখার প্রয়োজন পড়ে না। খবর জানার জন্য একবার পড়াই যথেষ্ট। কিন্তু আপনি কি বিজ্ঞান, গণিত বা বাণিজ্যিক বই এভাবে পড়তে পারেন? না! আপনাকে থামতে হবে এবং তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
- আমরা যদি এই কিতাবের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝতে পারি তাহলে চিন্তা-গবেষণা করার উৎসাহ পাওয়া যাবে। এই কিতাবটি প্রেরণ করেছেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা, যিনি সর্বদা ছিলেন, সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। এই মহাবিশ্ব এত বড় যে, কেবল আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা যদি আলোর গতিতে (প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার) ছুটি তাহলে এক লাখ বছর লাগবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাব নাযিল করেছেন সাত আসমানের উপর থেকে।
- কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হলে প্রথমে ভালভাবে বুঝতে হবে।
- উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ হলো, শিক্ষা গ্রহণ করা, মানুষকে জানানো এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। যেমন আপনি কোন শিক্ষার্থীকে বললেন, তুমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, অন্যথায় ফেল করবে। যদি ঐ শিক্ষার্থী তা মেনে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা শুরু করে দেয়, তাহলে বলা হবে সে উপদেশ গ্রহণ করেছে।
- কুরআনের যাবতীয় আদেশগুলো মেনে এবং যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থেকে আপনি তা করতে পারেন।
- যখন আমরা উপরের দু'টি মেনে চলব তখন আল্লাহর ইচ্ছায় ও কুরআনের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করতে পারব।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক

- ✓ **সরাসরি :** কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী। যখনই আপনি এটি শুনবেন বা তিলাওয়াত করবেন, মনে মনে অনুধাবন করবেন যে আল্লাহ সরাসরি আপনাকে সম্বোধন করছেন। তিনি দেখছেন আমি কীভাবে তাঁর এ কথার প্রত্যুত্তর করছি।
- ✓ **ব্যক্তিগত :** কুরআনের প্রতিটি আয়াত আপনার জন্য। কখনো বলবেন না যে এ আয়াত কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক এর জন্য। দেখতে হবে এর মধ্যে আমাদের জন্য কী আছে?
- ✓ **পরিকল্পিত :** প্রতিটি শস্যকণা কারো না কারো খাওয়ার জন্য নির্ধারিত। একইভাবে প্রতিটি আয়াত কারো না কারো শোনা ও তিলাওয়াতের জন্য পূর্ব নির্ধারিত। কোনোটাই অগোছালো/ছড়ানো নয়।
- ✓ **প্রাসঙ্গিক :** কুরআন হচ্ছে একটি তাগিদ (reminder)। আল্লাহর তাগিদ অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে, আল্লাহ আজ কেন আমাকে এই আয়াতটি শুনালেন বা তিলাওয়াত করালেন?

তাদাব্বুর تَدَبُّر: অর্থ চিন্তা করা। নীচে সাধারণ মানুষের জন্য তাদাব্বুর করার একটি সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এর অনেক দিক রয়েছে। আমরা এখানে শুধুমাত্র মৌলিক দিকগুলো আলোচনা করছি।

- কুরআনের আয়াতসমূহ বুঝে বুঝে বারবার তিলাওয়াত করুন এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিন।
- তিলাওয়াতকৃত আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। উদাহরণস্বরূপ, আসমান-যমীনের আলোচনা আসলে সেগুলোর বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা। রব্বুল আলামীনের আলোচনা আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এবং সৃষ্টজীবের বিষয়ে চিন্তা করা।
- অনুভুতির সাথে তিলাওয়াত করুন। অর্থাৎ জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভীতি সহ তিলাওয়াত করুন।

তাযাক্কুর تَذَكُّر: অর্থ শিক্ষা গ্রহণ করা ও উপদেশ গ্রহণ করা। আর এটি করার জন্য সহজ একটি পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হলো:

- **দু'আ :** যে আয়াত তিলাওয়াত করবেন তা জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। শুধু দু'আ যথেষ্ট নয়; বরং কাজে পরিণত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় ঐ শিক্ষার্থীর মত হবে, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে দু'আ করে; কিন্তু পরীক্ষা দিতে স্কুলে যায় না।
- **মূল্যায়ন :** আপনি আল্লাহর কাছে যে দু'আ/সাহায্য চেয়েছেন, সে বিষয়ে বিগত দিনে বা গত সপ্তাহে আপনার কাজের মূল্যায়ন করুন। যদি আপনি এসব কাজ ইতোমধ্যে করে থাকেন, তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। যদি না করে থাকেন তবে তাঁর কাছে ক্ষমা চান।
- **পরিকল্পনা :** তিলাওয়াতকৃত আয়াতে বর্ণিত বিষয় কাজে পরিণত করার জন্য পরিকল্পনা করুন।

পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ফিকহী তথা মাসয়ালাগত বিষয় হয় তাহলে আমল করার পূর্বে যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং বিজ্ঞ আলেমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

আমরা যারা আলেম নই; সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে এই বিষয়গুলোতে আমল করতে পারি : আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, রসূল (সা.)-এর যথাযথ অনুসরণ, আখিরাতের স্মরণ, আখলাক-চরিত্রের উন্নতি, পারস্পরিক লেনদেন পরিশুদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি সামাজিকভাবে সকলেই মিলে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী উদ্যোগ ইত্যাদি।

তাবলীগ তথা প্রচার-প্রসার : আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত; রসূল (সা.) বলেছেন,

اٰيَةً	وَلَوْ [২০১]	عَنِّيْ	بَلِّغُوْا
একটি বাণী	**যদিও**	**আমার পক্ষ থেকে**	**তোমরা পৌঁছে দাও!**
অনুবাদ : তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি বাণী হয়।			

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমরা কুরআন-হাদীসের যাই পড়ছি না কেন, অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে সর্বোত্তম উপায়ে অন্যদের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করুন।

এই বিষয়ে আমাদের সময়, মেধা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ যথাসম্ভব ব্যয় করতে হবে। এবং যারা দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক, তাদাব্বুর, তাযাক্কুর এবং তাবলীগের সুক্ষ্ম বিষয়গুলো স্মরণ রাখার সুবিধার্থে নীচে একটি লোগো বা মনোগ্রাম দেয়া হবে। একই ধরণের লোগো প্রতিটি পাঠের শুরুতে দেয়া আছে।

প্রতিটি আয়াত ও যিকিরে তাদাব্বুর ও তাযাক্কুর করার জন্য আমরা এই লোগোটি ব্যবহার করতে পারি।

- আয়াতে বর্ণিত বিষয় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থণা করুন।
- এই দু'আর আলোকে আপনার অতীতকে মূল্যায়ন করুন।
- ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করুন।
- প্রাপ্ত বার্তাটি প্রচার করুন। যাতে আমরা অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারি এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কার পেতে পারি।

এই জাতীয় আয়াত ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে উম্মাত কুরআনুল কারীমের নিম্নবর্ণিত হক বর্ণনা করেছেন : বিশ্বাস করা, তিলাওয়াত করা, বুঝা, আমল করা এবং প্রচার করা ইত্যাদি।

পাঠ ১৮-ক

কুরআন শেখা সহজ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ২২২টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪০,৪৬৯ বার।

আমরা পূর্বের পাঠে জেনেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নাযিল করেছেন কুরআনের আয়াতের উপর গবেষণা এবং এর উপর আমল করার জন্য। অর্থাৎ আরবী আয়াতের উপর গবেষণা করার জন্য, কারণ কুরআনের আয়াতগুলো আরবীতে এবং এসবের যথাযথ অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদ থেকে আমরা কেবল কুরআনের বার্তা/সংবাদ পেতে পারি। কিন্তু আয়াতের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা এবং হৃদয়ে অনুভব করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের আরবী শিখতে হবে।

অনেকেই বলতে পারে এটা একটি অন্ধ বিশ্বাস; কিন্তু না, প্রকৃত বাস্তবতা এটাই যে অন্য ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যতা অনুবাদে কোনভাবেই আনা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা সাতিত্যের সেরা একটি কবিতা নিয়ে ইংরেজি বা অন্য ভাষায় রূপান্তর করার চেষ্টা করুন, দেখবেন কখনই সেই রূপ আর আসবে না। সুতরাং মানুষের রচনার যদি প্রকৃত অনুবাদ না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র কালামের প্রকৃত অনুবাদ কিভাবে সম্ভব?

এর অর্থ হলো-আপনি যদি কুরআনের ১০০টি অনুবাদ পড়ে থাকেন, সরল কথায় আপনি এটি একবারও পড়েন নি। কারণ, কুরআন হলো শুধু আরবী কুরআন। মনে রাখবেন এখানে আমরা এর পুরস্কার (প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকি)-কে অস্বীকার করছি না এবং অনুবাদের গুরুত্বকেও কম করছি না। মূলত আমরা আরবী শিখার জন্য অনুবাদ পড়ছি। অনুবাদ আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং আসল উদ্দেশ্য হলো মূল আরবী শিখা।

আরবীতে কুরআন পড়া হলে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায়, যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে। কারণ আরবীই আল্লাহর মূল কালাম। যখন আমরা আরবীতে কুরআন পড়বো, এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে ১০টি করে ছাওয়াব পাবো ইনশাআল্লাহ।

এটি আল্লাহ তা'য়ালার অনেক বড় নিয়ামাত ও অনুগ্রহ যে, তিনি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلذِّكْرِ (القَمَر :١٧)		الْقُرْاٰنَ ٩٠	يَسَّرْنَا	وَلَقَدْ ٤٠٦		
উপদেশ লাভের জন্য		কুরআনকে	আমারা সহজ করে দিয়েছি	এবং নিশ্চয়		
الذِّكْر	**لِ**	এখানে কুরআনের অর্থ হচ্ছে 'যা প্রতিনিয়ত তিলাওয়াত করা হয়'	**يُسْر:** সহজ **عُسْر:** কঠিন **يَسَّرْنَا:** আমরা সহজ করেছি	**قَدْ**	**لَ**	**وَ**
বুঝ এবং স্মরণ	জন্য			ইতোমধ্যেই	অবশ্যই	এবং
ذِكْر এর দুটি অর্থ। যথা : (১) মুখস্ত করা এবং (২) বুঝা ও উপদেশ গ্রহণ করা				**قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة** সলাত ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত		
অনুবাদ : এবং অবশ্যই আমি উপদেশ লাভের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি।						

- কুরআন শব্দের অর্থ হলো, এমন কিতাব যা বারবার পড়া হয়। এই নামটিতে একটি অলৌকিকত্ব রয়েছে। এমনকি অমুসলিমদের মতেও পৃথিবীতে সবথেকে বেশি পঠিত কিতাব আল কুরআন। [ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা]
- কুরআন শিখা, আমল করা এবং অন্যকে নসীহাত করার জন্য সহজ। কুরআন ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন যাতে এর বাচনশৈলী, যুক্তি, ঘটনার বিবরণ এবং প্রমাণাদি বিশদভাবে শিখতে পারেন।
- এমনটা কখনো ভাববেন না যে, কুরআন বোঝা কঠিন। এটা বলবেন না, মানবেনও না। আপনি কি এই আয়াতের বিরোধিতা করতে চান? (আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন)।
- কুরআন শিখা সহজ, কিন্তু এটা এমনি এমনি হওয়ার নয়। আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে এবং কুরআন শিখার চেষ্টা চালাতে হবে। নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোক আল্লাহর দিকে হেঁটে আসে, আল্লাহ তার দিকে দৌড়ে আসেন"। আসুন আমরাই প্রথমে হাঁটি।
- কুরআন বোঝা ও আমল করা সহজ। এবং আল্লাহ আমার থেকে যে বিশ্বাস এবং আমল চান তা বুঝাও সহজ।
- দয়া করে এটিকে ফিকহ ও ইসলামী আইনের বিষয়ের সাথে মিশ্রিত করবেন না। কারণ ফিকহের মাসয়ালাগুলো আমরা আলেমদের থেকে জিজ্ঞাসা করে শিখবো।

চলুন এবার আমরা একটি হাদীস নিয়ে আলোচনা করি :

وَعَلَّمَهُ (بخارى)			تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ	مَّنْ	خَيْرُكُمْ	
এবং (অন্যকে) এটা শিখায়			**নিজে কুরআন শিখে**	**যে**	**তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ**	
هُ	عَلَّمَ	وَ	**تَعَلَّمَ:** সে শিখেছে **عَلَّمَ:** সে শিখিয়েছে	কবরের সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে **مَنْ رَبُّكَ؟** তোমার রব কে?	كُمْ	خَيْرُ
তাকে/তা	সে শিখিয়েছে	এবং			**তোমাদের**	**সর্বোত্তম**
অনুবাদ : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।						

- রসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে ছাত্রের কথা বর্ণনা করেছেন তারপর শিক্ষকের কথা আলোচনা করেছেন। এটি কুরআনের প্রতিটি ছাত্রের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়। তাছাড়া এই হাদীস থেকে এই শিক্ষাও পাই যে, কুরআন শিখার কোন শেষ নেই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুরআন শিখা ও কুরআন বোঝার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
- হাদীসটির অর্থ দাড়াচ্ছে, পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি, যে দুটি কাজ করে। **এক.** নিজে ভালভাবে কুরআন শিক্ষা করে, **দুই.** অন্যকে শিখায়।
- সুতরাং আমরা এপর্যন্ত যা পড়লাম তা শিখানো খুব সহজ। এজন্য অন্তত আপনি দুজনকে বাছাই করুন যাদেরকে আপনি শিখাবেন।
- পৃথিবীতে অসংখ্য ক্লাস হচ্ছে; কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ক্লাস হলো সেই ক্লাস যেখানে কুরআন শিখানো হয়।
- এখন অবধি হয়ত আপনি অনেক ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বাধিক মূল্যবান ও পছন্দনীয় ক্লাস হলো কুরআনের ক্লাস।
- কুরআন শিখার অর্থ কেবল কুরআন কিভাবে তিলাওয়াত করতে হয় তা শিখা নয়; বরং এর অর্থ শিখা, আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং আমল করা ইত্যাদি সবই কুরআন শিখার অন্তর্ভূক্ত।
- নবী (সা.)-কে পাঠানো হয়েছিল কুরআনের একজন শিক্ষক হিসেবে। তিনি নিজে অনুশীলন করেছেন এবং ব্যাখ্যাসহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবাগণের (রা.) মতো করে শেখতে হলে প্রথমে আমাদেরকে আরবী তিলাওয়াত এবং তাজবীদ শিখতে হবে। এখানেই শেষ নয়, কারণ এর পরেই কুরআন শিক্ষার আসল ধাপ আরম্ভ হবে, অর্থাৎ কীভাবে কুরআন বুঝতে এবং চর্চা করতে হবে।

চলুন আমরা আরেকটি হাদীস পড়ে নেই :

بِالنِّيَّاتِ (بخارى)		إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ৪১ ১৪৫	
নিয়াতের উপর		**প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ**	
نِيَّات+ নিয়াতসমূহ	نِيَّة নিয়াত, ইচ্ছা	إِنَّمَا: কেবল, প্রকৃতপক্ষে (তাকীদ বুঝায়) عَمَل: কাজ أَعْمَال+	
অনুবাদ : প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ (এর ফলাফল নির্ভর করে) নিয়াতের উপর			

- বিচার দিবসে তিন ধরণের লোকের প্রথমে বিচার হবে। তাদের মধ্যে একজন হবে কুরআন তিলওয়াতকারী যে তিলওয়াত করতো মানুষকে দেখানোর জন্য। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ তার নিয়াতে ভুল ছিল। আল্লাহ ঐ সমস্ত কাজ কবুল করেন না, যা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে দেখানোর জন্য করা হয়।
- আসুন, আমরা কুরআন শিখি শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য। বুঝার চেষ্টা করি এবং যথাসম্ভব অনুশীলন করি।
- আসুন আমরা একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্যকে শিখাই। কারণ এখনো অনেক ভাই-বোন কুরআন থেকে দূরে আছে। সম্ভবত অনারব মুসলিমদের ৯০% কুরআন বোঝে না। যদি আমরা তাদেরকে শিখাই তাহলে তারা অন্যদেরকে শিখাতে পারবে।

নীচের ছকে তিনটি শব্দ দেয়া হয়েছে যা ২৩৭০ বার কুরআনে এসেছে। নীচের উদাহরণগুলো ও তাদের অর্থ মনে রাখুন। অর্থ মনে রাখা এবং পরবর্তীতে মনে করা সহজ হবে যদি উদাহরণগুলো মনে রাখেন। উদাহরণগুলো খুবই উপকারি, বিশেষ করে যখন আপনি বিভ্রান্তিতে পড়ে প্রায় একই উচ্চারণের শব্দের অর্থ মিলিয়ে ফেলতে শুরু করেন (যেমন : اِنْ এবং اِنَّ)

যদি আল্লাহ চান	৫৬ إِنْ شَاءَ اللهُ	যদি	৬৯১ إِنْ
নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	إِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ	নিশ্চয়	১৫৩৪ إِنَّ
প্রকৃতপক্ষে সকল কাজ নিয়াতের উপর (নির্ভরশীল)	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ	কেবল, প্রকৃত	১৪৫ إِنَّمَا

পাঠ ১৯-ক — কুরআন শেখার উপায়

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ২৩২টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪১,১১১ বার।

ভূমিকা : কুরআন শিখার সর্বোত্তম উপায় হলো এ পাঠে দেখানো তিনটি পদক্ষেপের অনুসরণ করা। (১) আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থণা করা (২) সম্ভাব্য সকল মাধ্যম গ্রহণ করা (৩) এবং প্রতিযোগিতার মানসিকতা গ্রহণ করা।

প্রথম পদক্ষেপ : ইল্‌ম বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা।

عِلْمًا ﴿১১৪﴾ (سورة طه)	زِدْنِىْ		رَبِّ
জ্ঞানে	**আমাকে বৃদ্ধি করুন**		**হে আমার রব!**
عِلْم: ইলম, জ্ঞান	نِىْ	زِدْ	رَبّ: যিনি যত্ন নেন এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন
	আমাকে	বৃদ্ধি করুন!	
অনুবাদঃ হে আমার রব! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।			

- আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মুখস্থ ও শিখার জন্য নবী (সা.)-কে এ দু'আ শিখিয়েছেন। আন্তরিকভাবে ও বারবার আমাদেরও উচিত আল্লাহর নিকট এই দু'আ করা।
- দু'আ -এর সাথে সাথে, কুরআন বোঝার জন্য আমাদের সময়ও দিতে হবে। যদি কোনো ছাত্র প্রতি সলাতে সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে এই দু'আ করে, অথচ স্কুলে না যায় বা কোনো বই না পড়ে, তাহলে তাকে কি আন্তরিক বলা যাবে? আমরা যদি জ্ঞানের জন্য দু'আ করি অথচ তা অর্জনে চেষ্টা না চালাই তবে তো দু'আ নিয়ে খেলা করা হবে।
- আপনি কেন জ্ঞান অর্জন করবেন? ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কুরআন অনুশীলন করবেন এবং তা সমাজে ছড়িয়ে দিবেন। কুরআন শিখা, বোঝা, অনুশীলন এবং এর বিস্তারের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।
- আমাদের কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত? তার মতো, যে দুই বা তিন দিন না খেয়ে আছে; অথবা একজন হৃদরোগী যার আগামীকাল ওপেন হার্ট অপারেশন হবে। সে কি আল্লাহর নিকট একবারই সাহায্য চাইবে? সে কি কোনো আকুতি ছাড়াই প্রার্থনা করবে?
- আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন জ্ঞানের পিপাসা মেটানো ও আমাদের উদাসীনতার রোগমুক্তির জন্য। জ্ঞানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে আল-কুরআন। আমরা যদি এটি না জানি, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : কলম থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল মাধ্যম ব্যবহার করা।

بِالْقَلَمِ ﴿৪﴾ (سورة العلق)		عَلَّمَ	اَلَّذِىْ ৩০৪
কলম দ্বারা		তিনি শিক্ষা দিয়েছেন	যিনি (তিনি কে)
الْقَلَم	بِ	تَعَلَّمَ: সে শিখেছেন	الَّذِيْ: যিনি, যে
কলম	সাথে, দ্বারা	عَلَّمَ: সে শিক্ষা দিয়েছেন	الَّذِيْنَ: যারা
অনুবাদঃ যিনি কলমের সাহায্য শিক্ষা দিয়েছেন			

- দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে কলমের ব্যবহার। এখনই কলম হাতে নিন। আপনার হাত দিয়ে আপনি কোটি কোটি শব্দ লিখেছেন। এখন আপনার হাত ব্যবহার করুন কুরআনের আরবী শিখার জন্য এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন।
- কোথায় লিখবেন? একটি নোট-বই ব্যবহার করুন। আপনি যা শিখছেন তা লিখে রাখুন। বই এবং নোট-বই এর জন্য একটি ছোট লাইব্রেরী গড়ে তুলুন।
- লেখার একটা অভ্যাস গড়ে তোলার পর আপনাকে কুরআন শোনা এবং অর্থ বোঝার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
- আজই আপনাকে সংকল্প করতে হবে যে, আপনি কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় ব্যয় করবেন নতুন শব্দের অর্থ এবং ব্যাকরণগত রূপ/পরিভাষা লেখার জন্য। এতে অলসতা চলবে না বরং পূর্ণ আবেগ, গভীর ভক্তি এবং আন্তরিকতার সাথে করতে হবে।

এ উম্মাতের যদি জ্ঞানের কোনো কমতি থেকে থাকে তবে তা কুরআনের জ্ঞান, যার প্রথম ওহীর প্রথম শব্দই হচ্ছে إِقْرَأْ "পড়ো"। 'পড়া'কে আপনার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করুন এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিতের মতো ভালোলাগার ও উপকারি বিষয়গুলোও পড়তে থাকুন।

তৃতিয় পদক্ষেপ: প্রতিযোগিতা করা অর্থাৎ প্রতিনিয়ত উন্নতি করার চেষ্টা করা।

عَمَلًا (الْمُلْك: ২)	اَحْسَنُ 36			اَيُّكُمْ 59	
কাজে	**সর্বোত্তম/উত্তম**			**তোমাদের মধ্যে কে?**	
عَمَل: কাজ +أَعْمَال	أَكْبَر أَصْغَر أَحْسَن	كَبِيْر صَغِيْر حَسَن	বড় ছোট ভালো	كُمْ তোমাদেরকে	اَيُّ তো
অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম?					

- আল্লাহ আমাদেরকে কেবল এটি দেখার জন্যই সৃষ্টি করেননি যে কে মুসলিম বা কে নয়; বরং আমাদের দেখতে হবে কে সবচেয়ে সেরা, স্বতন্ত্র কাজের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে সেরা; বাড়িতে পরিবারের কাছে সেরা; অফিসের কাজের ক্ষেত্রে সেরা ইত্যাদি। এবং সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে সেরা, যেমন; অন্যকে সাহায্য করা, দাওয়াতের কাজ করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইত্যাদি।
- আপনি কুরআন শিখতে শুরু করেছেন। আল্লাহ এই মুহুর্তে আমাদের দেখছেন যে এই ক্লাসে কুরআন শিখার ক্ষেত্রে কে সেরা? শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্যের চেয়ে ভাল হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার চেষ্টার ভিত্তিতে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং এক্ষেত্রে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করুন।
- শয়তান রেগে আগুন! কেন? কারণ আপনি কুরআন শিক্ষায় একধাপ এগিয়েছেন। সে সব চেষ্টাই করবে আপনাকে থামিয়ে দিতে। শয়তান এ কাজে অভিজ্ঞ, কিন্তু আপনার সাথে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা আছে।
- শয়তান প্রস্তুত আছে, ফিরিশতাগণও প্রস্তুত আছেন, কাজের রেকর্ড লেখার জন্য, তাঁদের কলমও প্রস্তুত আছে। আপনি কি প্রস্তুত আছেন?

পাঠ ২০-ক

এপর্যন্ত কি শিখেছি? এবং সামনে কি শেখবো?

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি ২৩২টি নতুন শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪১,১১১ বার।

ভূমিকা : এই কোর্সে আমরা কি শিখলাম, তা দেখার জন্য কুরআনুল কারীমের দুটি নির্বাচিত অংশ বাছাই করবো।

১. সূরা বাকারার প্রথম পাঁচ আয়াত

নীচে যে শব্দগুলো আন্ডারলাইন করা সেগুলো ইতিমধ্যেই আমরা গত ১৯ পাঠ পর্যন্ত পড়েছি। এখন কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায়ও আমরা পূর্বের পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারবো। ফলে সহজেই বুঝতে পারবো, আমরা কুরআনের ৫০% এর চেয়েও বেশি শব্দ পড়েছি।

الٓمّٓ ﴿1﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿2﴾

আলিফ-লাম-মীম	উহা/ঐটি	কিতাব	নেই	কোন সন্দেহ	তার মধ্যে	হিদায়াত, নির্দেশনা	জন্য	মুত্তাক্বীদের

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

যারা	বিশ্বাস করবে	প্রতি	অদৃশ্যের	এবং	কায়েম করবে	সলাত	তা থেকে, যা	আমরা রুযী দান করেছি	তাদেরকে

يُنْفِقُوْنَ ﴿3﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

তারা খরচ করে	এবং যারা	তারা বিশ্বাস করবে	সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু	অবতীর্ণ হয়েছে	তোমার প্রতি	এবং সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿4﴾

অবতীর্ণ হয়েছে	তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি	আর আখেরাতকে	যারা	(নিশ্চিত বলে) বিশ্বাস করে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

তারাই	উপর	সুপথ প্রাপ্তদের	পক্ষ থেকে	তাদের পালনকর্তার

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿5﴾

আর তারা	তারাই	যারা যথার্থ সফলকাম

২. আয়াতুল কুরসি (আল বাকারার, আয়াত: ২৫৫)

আপনি আন্ডারলাইন করা যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সেই সমস্ত শব্দ যা আপনি ইতিমধ্যে এই কোর্সে শিখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি বিগত ১৯টি পাঠে এই আয়াতগুলোর ৫০% এর বেশি শব্দ শিখেছেন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

আল্লাহ	নেই	কোন উপাস্য	কিন্তু/ছাড়া	তিনি	জীবিত	প্রতিপালক এবং রক্ষক (সমস্ত বিদ্যমান সৃষ্টিকুলের)

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না	তন্দ্রাও	এবং নয়	নিদ্রাও

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

সবই তাঁর	যা কিছু রয়েছে	আসমানে	এবং যা কিছু রয়েছে	যমীনে

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

কে আছে এমন	যে	সুপারিশ করবে	তাঁর কাছে	ছাড়া	তাঁর অনুমতি

يَعْلَمُ	مَا	بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ	وَمَا	خَلْفَهُمْ
তিনি জানেন	যা (কিছু রয়েছে সে সবই)	তাদের দৃষ্টির সামনে	এবং যা (কিছু রয়েছে)	তাদের দৃষ্টির পিছনে

وَلَا يُحِيْطُوْنَ	بِشَىْءٍ	مِّنْ عِلْمِهٖٓ	اِلَّا	بِمَا شَآءَ
এবং তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না	কোন কিছুকেই	তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে	কিন্তু	যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন

وَسِعَ	كُرْسِيُّهُ	السَّمٰوٰتِ	وَالْاَرْضَ
তাঁর সিংহাসন পরিবেষ্টিত করে আছে		সমস্ত আসমান	এবং যমীনকে

وَلَا يَئُوْدُهٗ	حِفْظُهُمَا	وَهُوَ	الْعَلِىُّ	الْعَظِيْمُ ﴿২৫৫﴾
এবং তাঁর পক্ষে কঠিন নয়	সেগুলোকে (আসমান যমীনকে) ধারণ করা	এবং তিনিই	সর্বোচ্চ	সর্বাপেক্ষা মহান

ব্যাকরণ

পাঠ ১খ هُوَ، هُمْ، أَنْتَ، أَنَا، أَنْتُمْ، نَحْنُ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি
১২ টি নতুন শব্দ শিখবেন,

ব্যাকরণ

এ পাঠে আমরা ৬টি শব্দ শিখব : هُوَ، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ. এ ছয়টি শব্দ কুরআনে **১২৯৫** বার এসেছে! এ শব্দগুলো শুনুন Total Physical Interaction-TPI এর সহায়তায় সক্রিয়ভাবে; আপনি শুনুন, দেখুন, চিন্তা করুন, বলুন এবং দেখান। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি অবহেলা করছেন না এবং অনুশীলন করতে হবে পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতা দিয়ে।

১. যখন আপনি বলবেন **هُوَ** (সে), ডান হাতের তর্জনী আপনার ডান দিকে দেখাবেন যেন মনে হয় যাকে আপনি দেখাচ্ছেন সে লোকটি আপনার ডান পাশে বসে আছে। যখন আপনি বলবেন **هُمْ** (তারা), আপনার ডান হাতের চার আঙুল একইভাবে আপনার ডান দিকে দেখাবেন। এ অনুশীলন ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য।

২. যখন বলবেন **أَنْتَ** (তুমি), ডান হাতের তর্জনী আপনার সামনের দিকে দেখাবেন যেন লোকটি আপনার সামনে বসে আছে। যখন আপনি বলবেন **أَنْتُمْ** (তোমরা), চার আঙ্গুলের সবকটিই আপনার সামনের দিকে দেখান। ক্লাসে শিক্ষকের আঙ্গুল ছাত্রের দিকে এবং ছাত্রদের আঙ্গুল শিক্ষকের দিকে থাকবে।

৩. আর যখন বলবেন **أَنَا** (আমি), আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নিজেকে দেখাবেন। যখন বলবেন **نَحْنُ** (আমরা) তখন ডান হাতের চার আঙ্গুলের সবক'টি দিয়ে নিজেকে দেখাবেন।

অনুশীলনের জন্য নির্দেশনা : প্রথমে ৩ বার অনুবাদসহ এই ৬টি শব্দ অনুশীলন করুন। কেবল দেখান এবং বলুন, **هُوَ** সে, **هُمْ** তারা, **أَنْتَ** তুমি, **أَنْتُمْ** তোমরা, **أَنَا** আমি, **نَحْنُ** আমরা। যেহেতু আপনার হাত দিয়ে যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা আপনি দেখাচ্ছেন তাই ৩ বারের পর আপনার আর অনুবাদের প্রয়োজন নেই। শুধু আরবীতে বলবেন, অর্থাৎ, **هُوَ، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ**। বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির মধ্যে TPI ব্যবহারের এটাই তাৎক্ষণিক উপকার।

অনুবাদ ছাড়া উপরের অনুশীলনগুলো করতে থাকুন। TPI'র মাধ্যমে মাত্র ৫ মিনিট অনুশীলনে এ ৬টি শব্দ সহজে শিখা হবে!!!

এখনই পরিভাষা (উত্তম পুরুষ, একবচন, সর্বনাম, ইত্যাদি) শিখার জন্য চিন্তিত হবেন না। আপাতত অর্থসহ এ ছয়টি শব্দে মনোযোগী হোন।

এই ছয়টি শব্দ শিখার পর নীচে প্রদত্ত বাক্যগুলো দ্বারা আরবী কথোপকথন অনুশীলুন করুন।

নোট : مَنْ অর্থ কে?

আরবী কথোপকথন

১৩৩৮ مَنْ هُوَ؟ — هُوَ مُسْلِم

مَنْ هُمْ؟ — هُمْ مُسْلِمُون

مَنْ أَنْتَ؟ — أَنَا مُسْلِم

مَنْ أَنْتُمْ؟ — نَحْنُ مُسْلِمُون

সে, তারা ...	
সে	هُوَ ৪৮১
তারা	هُمْ ৪৪৪
তুমি	أَنْتَ ৮১
আমি	أَنَا ৬৮
তোমরা	أَنْتُمْ ১৩৫
আমরা	نَحْنُ ৮৬

মজার বিষয় হলো, আরবীতে বহুল ব্যবহৃত শব্দসমূহ অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ : وَ: এবং فَ: অতএব উপরের টেবিল থেকে প্রথম দুটি শব্দের সাথে যুক্ত করে ব্যবহার নিম্নরূপ হবে:

وَهُوَ: এবং সে; وَهُمْ : এবং তারা; فَهُوَ: অতপর সে; فَهُمْ: অতপর তারা

একইভাবে, আপনি وَ ও فَ এর সাথে অন্যান্য শব্দও যুক্ত করতে পারবেন।

পাঠ ২-খ هُوَ مُسْلِم، هُمْ مُسْلِمُون...

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২৭ টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৮,৬৩৮ বার।

ব্যাকরণ : আরবী শব্দ তিন প্রকার, প্রথমটি হলো -**اِسْمٌ**

১. اسْمٌ (বিশেষ্য) : নাম হতে পারে (যেমন : كِتَابٌ) বা কোনো গুণবাচক শব্দ (যেমন : مُسْلِمٌ، مُسْلِمُوْنَ)

জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun) এবং নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun): বিশেষ্য যখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা বস্তুকে বুঝায়, তখন শুরুতে (লাম সূকুন) لْ যুক্ত হয়। আর কোন আরবী শব্দ সুকূনযুক্ত অক্ষর দিয়ে শুরু হয় না, তাই আমরা একটি অস্থায়ী হামযা যুক্ত করে বলি (আল্) : اَلْ

মুসলিমটি	اَلْمُسْلِمُ	একজন মুসলিম	৪২ مُسْلِمٌ
বিশ্বাসী ব্যক্তিটি	اَلْمُؤْمِنُ	একজন বিশ্বাসী	২৩০ مُؤْمِنٌ
সৎকর্মশীল ব্যক্তিটি	اَلْصَالِحُ	একজন সৎকর্মশীল	১৩৬ صَالِحٌ
অস্বীকারকারী ব্যক্তিটি	اَلْكَافِرُ	একজন অস্বীকারকারী	১৩৪ كَافِرٌ
মুশরিকটি	اَلْمُشْرِكُ	একজন মুশরিক	৪৯ مُشْرِكٌ

বহুবচন গঠন : এখন আমরা কিছু বিশেষ্য নিব এবং কীভাবে বহুবচন করতে হয় তা শিখবো। বহুবচন করার জন্য প্রতিটি ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে। ইংরাজিতে "s" যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। আরবীতে করা হয় শব্দের শেষে ون বা ين যুক্ত করে। এছাড়া বহুবচন করার আরো নিয়মও আছে যা আমরা পরে শিখবো, ইনশাআল্লাহ।

চলুন আমরা নীচের শব্দগুলো জোরে জোরে কমপক্ষে তিন বার অনুশীলন করি।

বহুবচন		একবচন
مُسْلِمُوْن، مُسْلِمِيْن	←	مُسْلِم
مُؤْمِنُوْن، مُؤْمِنِيْن	←	مُؤْمِن
صَالِحُوْن، صَالِحِيْن	←	صَالِح
كَافِرُوْن، كَافِرِيْن	←	كَافِر
مُشْرِكُوْن، مُشْرِكِيْن	←	مُشْرِك

বিশেষ্য (اِسْمٌ) চেনার চিহ্ন: বিশেষ্যের শুরুতে (আল্) اَلْـ কিংবা শেষে ـَـً، ـِـً، ـُـً، ـُوْنَ، ـِيْنَ، ـَاتٌ ইত্যাদি থাকা।

চলুন আমরা শেষ পাঠে যা শিখেছি সেই অনুযায়ী এই নিয়মগুলো প্রয়োগ করি, هُوَ، هُمْ، أَنْتَ، أَنْتُمْ، أَنَا، نَحْنُ.

আরবী কথোপকথন

৯৩ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ؟ — ৪ نَعَمْ، هُوَ مُسْلِمٌ

هَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ؟ — نَعَمْ، هُمْ مُسْلِمُونَ

هَلْ أَنْتَ مُسْلِمٌ؟ — نَعَمْ، أَنَا مُسْلِمٌ

هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ — نَعَمْ، نَحْنُ مُسْلِمُونَ

সর্বনামসমূহ (উদাহরণ সহ)	
সে একজন মুসলিম	هُوَ مُسْلِمٌ
তারা মুসলিম	هُمْ مُسْلِمُونَ
তুমি একজন মুসলিম	أَنْتَ مُسْلِمٌ
আমি একজন মুসলিম	أَنَا مُسْلِمٌ
তোমরা সকলেই মুসলিম	أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
আমরা সকলেই মুসলিম	نَحْنُ مُسْلِمُونَ

প্রথম তিনবার অনুবাদসহ উপরের টেবিলের প্রত্যেকটি বাক্য অনুশীলন করুন, দেখান এবং বলুন : **هُوَ مُسْلِمٌ** সে একজন মুসলিম; **هُمْ مُسْلِمُوْنَ** তারা মুসলিম। তিনবার অনুশীলনের পর অনুবাদের প্রয়োজন নেই। কারণ আপনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন আপনার হাত তা দেখাবে। কেবল বলবেন , **هُوَ مُسْلِمٌ، هُمْ مُسْلِمُوْنَ** TPI ব্যবহারের এটিই হচ্ছে তাৎক্ষণিক উপকারিতা। অনুবাদ ছাড়া উপরের অনুশীলনটি চালিয়ে যান। TPI ব্যবহার করে ৫ মিনিটের অনুশীলনে আপনি সহজেই উপরের বাক্যগুলো শিখে যাবেন। পারিভাষিক শব্দ নিয়ে এখনই ভাববেন না। অনুবাদসহ কেবল এ ছয়টি বাক্যে মনোযোগ দিন। তারপর, উপরোক্ত আরবী কথোপকথনগুলো ব্যবহার করে বাক্যগুরো অনুশীলন করুন।

পাঠ ৩-খ رَبُّهٗ، رَبُّهُمْ...

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৩৩ টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ১২,০৮৯ বার।

ব্যাকরণ : এর আগে আপনারা শিখেছেন: **সে, তারা, তুমি, তোমরা, আমি** এবং **আমরা** শব্দগুলো। এবার আমরা শিখব: **তার, তাদের, তোমার, তোমাদের, আমার** এবং **আমাদের** শব্দগুলো। আরবীতে **'তার'** কোন আলাদা শব্দ নয়, **'তার'** এটি বিশেষ্যে, ক্রিয়া ও সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের শেষে যুক্ত প্রত্যয়। অতএব এগুলো আমরা শিখব একটি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে, رَبّ (রব, প্রতিপালক, পালনকর্তা, যিনি আমাদের যত্ন নেন এবং আমাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন)।

দয়া করে মনে রাখবেন যে, এই সংযুক্তিগুলো কুরআনে ৮,০০০ বার এসেছে। অর্থাৎ প্রতি লাইনে প্রায় একবার। তাই এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিখুতভাবে TPI ব্যবহার করে অনুশীলন করুন।

সহজ করার জন্য একবারে দুটি ফর্ম অনুশীলুন করুন। ছয়টি প্রত্যয় শিখার পর পুরো টেবিলটি পুনরাবৃত্তি করুন।

আরবী কথোপকথন

مَنْ رَبُّهٗ؟ رَبُّهُ اللهُ

مَنْ رَبُّهُمْ؟ رَبُّهُمُ اللهُ

مَنْ رَبُّكَ؟ رَبِّيَ اللهُ

مَنْ رَبُّكُمْ؟ رَبُّنَا اللهُ

رَب...+ (ـهٗ، ـهُمْ،...) ٧٧٣*	
তার রব	رَبُّهٗ
তাদের রব	رَبُّهُمْ
তোমার রব	رَبُّكَ
আমার রব	رَبِّي
তোমাদের রব	رَبُّكُمْ
আমাদের রব	رَبُّنَا

তার, তাদের, তোমার, ...	
তার	ـهٗ
তাদের	ـهُمْ
তোমার	ـكَ
আমার	ـِي
তোমাদের	ـكُمْ
আমাদের	ـنَا

আমরা ইতিমধ্যে ২নং পাঠে (رَبّ) শব্দটি (১৯৯ বার) গণনা করেছি, সুতরাং বাকী শব্দগুলো কুরআনে এসেছে ৭৭২ বার।
এখানে প্রদত্ত শব্দ চারটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে- كَ، ـِيْ، كُمْ، نَا (তোমার, আমার, তোমাদের ও আমাদের)।
উপরোক্ত শব্দগুলো শিখার পর, উপরে প্রদত্ত বাক্যগুলো ব্যবহার করে আরবী কথোপকথন অনুশীলন করুন।
পাশাপাশি আমরা এটিও ব্যবহার করতে পারি : دِيْنُكَ (তোমার দীন); دِيْنِيْ (আমার দীন)।
চলুন আরো দুটি কথোপকথন গ্রহণ করি: (مَا[২১৫৪] : কি?)

مَا دِيْنُكَ؟ دِيْنِي اَلْإِسْلَامُ

পাঠ ৪খ هِيَ، ـهَا، مُسْلِمَة، مُسْلِمَات

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৪৪টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে **১৫,৩৮৭** বার।

ব্যাকরণ : আসুন এবার আমরা সে (স্ত্রীবাচক) ও তার (স্ত্রীবাচক) আরবী শিখে নেই।

[৬৪]هِيَ: সে (স্ত্রী) আপনি যখন هِيَ (সে স্ত্রীবাচক) কিংবা هَا (তার স্ত্রীবাচক) বলবেন, তখন আপনার বাম হাতের তর্জনী দ্বারা বামদিকে ইশারা করুন। যেন মহিলাটি আপনার বাম দিকে রয়েছে।

অধিকাংশ বিশেষ্য স্ত্রীবাচক করার নিয়ম হলো, শুধুমাত্র ة (গুল 'তা') যুক্ত করা, উদাহরণ স্বরূপ:

আরবী কথোপকথন

هُوَ مُسْلِمٌ ← هِيَ مُسْلِمَةٌ

هُوَ مُؤْمِنٌ ← هِيَ مُؤْمِنَةٌ

هُوَ صَالِحٌ ← هِيَ صَالِحَةٌ

একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ		একবচন, পুংলিঙ্গ
مُسْلِمَةٌ	←	مُسْلِمٌ
مُؤْمِنَةٌ	←	مُؤْمِنٌ
صَالِحَةٌ	←	صَالِحٌ
صَابِرَةٌ	←	صَابِرٌ
شَاكِرَةٌ	←	شَاكِرٌ

هَا: তার (স্ত্রী) (এটি সবসময় অন্য একটি শব্দের শেষে বসবে)।

জ্ঞাতব্য : সকল সাহাবীদের (রসূলের সা. সাথীবর্গ) নামের পর আমরা সাধারণত **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলে থাকি। একইভাবে মহিলা সাহাবীর নাম আসলে বলি **رَضِيَ اللهُ عَنْهَا** (আল্লাহ তার (স্ত্রী) প্রতি সন্তুষ্ট হোন)

উদাহরণ স্বরূপ : **اَبُوبَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.**

আরবী কথোপকথন

مَنْ رَبُّهَا؟ ← رَبُّهَا اللهُ

مَا دِيْنُهَا؟ ← دِيْنُهَا الْإِسْلَامُ

مَا كِتَابُهَا؟ ← كِتَابُهَا الْقُرْاٰنُ

স্ত্রীবাচক ফর্ম	
তার (স্ত্রী) রব	رَبُّهَا
তার (স্ত্রী) দীন	دِيْنُهَا
তার (স্ত্রী) কিতাব	كِتَابُهَا

স্ত্রীবাচক বহুবচন : স্ত্রীবাচক একবচন শব্দ বহুবচন করার নিয়ম হলো "ة" অপসারণ করে "ات" যুক্ত করতে হবে, যা নীচে দেখানো হলো। বহুবচন করার আরো নিয়ম আমরা পরে জানবো, ইনশাআল্লাহ।

বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ		একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ
مُسْلِمَاتٌ	←	مُسْلِمَةٌ
مُؤْمِنَاتٌ	←	مُؤْمِنَةٌ
صَالِحَاتٌ	←	صَالِحَةٌ

পাঠ ৫-খ

لِ، مِنْ، عَنْ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৫৭টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ১৯,৪৭১ বার।

ব্যাকরণ : আরবী ভাষায় শব্দ তিন প্রকার :

১. اسْمٌ (বিশেষ্য) : নাম (উদাহরণ : كِتَابٌ، مَكَّةُ) বা গুণবাচক শব্দ (উদাহরণ : مُسْلِمٌ، مُؤْمِنٌ)

২. فِعْلٌ (ক্রিয়া) : কোনো ক্রিয়া/ কর্ম নির্দেশ করে (উদাহরণ : فَتَحَ، نَصَرُوا)

৩. حَرْفٌ (অব্যয়) : বিশেষ্য বা ক্রিয়াকে যুক্ত করে (উদাহরণ : لِ، مِنْ، عَنْ، فِيْ، إِنَّ)

আমরা ইতোমধ্যে **বিশেষ্য** ও তাদের বহুবচন শিখেছি। এবার আমরা শিখবো **অব্যয়** : عَنْ, مِنْ, ل । এই তিনটি সম্বন্ধসূচক অব্যয়। নীচে উদাহরণসহ এগুলোর অর্থ দেয়া হলো। অব্যয়গুলোর অর্থ মনে রাখার জন্য এ উদাহরণগুলো খুবই কার্যকর।

لَ: জন্য

لَكُمْ	دِيْنُكُمْ	وَلِىَ	دِيْنِ
তোমাদের জন্য	তোমাদের দীন	এবং **আমার** জন্য	আমার জন্য

مِنْ: থেকে

اَعُوْذُ	بِاللّٰهِ	مِنَ الشَّيْطٰنِ	الرَّجِيْمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর নিকট	শয়তান **থেকে**	বিতাড়িত

عَنْ: সম্পর্কে

رَضِيَ	اللّٰهُ	عَنْهُ
আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন		**তার প্রতি/সম্পর্কে**

আরবী কথোপকথন

কুরআনুল কারীম সকলের জন্য। চলুন জিজ্ঞাসা করা যাক, এটি কার জন্য?

أَهٰذَا لَهٗ؟ — نَعَمْ، هٰذَا لَهٗ

أَهٰذَا لَهُمْ؟ — نَعَمْ، هٰذَا لَهُمْ

أَهٰذَا لَكَ؟ — نَعَمْ، هٰذَا لِيْ

أَهٰذَا لَكُمْ؟ — نَعَمْ، هٰذَا لَنَا

১৩৬১ لَ: জন্য (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ)	
তার জন্য	لَهٗ
তাদের জন্য	لَهُمْ
তোমার জন্য	لَكَ
আমার জন্য	لِيْ
তোমাদের জন্য	لَكُمْ
আমাদের জন্য	لَنَا

সম্পর্কে/থেকে: عَنْ ৪১৬	
তার সম্পর্কে	عَنْهُ
তাদের সম্পর্কে	عَنْهُمْ
তোমার সম্পর্কে	عَنْكَ
আমার সম্পর্কে	عَنِّيْ
তোমাদের সম্পর্কে	عَنْكُمْ
আমাদের সম্পর্কে	عَنَّا

হতে/থেকে... :مِنْ ৭৪৪* আমরা ইতিমধ্যে ১নং পাঠে (مِن) শব্দটি (২৪৭১ বার) গণনা করেছি, সুতরাং বাকী শব্দগুলো কুরআনে এসেছে ৭৪৪ বার।	
তার থেকে	مِنْهُ
তাদের থেকে	مِنْهُمْ
তোমার থেকে	مِنْكَ
আমার থেকে	مِنِّيْ
তোমাদের থেকে	مِنْكُمْ
আমাদের থেকে	مِنَّا

আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি- **رَبُّهٗ**: তার (পুং) রব; **رَبُّهَا**: তার (স্ত্রী) রব। একইভাবে হবে,

لَهٗ: তার (পুং) জন্য; **لَهَا**: তার (স্ত্রী) জন্য

مِنْهُ: তার (পুং) থেকে; **مِنْهَا**: তার (স্ত্রী) থেকে

عَنْهُ: তার (পুং) সম্পর্কে; **عَنْهَا**: তার (স্ত্রী) সম্পর্কে

পাঠ ৬-খ — بِ، فِيْ، عَلٰى

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৬৩টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ২৩,২৬৭ বার।

ব্যাকরণ: এই পাঠে আমরা আরো কয়েকটি অব্যয় শিখবো: بِ، فِيْ، عَلٰى. এই অব্যয় তিনটি কুরআনে সাতটি সর্বনামের সাথে ৩৬১৭ বার ব্যবহার হয়েছে। নীচের উদাহরণে দেয়া বাক্যগুলো এই অব্যয়গুলোর অর্থ মনে রাখার জন্য খুবই কার্যকরী ও উপকারি। নীচে প্রদত্ত উদাহরণগুলো TPI ব্যবহার করে নিঁখুতভাবে অনুশীলন করুন।

بِسْمِ	اللهِ	
নামের **সাথে**	আল্লাহ	بِ: সাথে
فِيْ ১৭৬ سَبِيْلِ	اللهِ	
পথের **মধ্যে**	আল্লাহ	فِيْ: মধ্যে
اَلسَّلَامُ	عَلَيْكُمْ	
শান্তি	তোমাদের **উপর**	عَلٰى: উপরে

এই শব্দটি **سَبِيْلٌ**+ **سُبُلٌ** (রাস্তা/পথ) কুরআনুল কারীমে ১৭৬ বার এসেছে।

আল্লাহ আমাদের সকলের মাঝে ভাল কিছু রেখেছেন তা মাথায় রেখে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

هَلْ فِيْهِ خَيْرٌ؟ — نَعَمْ، فِيْهِ خَيْرٌ

هَلْ فِيْهِمْ خَيْرٌ؟ — نَعَمْ، فِيْهِمْ خَيْرٌ

هَلْ فِيْكَ خَيْرٌ؟ — نَعَمْ، فِيَّ خَيْرٌ

هَلْ فِيْكُمْ خَيْرٌ؟ — نَعَمْ، فِيْنَا خَيْرٌ

مَعَ: فِيْ ১৬৮৪	
তার মধ্যে	فِيْهِ
তাদের মধ্যে	فِيْهِمْ
তোমার মধ্যে	فِيْكَ
আমার মধ্যে	فِيَّ
তোমাদের মধ্যে	فِيْكُمْ
আমাদের মধ্যে	فِيْنَا

بِ: সাথে, দ্বারা, মাধ্যমে ৫১০			عَلٰى: উপর *১২০৭ আমরা ইতিমধ্যে ৪নং পাঠে (عَلَيْهِمْ) শব্দটি (২১৬ বার) গণনা করেছি, সুতরাং বাকী শব্দগুলো কুরআনে এসেছে ১২০৭ বার।	
তার সাথে	بِهٖ		তার উপর	عَلَيْهِ
তাদের সাথে	بِهِمْ		তাদের উপর	عَلَيْهِمْ
তোমার সাথে	بِكَ		তোমার উপর	عَلَيْكَ
আমার সাথে	بِيْ		আমার উপর	عَلَيَّ
তোমাদের সাথে	بِكُمْ		তোমাদের উপর	عَلَيْكُمْ
আমাদের সাথে	بِنَا		আমাদের উপর	عَلَيْنَا

আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি- رَبُّهٗ: তার (পুং) রব; رَبُّهَا: তার (স্ত্রী) রব। একইভাবে হবে,

بِهٖ: তার সাথে/দ্বারা; بِهَا: তার (স্ত্রী) সাথে/দ্বারা

فِيْهِ: তার মধ্যে; فِيْهَا : তার (স্ত্রী) মধ্যে

عَلَيْهِ: তার উপর; عَلَيْهَا: তার উপর (স্ত্রী)

পাঠ ৭-খ — إِلٰى، مَعَ، عِنْدَ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৮০টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ২৬,০৮২ বার।

ব্যাকরণ: এই পাঠে আমরা আরো তিনটি শব্দ শিখবো ইনশাআল্লাহ: إِلٰى، مَعَ، عِنْدَ এই শব্দ তিনটি কুরআনে সাতটি সর্বনামের সাথে ১০৯৬ বার এসেছে। নীচের উদাহরণে দেয়া বাক্যগুলো এই অব্যয়গুলোর অর্থ মনে রাখার জন্য খুবই কার্যকরী ও উপকারি। উদাহরণগুলো নীচে দেয়া হলো :

إِنَّا	لِلّٰهِ	وَإِنَّا	إِلَيْهِ	رَاجِعُوْنَ،
নিশ্চয় আমরা	আল্লাহর জন্য	এবং নিশ্চয় আমরা	তার দিকে/প্রতি	প্রত্যাবর্তনকারী

إِلٰى: দিকে, প্রতি

إِنَّ	اللّٰهَ	مَعَ	الصَّابِرِيْنَ
নিশ্চয়	আল্লাহ	সাথে (আছেন)	ধৈর্যশীলদের

مَعَ: সাথে

كَمْ	رِيَالًا	عِنْدَكَ؟
কত	রিয়াল (সৌদি মুদ্রা)	তোমার নিকট/কাছে?

عِنْدَ: নিকটে

আরবী কথোপকথন

هَلْ عِنْدَهُ قَلَمٌ؟ — نَعَمْ عِنْدَهُ قَلَمٌ

هَلْ عِنْدَهُمْ قَلَمٌ؟ — نَعَمْ عِنْدَهُمْ قَلَمٌ

هَلْ عِنْدَكَ قَلَمٌ؟ — نَعَمْ عِنْدِيْ قَلَمٌ

هَلْ عِنْدَكُمْ قَلَمٌ؟ — نَعَمْ عِنْدَنَا قَلَمٌ

নিকটে/কাছে : عِنْدَ ১৯৭	
তার নিকটে/তার রয়েছে	عِنْدَهُ
তাদের নিকটে/তাদের রয়েছে	عِنْدَهُمْ
তোমার নিকটে/তোমার রয়েছে	عِنْدَكَ
আমার নিকটে/আমার রয়েছে	عِنْدِيْ
তোমাদের নিকটে/তোমাদের রয়েছে	عِنْدَكُمْ
আমাদের নিকটে/আমাদের রয়েছে	عِنْدَنَا

সাথে : مَعَ: ১৬৩			দিকে, প্রতি : إِلٰى ৭৩৬	
তার সাথে	مَعَهُ		তার দিকে/প্রতি	إِلَيْهِ
তাদের সাথে	مَعَهُمْ		তাদের দিকে/প্রতি	إِلَيْهِمْ
তোমার সাথে	مَعَكَ		তোমার দিকে/প্রতি	إِلَيْكَ
আমার সাথে	مَعِي		আমার দিকে/প্রতি	إِلَيَّ
তোমাদের সাথে	مَعَكُمْ		তোমাদের দিকে/প্রতি	إِلَيْكُمْ
আমাদের সাথে	مَعَنَا		আমাদের দিকে/প্রতি	إِلَيْنَا

আমরা ইতিপূর্বে শিখেছি- رَبُّهُ: তার (পুং) রব; رَبُّهَا: তার (স্ত্রী) রব। একইভাবে হবে,

عِنْدَهُ: তার (পুং) নিকট; عِنْدَهَا: তার (স্ত্রী) নিকট

إِلَيْهِ: তার (পুং) দিকে; إِلَيْهَا: তার (স্ত্রী) দিকে

عَلَيْهِ: তার (পুং) উপর; عَلَيْهَا: তার (স্ত্রী) উপর

পাঠ ৮-খ — هٰذَا، هٰؤُلَاءِ، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **৯৩টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ২৭,৫৩৬ বার।

ব্যাকরণ- সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের (Prepositions) ব্যাপারে তিনটি পরামর্শ :

আগের দুটি পাঠে আপনারা কয়েকটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় শিখেছেন। এটাও শিখেছেন যে, বর্ণনা প্রসঙ্গে সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। নীচের পরামর্শগুলো মনে রাখুন। এতে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে অর্থ জানা যাবে।

১. কোন একটি বিষয় বা ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অব্যয় ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর; میں اللہ پر ایمان لایا (উর্দূ)

উপরের ৩টি বাক্যে তিন ভাষায় একই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে: অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় হলো, প্রত্যেক ভাষার অব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। সাথে, (আরবী) মধ্যে, (ইংরেজি) উপর, (উর্দূ)।

২. একই ভাষার জন্য ক্রিয়া ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: (আমি তাকে বলেছি/আমি তার নিকট বলেছি) কোনো কোনো সময় আরবীতে সম্বন্ধসূচক অব্যয় থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা বা অন্য কোনো ভাষায় প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ :

তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে (এখানে فِيْ -এর অর্থ করা হয় নি, কারণ 'প্রবেশ' মানে 'ভিতরে যাওয়া')	يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ
আমাকে ক্ষমা করুন (এখানে لِ এর অনুবাদ করার দরকার নেই।)	اِغْفِرْلِيْ

৩. আবার কখনো, আরবীতে সম্বন্ধসূচক অব্যয় না থাকতে পারে, কিন্তু বাংলায় বা অন্য ভাষায় দরকার হতে পারে :

আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি (এখানে বাংলায় 'নিকট' যোগ করতে হবে)	أَسْتَغْفِرُ اللهَ
এবং আমার উপর রহমত করুন (এখানে বাংলায় 'উপর' যোগ করতে হবে)	وَارْحَمْنِيْ

৪. অব্যয় পরিবর্তনের ফলে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। এটা সকল ভাষার জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে যেমন আছে : get, get in, get out, get off, get on. এটি আরবী ভাষার জন্যও প্রযোজ্য। আসুন আমরা দু'টি উদাহরণ দেখি।

আপনার রবের নিকট **প্রার্থণা করুন**	صَلِّ لِرَبِّكَ (صَلِّ + لِ)
শান্তি বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর	صَلِّ عَلَى مُحَمَّد (صَلِّ + عَلَى)

৫. প্রতিটি অব্যয় ইস্‌মের (বিশেষ্য) শুরুতে বসে এর শেষে দুটি কাসরা প্রদান করে। যেমন : فِيْ كِتَابٍ، إِلَى بَيْتٍ
আর যদি বিশেষ্যটি নির্দিষ্ট হয় (অর্থাৎ الْ যুক্ত হয়), তাহলে এক কাসরা হবে। যেমন :
فِي الْكِتَابِ، إِلَى الْبَيْتِ، بِاللهِ ، لِلهِ ، مِنَ الشَّيْطٰنِ
যখন আপনি কুরআন পড়ায় অগ্রগতি লাভ করবেন তখন এসব অব্যয়গুলোর ব্যবহারের সাথে পরিচিতি বাড়তে থাকবে। তখন সহজেই বুঝতে পারবেন এবং অর্থ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

নির্দেশক সর্বনাম: আসুন আমরা চারটি শব্দ শিখি যা ব্যবহার হয় ব্যক্তি, বস্তু বা কর্ম -এর পরিবর্তে। এই চারটি শব্দ কুরআনে ৯৫৩ বার এসেছে। TPI পদ্ধতিতে এগুলো অনুশীলন করুন।

- আপনার কাছের কোনো কিছুকে (যেমন বই) একটি আঙুলে দেখিয়ে বলুন هٰذا। চার আঙুল দেখিয়ে বলুন هٰؤُلآءِ.
- দূরবর্তী কারো প্রতি একটি আঙ্গুল নির্দেশ করে বলুন ذٰلِكَ। আঙুলের দিক (هُوَ، هُمْ) এর জন্য ডানে এবং (أَنْتَ، أَنْتُمْ) এর জন্য সামনের মত হবে না। বরং এদুয়ের মাঝামাঝি হবে। চার আঙুল দেখিয়ে বলুন أُولٰئِك ।

(আরবী কথোপকথন)

أَهٰذَا مُسْلِمٌ؟	**نَعَمْ**، هٰذَا مُسْلِمٌ
أَهٰؤُلآءِ مُسْلِمُونَ؟	**نَعَمْ**، هٰؤُلآءِ مُسْلِمُونَ
أَذٰلِكَ مُسْلِمٌ؟	**نَعَمْ**، ذٰلِكَ مُسْلِمٌ
أَأُولٰئِك مُسْلِمُونَ؟	نَعَمْ، أُولٰئِك مُسْلِمُونَ

(নির্দেশক সর্বনাম)	
ইহা/এটি	هٰذَا ২২৫
ইহারা/এগুলো	هٰؤُلآءِ ৪৬
উহা/ঐটি	ذٰلِكَ ৪৭৮
উহারা/ঐগুলো	أُولٰئِك ২০৪

নোট: هٰذَا এর স্ত্রীবাচক হলো هٰذِهِ [৪৭] এবং ذٰلِكَ এর স্ত্রীবাচক হলো تِلْكَ [৪৩]
هٰذِهِ كُرَّاسَةٌ: ইহা/এটি একটি খাতা।
تِلْكَ مَدْرَسَةٌ: উহা/ঐটি একটি খাতা।

পাঠ ৯-খ فعل ماضٍ: فَعَلَ، فَتَحَ، جَعَلَ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১০২টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ২৭,৯২৬ বার।

ব্যাকরণ : ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি বিশেষ্য এবং অব্যয় সম্বন্ধে। এখন আমরা ক্রিয়ার ওপর মনোযোগ দেব।

ক্রিয়া এমন একটি শব্দ যা কোনো কাজ করাকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ فَتَحَ (সে খুলেছে), نَصَرَ (সে সাহায্য করেছে), يَشْرَبُ (সে পান করছে) ইত্যাদি।

আরবীতে ক্রিয়া এবং বিশেষ্যগুলো সাধারণত তিন অক্ষরের সমন্বয় গঠিত হয়, যেগুলোকে মূল অক্ষর বলে, যেমন : فَعَلَ ، نَصَرَ، ضَرَبَ ইত্যাদি। আরবী ভাষায় সাধারণত কাল দু'টি: فعل ماضي (অতীতকাল) এবং فعل مضارع (বর্তমানকাল)। এ পাঠে আমরা শিখব فعل ماضي (অতীতকাল), অর্থাৎ যে কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আসুন আমরা TPI পদ্ধতিতে فعل ماضي -এর ছয়টি রূপ শিখি। এগুলো অনুশীলনের পদ্ধতি নীচে ব্যাখ্যা করা হলো:

- যখন আপনি বলবেন فَعَلَ (সে করেছে), আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আপনার ডান দিকে ইঙ্গিত করুন। কল্পনা করুন আপনার ডান পাশে একজন লোক বসে আছে। বাহু আপনার বুক বরাবর রাখুন।
  যখন আপনি বলবেন فَعَلُوا (তারা করেছে), আপনার ডান হাতের চার আঙুল একই দিকে ইঙ্গিত করুন।
- যখন আপনি বলবেন فَعَلْتَ (তুমি করেছো), আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আপনার সামনের দিকে ইঙ্গিত করুন।
  যখন আপনি বলবেন فَعَلْتُمْ (তোমরা করেছো), আপনার ডান হাতের চার আঙুল দিয়ে একই দিকে ইঙ্গিত করুন। একটি ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের দিকে এবং ছাত্ররা শিক্ষকের দিকে তাদের আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবে।
- যখন আপনি বলবেন **فَعَلْتُ** (আমি করেছি), আপনার ডান হাতের তর্জনী দয়ে নিজের দিকে ইঙ্গিত করুন।
  যখন আরও বলবেন **فَعَلْنَا** (আমরা করেছি) তখন ডান হাতের চার আঙুল দয়ে আপনার নিজের দিকে ইঙ্গিত করুন।

মনে রাখবেন ডান হাত পুরুষ বাচক বোঝানোর জন্য এবং বাম হাত স্ত্রীবাচক বোঝানোর জন্য। অতীতকাল (فعل ماضي)-এর ইঙ্গিতের জন্য অবশ্যই আপনার বাহু বুক বরাবর রাখবেন।

আরবী কথোপকথন

প্রত্যেকেই ভাল কাজ করেছে, তাই 'হ্যাঁ, ব্যবহার করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

هَلْ فَعَلَ؟ — **نَعَمْ، فَعَلَ**

هَلْ فَعَلُوا؟ — **نَعَمْ، فَعَلُوْا**

هَلْ فَعَلْتَ؟ — **نَعَمْ، فَعَلْتُ**

هَلْ فَعَلْتُمْ؟ — **نَعَمْ، فَعَلْنَا**

فعل ماضٍ (ف ع ل) ২৬	
সে করেছে	فَعَلَ
তারা করেছে	فَعَلُوْا
তুমি করেছো	فَعَلْتَ
আমি করেছি	فَعَلْتُ
তোমরা করেছো	فَعَلْتُمْ
আমরা করেছি	فَعَلْنَا

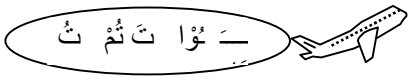

পুরুষ, (নাম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ) বচন, (একবচন ও বহুবচন) ও লিঙ্গের উপর ভিত্তি করেই অতীতকাল বাচক ক্রিয়ার শেষে পরিবর্তন হয়। শেষ পরিবর্তন দ্বারাই বুঝা যায় কাজটি কে করেছে।

আপনি যদি কোনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন তবে অতিক্রম করে যাওয়া কোনো কার, ট্রাক বা জীপের পিছনের অংশ দেখতে পাবেন। কোনো কিছু জায়গা ত্যাগ করে গেলে বা চলে গেলে সেটাই অতীতকালের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনার জন্য পেছন দিকের একটি দৃষ্টিই যথেষ্ট, কোন ধরণের যানবাহন গিয়েছে তা বলে দেয়ার জন্য। এসব যানবাহনের ছবি কল্পনা করার বদলে ভাবুন একটি উড়োজাহাজ যা কেবল উড়ছে, আর আপনি আছেন রানওয়ের মাঝখানে। তদ্রুপ শেষের অক্ষরগুলো দেখলেই আপনি বলে দিতে পারছেন কাজটি কে করেছে? তুমি, সে নাকি আমি। পরিবর্তনগুলো হচ্ছে: (ـَ، وا، تَ، تُمْ، تُ، نَا).

আরো কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় :

- أَنْتَ فَعَلْتَ – أَنْتُمْ فَعَلْتُم: আপনি দ্রুত এবং সহজে এই দুটির মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারবেন تَ تَ ও تُمْ تُمْ.
- نَحْنُ ، فَعَلْنَا: উভয়টির শেষেই আছে ن.

এখন আমরা আরেকটি ক্রিয়া শিখব- فَتَحَ: (সে খুলেছে).

আরবী কথোপকথন: আপনি বই আগে থেকেই খুলে আছেন, সুতরাং 'হ্যাঁ, ব্যবহার করে উত্তর দিন।

هَلْ فَتَحَ؟ — نَعَمْ، فَتَحَ

هَلْ فَتَحُوا؟ — نَعَمْ، فَتَحُوا

هَلْ فَتَحْتَ؟ — نَعَمْ، فَتَحْتُ

هَلْ فَتَحْتُمْ؟ — نَعَمْ، فَتَحْنَا

فعل ماضٍ (ف ت ح) ط	
সে খুলেছে	فَتَحَ
তারা খুলেছে	فَتَحُوْا
তুমি খুলেছো	فَتَحْتَ
আমি খুলেছি	فَتَحْتُ
তোমরা খুলেছো	فَتَحْتُمْ
আমরা খুলেছি	فَتَحْنَا

আরেকটি ক্রিয়া جَعَلَ[২৩৩] (সে তৈরী করেছে) এটি فَعَلَ এবং فَتَحَ এর মত একই। হোমওয়ার্ক হিসেবে এর অতীতকালের ফর্মগুলো অনুশীলন করুন।

جَعَلَ جَعَلُوْا جَعَلْتَ جَعَلْتُ جَعَلْتُمْ جَعَلْنَا ২৩৩

পাঠ ১০-খ — فعل ماضٍ: نَصَرَ، خَلَقَ، ذَكَرَ، عَبَدَ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১১৬টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ২৮,৮৫৪ বার।

فعل ماضٍ (ن ص ر) ১০	
نَصَرَ	সে সাহায্য করেছে
نَصَرُوا	তারা সাহায্য করেছে
نَصَرْتَ	তুমি সাহায্য করেছো
نَصَرْتُ	আমি সাহায্য করেছি
نَصَرْتُمْ	তোমরা সাহায্য করেছো
نَصَرْنَا	আমরা সাহায্য করেছি

আরবী কথোপকথন

هَلْ نَصَرَ زَيْدًا؟* — نَعَمْ، نَصَرَ زَيْدًا

هَلْ نَصَرُوْا زَيْدًا؟ — نَعَمْ، نَصَرُوْا زَيْدًا

هَلْ نَصَرْتَ زَيْدًا؟ — نَعَمْ، نَصَرْتُ زَيْدًا

هَلْ نَصَرْتُمْ زَيْدًا؟ — نَعَمْ، نَصَرْنَا زَيْدًا

* যদি زَيْد (বা অন্য বিশেষ্য) বাক্যে কর্তা হয় তাহলে زَيْدٌ হবে। আর যদি কর্ম হয় তাহলে زَيْدًا হবে।

هَلْ نَصَرَ زَيْدًا؟* সে কি যায়েদকে সাহায্য করেছে?

আরেকটি ক্রিয়া- خَلَقَ, এটিও نَصَرَ এর মতই। এই টেবিলের শব্দগুলো শিখার পর আরবী কথোপকথন অনুশীলন করুন এবং মনে মনে এই খেয়াল করুন যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

নোট : فعل ماضي বা অতীতকালের ক্রিয়াকে না বাচক করা হয় مَا দ্বারা। **নোট:** شَيْء[২৮৩] : জিনিস/বস্তু, এর বহুবচন হলো- أَشْيَاء আমরা এই শব্দটি শেখেছি সলাতের মধ্যে রুকুর পরে'।

فعل ماضٍ (خ ل ق) ১৫০	
خَلَقَ	সে সৃষ্টি করেছে
خَلَقُوْا	তারা সৃষ্টি করেছে
خَلَقْتَ	তুমি সৃষ্টি করেছো
خَلَقْتُ	আমি সৃষ্টি করেছি
خَلَقْتُمْ	তোমরা সৃষ্টি করেছো
خَلَقْنَا	আমরা সৃষ্টি করেছি

আরবী কথোপকথন

هَلْ خَلَقَ شَيْئًا؟* — مَا خَلَقَ شَيْئًا

هَلْ خَلَقُوْا شَيْئًا؟ — مَا خَلَقُوْا شَيْئًا

هَلْ خَلَقْتَ شَيْئًا؟ — مَا خَلَقْتُ شَيْئًا

هَلْ خَلَقْتُمْ شَيْئًا؟ — مَا خَلَقْنَا شَيْئًا

* যদি شَيْء শব্দটি (বা অন্য যেকোন বিশেষ্য) বাক্যে কর্তা হয় তাহলে شَيْءٌ হবে। আর যদি কর্ম হয় তাহলে شَيْئًا হবে।

هَلْ خَلَقَ شَيْئًا؟ সে কি কোন কিছু সৃষ্টি করেছে?

হুবহু نَصَرَ এবং خَلَقَ এর ফর্মগুলোর মত আপনি ذَكَرَ (সে স্মরণ করেছে) এবং عَبَدَ (সে ইবাদাত করেছে) এর বাকি ফর্মগুলো তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে করুন।

৭	ذَكَرَ	ذَكَرُوْا	ذَكَرْتَ	ذَكَرْتُ	ذَكَرْتُمْ	ذَكَرْنَا
৫	عَبَدَ	عَبَدُوْا	عَبَدْتَّ	عَبَدْتُّ	عَبَدْتُّمْ	عَبَدْنَا

পাঠ ১১-খ — فعل ماضٍ: ضَرَبَ، سَمِعَ، عَلِمَ، عَمِلَ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১৩১টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩০,৭৯৭ বার।

فعل ماضٍ (ض ر ب) ২২

আরবী কথোপকথন

আপনি কাউকে প্রহার করেন নি মনে মনে এই খেয়াল করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ضَرَبَ	সে প্রহার করেছে
ضَرَبُوا	তারা প্রহার করেছে
ضَرَبْتَ	তুমি প্রহার করেছো
ضَرَبْتُ	আমি প্রহার করেছি
ضَرَبْتُمْ	তোমরা প্রহার করেছো
ضَرَبْنَا	আমরা প্রহার করেছি

هَلْ ضَرَبَ زَيْدًا؟ مَا ضَرَبَ زَيْدًا*

هَلْ ضَرَبُوْا زَيْدًا؟ مَا ضَرَبُوْا زَيْدًا

هَلْ ضَرَبْتَ زَيْدًا؟

مَا ضَرَبْتُ زَيْدًا

هَلْ ضَرَبْتُمْ زَيْدًا؟

مَا ضَرَبْنَا زَيْدًا

অতীতকালের ক্রিয়া (فعل ماضٍ)-কে না বাচক করতে শুরুতে مَا ব্যবহার করতে হবে। যেমন: مَا ضَرَبَ زَيْدًا : সে যায়েদকে প্রহার করেনি।

এই শব্দ দিয়ে অতীতকালের বাকী নাবাচক ফর্মগুলো নিম্নরূপ। যেমন:

مَا ضَرَبَ، مَا ضَرَبُوا ، مَا ضَرَبْتَ ، مَا ضَرَبْتُ، مَا ضَرَبْتُمْ، مَا ضَرَبْنَا۔

আরবী কথোপকথন

আপনি কুরআনুল কারীম শুনেছেন, হৃদয়ে এই রেখে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

فعل ماضٍ (س م ع) ৩০	
سَمِعَ	সে শুনেছে
سَمِعُوْا	তারা শুনেছে
سَمِعْتَ	তুমি শুনেছো
سَمِعْتُ	আমি শুনেছি
سَمِعْتُمْ	তোমরা শুনেছো
سَمِعْنَا	আমরা শুনেছি

هَلْ سَمِعَ الْقُرْاٰنَ؟* نَعَمْ، سَمِعَ الْقُرْاٰنَ

هَلْ سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ؟ نَعَمْ، سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ

هَلْ سَمِعْتَ الْقُرْاٰنَ؟

نَعَمْ، سَمِعْتُ الْقُرْاٰنَ

هَلْ سَمِعْتُمُ الْقُرْاٰنَ؟

نَعَمْ، سَمِعْنَا الْقُرْاٰنَ

* যদি বাক্যে الْقُرْاٰن শব্দটি কর্তা/উদ্দেশ্য হয় তাহলে الْقُرْاٰنُ হবে। আর যদি কর্ম হয়, তাহলে الْقُرْاٰنَ. হবে।

هَلْ سَمِعَ الْقُرْاٰنَ؟ সে কি কুরআন শুনেছে?

হুবহু **سَمِعَ** এর ফর্মগুলোর মতই **عَلِمَ** (সে জেনেছে) এবং **عَمِلَ** (সে আমল করেছে) এর বাকি ফর্মগুলো তৈরী করুন। এটি হোমওয়ার্ক হিসেবে করুন।

৩৫	**عَلِمَ**	**عَلِمُوْا**	**عَلِمْتَ**	**عَلِمْتُ**	**عَلِمْتُمْ**	**عَلِمْنَا**
৯৯	**عَمِلَ**	**عَمِلُوْا**	**عَمِلْتَ**	**عَمِلْتُ**	**عَمِلْتُمْ**	**عَمِلْنَا**

পাঠ ১২-খ فعل مضارع: يَفْعَلُ، يَجْعَلُ، يَفْتَحُ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি
১৪৪টি নতুন শব্দ শিখবেন,
যা কুরআনে এসেছে ৩১,৬৩৮ বার।

ব্যাকরণ : সর্বশেষ তিনটি পাঠে আমরা শিখেছি অতীতকালের ক্রিয়া (فعل ماضي) অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আসুন এখন আমরা শিখি فعل مضارع (বর্তমান কালের ক্রিয়া)। এর মধ্যে বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল দুটিই অন্তর্ভূক্ত। এটা ঐ কাজকে বুঝায় যা এখনো শেষ হয় নি, অর্থাৎ যা করা হচ্ছে বা করা হবে।

কুরআনুল কারীমে প্রায় ৮৫০০ টি (فعل مضارع) বর্তমান কালের ক্রিয়া আছে। অর্থাৎ প্রতি লাইনে প্রায় একটি করে। তাই এগুলো নিঁখুতভাবে আয়ত্ব করতে হবে।

TPI পদ্ধতিতে فعل مضارع রূপগুলো অনুশীলন করুন যেভাবে আপনারা فعل ماضي অনুশীলন করেছেন :

১. আপনার হাত বুক বরাবর না হয়ে চোখ বরাবর হবে। فعل ماضي তে কাজ শেষ হয়েছিল এবং তাই হাতের উচ্চতা কম ছিল। فعل مضارع -তে কাজ শুরু হবে বা চলছে এবং তাই হাত উপরে উঠে গেছে।

২. فعل مضارع - কিছুটা উঁচু আওয়াজে অনুশীলন করুন যা فعل ماضي -এর জন্য নিঁচু আওয়াজের বিপরীত। যে কাজ শেষ হয়ে গেছে বা চলে গেছে, তা অতীত। তাই فعل ماضي -এর জন্য আওয়াজ নিঁচু।

৩. সহজকরণের জন্য একসাথে দুটি ফর্ম শিখবেন। ছয়টি পদ শিখার পরে আপনি (فعل مضارع) বর্তমান কালের পুরো টেবিলটি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।

আরবী কথোপকথন

هَلْ يَفْعَلُ؟ — **نَعَمْ، يَفْعَلُ**

هَلْ يَفْعَلُوْنَ؟ — **نَعَمْ، يَفْعَلُوْنَ**

هَلْ تَفْعَلُ؟ → **نَعَمْ، أَفْعَلُ**

هَلْ تَفْعَلُوْنَ؟ → **نَعَمْ، نَفْعَلُ**

فعل ماضٍ	فعل مضارع (ف ع ل) ৫৪	
فَعَلَ	يَفْعَلُ	সে করবে/করছে
فَعَلُوْا	يَفْعَلُوْنَ	তারা করবে/করছে
فَعَلْتَ	تَفْعَلُ	তুমি করবে/করছো
فَعَلْتُ	أَفْعَلُ	আমি করবো/করছি
فَعَلْتُمْ	تَفْعَلُوْنَ	তোমরা করবে/করছো
فَعَلْنَا	نَفْعَلُ	আমরা করবো/করছি

يَ تَ أَ نَ

فعل ماضي -এর ক্ষেত্রে শব্দের শেষাংশ পরিবর্তনশীল। **مضارع فعل** -এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রথমেই শুরু হচ্ছে। এটা মনে রাখার জন্য নীচের উদাহরণ ব্যবহার করুন।

আপনি যদি কোনো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে কোনো গাড়ি, ট্রাক বা জিপ আপনার দিকে আসতে থাকলে আপনি সেগুলোর সামনের অংশ দেখতে পাবেন। কোনো কিছু আপনার দিকে আসতে থাকলে তা **مضارع فعل** -এর প্রতিনিধিত্ব করে। সামনের অংশ দেখেই আপনি বলতে পারবেন, কী ধরণের গাড়ি আসছে। বিভিন্ন গাড়ির ছবির বদলে আমরা আপনাদেরকে অবতরণরত একটি উড়োজাহাজ দেখাব। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন রানওয়ের মাঝখানে। প্রথমের অক্ষরটি দেখেই আপনি বলতে পারবেন; কে কাজ করছে বা করবে? তুমি, সে বা আমি। প্রথমের এ অক্ষরগুলোই: يَـ تَـ أَ نَـ

বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎকাল রূপ মনে রাখার জন্য আরেকটি পরামর্শ :

- মনে করুন আপনার বন্ধু ইয়াসীর আপনার ডান দিকে বসে একটি ছোট চারাগাছ রোপণ করছে। ছোট চারাগাছটির তুলনায় ইয়াসীর অনেক বড় এবং এজন্যই আপনি প্রথমে তাকে দেখতে পাচ্ছেন। এবার يَاسِر -এর يَ টি স্মরণ রাখুন। এই يَ টি يَفْعَلُ -এর প্রথম অক্ষরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন অনেকগুলো ইয়াসীর কাজ করে, তখন আমরা ون শব্দ শুনতে পাই, يَفْعَلُوْن -এর শেষাংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- একইভাবে আপনার সামনে জনাব তাওফিককে কল্পনা করুন। যিনি একটি চারাগাছ রোপণ করছেন। ছোট চারাগাছটির চেয়ে তাওফীক সাহেব অনেক বড়, তাই প্রথমে আপনি তাকেই দেখতে পাচ্ছেন। تَوْفِيق -এর تَ টি تَفْعَلُ -এর تَ -এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন অনেকগুলো তাওফীক কাজ করে তখন আমরা আবার ون শব্দ শুনতে পাই যা تَفْعَلُوْن -এর শেষাংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আমি'র প্রতিশব্দ أَنَا । أَنَا -এর أَ টি أَفْعَلُ -এর أَ -এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
- نَحْنُ -এর نَ টি نَفْعَلُ -এর نَ -এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনে রাখবেন, শব্দটি نَفْعَلُ ,কখনো نَفْعَلُون হবে না। যখন আমরা (نحن) কাজ করি, তা নীরবে করা উচিত। আপনিও কোনো শব্দ (ون) করবেন না!
- লক্ষ করুন: সংক্ষেপে, অতীতকালের ক্রিয়ার রূপের শেষাংশে পরিবর্তন থাকছে (ـَـوْا تَ تُ تُمْ نَا); অপরদিকে বর্তমানকালের ক্রি
- য়ার প্রথম অংশে পরিবর্তন আসে (يَ تَ أَ نَ)।

আরবী কথোপকথন

আপনি বই খুলছেন/খুলবেন এই খেয়াল করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন|

هَلْ يَفْتَحُ؟ — **نَعَمْ، يَفْتَحُ**

هَلْ يَفْتَحُوْنَ؟ — **نَعَمْ، يَفْتَحُوْنَ**

هَلْ تَفْتَحُ؟ → **نَعَمْ، أَفْتَحُ**

هَلْ تَفْتَحُوْنَ؟ → **نَعَمْ، نَفْتَحُ**

فعل ماضٍ	فعل مضارِع (ف ت ح) ২	
فَتَحَ	يَفْتَحُ	সে খুলবে/খুলছে
فَتَحُوْا	يَفْتَحُوْنَ	তারা খুলবে/খুলছে
فَتَحْتَ	تَفْتَحُ	তুমি খুলবে/খুলছো
فَتَحْتُ	أَفْتَحُ	আমি খুলব/খুলছি
فَتَحْتُمْ	تَفْتَحُوْنَ	তোমরা খুলবে/খুলছো
فَتَحْنَا	نَفْتَحُ	আমরা খুলব/খুলছি

উপরোক্ত **فَتَحَ يَفْتَحُ** এর ফর্মগুলোর মত হুবহু **جَعَلَ يَجْعَلُ** (সে তৈরী করবে/করছে) অবশিষ্ট ফর্মগুলো তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে করুন।

يَجْعَلُ **يَجْعَلُوْنَ** **تَجْعَلُ** **أَجْعَلُ** **تَجْعَلُوْنَ** **نَجْعَلُ** 83

পাঠ ১৩-খ

فعل مضارع: يَنْصُرُ، يَخْلُقُ، يَذْكُرُ،

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১৫৬টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩২,১১১ বার।

২৮ فعل مضارِع (ن ص ر)		فعل ماضٍ
সে সাহায্য করবে/করছে	يَنْصُرُ	نَصَرَ
তারা সাহায্য করবে/করছে	يَنْصُرُوْنَ	نَصَرُوْا
তুমি সাহায্য করবে/করছো	تَنْصُرُ	نَصَرْتَ
আমি সাহায্য করবো/করছি	أَنْصُرُ	نَصَرْتُ
তোমরা সাহায্য করবে/করছো	تَنْصُرُوْنَ	نَصَرْتُمْ
আমরা সাহায্য করবো/করছি	نَنْصُرُ	نَصَرْنَا

আরবী কথোপকথন

هَلْ يَنْصُرُ زَيْدًا؟* **نَعَمْ، يَنْصُرُ زَيْدًا**

هَلْ يَنْصُرُوْنَ زَيْدًا؟ **نَعَمْ، يَنْصُرُوْنَ زَيْدًا**

هَلْ تَنْصُرُ زَيْدًا؟

نَعَمْ، أَنْصُرُ زَيْدًا

هَلْ تَنْصُرُوْنَ زَيْدًا؟

نَعَمْ، نَنْصُرُ زَيْدًا

* যদি **زَيْد** (বা অন্য বিশেষ্য) বাক্যে কর্তা (subject) হয় তাহলে **زَيْدٌ** হবে। আর যদি কর্ম (object)হয় তাহলে **زَيْدًا** হবে।

সে কি যায়েদকে সাহায্য করবে? هَلْ **يَنْصُرُ** زَيْدًا؟*

২৩ فعل مضارِع (خ ل ق)		فعل ماضٍ
সে সৃষ্টি করবে/করছে	يَخْلُقُ	خَلَقَ
তারা সৃষ্টি করবে/করছে	يَخْلُقُوْنَ	خَلَقُوْا
তুমি সৃষ্টি করবে/করছো	تَخْلُقُ	خَلَقْتَ
আমি সৃষ্টি করবো/করছি	أَخْلُقُ	خَلَقْتُ
তোমরা সৃষ্টি করবে/করছো	تَخْلُقُوْنَ	خَلَقْتُمْ
আমরা সৃষ্টি করবো/করছি	نَخْلُقُ	خَلَقْنَا

আরবী কথোপকথন

هَلْ يَخْلُقُ شَيْئًا؟* **لَا يَخْلُقُ شَيْئًا**

هَلْ يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا؟ **لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا**

هَلْ تَخْلُقُ شَيْئًا؟

لَا أَخْلُقُ شَيْئًا

هَلْ تَخْلُقُوْنَ شَيْئًا؟

لَا نَخْلُقُ شَيْئًا

বর্তমান কালের ক্রিয়া (فعل مضارع)-কে না বাচক করতে চাইলে শুরুতে শুধু لَا বা مَا ব্যবহার করুন। যেমন:

لَا **يَخْلُقُ**، لَا **يَخْلُقُوْنَ**، لَا **تَخْلُقُ**، لَا **أَخْلُقُ**، لَا **تَخْلُقُوْنَ**، لَا **نَخْلُقُ**

مَا **يَخْلُقُ**، مَا **يَخْلُقُوْنَ**، مَا **تَخْلُقُ**، مَا **أَخْلُقُ**، مَا **تَخْلُقُوْنَ**، مَا **نَخْلُقُ**

* যদি شَيْء শব্দ (বা অন্য যেকোন বিশেষ্য) বাক্যের মধ্যে কর্তা হয় তাহলে شَيْءٌ হবে। আর যদি কর্ম হয় তাহলে شَيْئًا হবে।

সে কি কোন জিনিস সৃষ্টি করবেন? هَلْ **يَخْلُقُ** شَيْئًا؟

উপরোক্ত **نَصَرَ يَنْصُرُ** এর ফর্মগুলোর মত হুবহু আপনি **ذَكَرَ يَذْكُرُ** (সে স্মরণ করবে/করছে) এবং **عَبَدَ يَعْبُدُ** (সে ইবাদাত করবে/করছে) এর অবশিষ্ট ফর্মগুলো তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে করুন।

১৭	**يَذْكُرُ**	**يَذْكُرُوْنَ**	**تَذْكُرُ**	**أَذْكُرُ**	**تَذْكُرُوْنَ**	**نَذْكُرُ**
৮০	**يَعْبُدُ**	**يَعْبُدُوْنَ**	**تَعْبُدُ**	**أَعْبُدُ**	**تَعْبُدُوْنَ**	**نَعْبُدُ**

পাঠ ১৪-খ

فعل مضارع: يَضْرِبُ، يَسْمَعُ، يَعْلَمُ، يَعْمَلُ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১৭৪টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৬,৫৫৬ বার।

পূর্বের পাঠে فَتَحَ، يَفْتَحُ এবং نَصَرَ، يَنْصُرُ শিখেছেন। এই পাঠে আলোচনা হবে : ضَرَبَ، يَضْرِبُ .

فعل ماضٍ	فعل مضارع (ف ع ل) ১৩	
ضَرَبَ	يَضْرِبُ	সে প্রহার করবে/করছে
ضَرَبُوْا	يَضْرِبُوْنَ	তারা প্রহার করবে/করছে
ضَرَبْتَ	تَضْرِبُ	তুমি প্রহার করবে/করছো
ضَرَبْتُ	أَضْرِبُ	আমি প্রহার করবো/করছি
ضَرَبْتُمْ	تَضْرِبُوْنَ	তোমরা প্রহার করবে/করছো
ضَرَبْنَا	نَضْرِبُ	আমরা প্রহার করবো/করছি

সর্বশেষ প্যাটার্ন ছিল : **سَمِعَ، يَسْمَعُ**. আসুন এই ক্রিয়ার সবগুলো ফর্ম শিখে নেই।

فعل ماضٍ	فعل مضارع (س م ع) ৩৯	
سَمِعَ	**يَسْمَعُ**	সে শ্রবণ করবে/করছে
سَمِعُوْا	**يَسْمَعُوْنَ**	তারা শ্রবণ করবে/করছে
سَمِعْتَ	**تَسْمَعُ**	তুমি শ্রবণ করবে/করছো
سَمِعْتُ	**أَسْمَعُ**	আমি শ্রবণ করবো/করছি
سَمِعْتُمْ	**تَسْمَعُوْنَ**	তোমরা শ্রবণ করবে/করছো
سَمِعْنَا	**نَسْمَعُ**	আমরা শ্রবণ করবো/করছি

আরবী কথোপকথন

مَاذَا يَسْمَعُ؟* **يَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ**

مَاذَا يَسْمَعُوْنَ؟ **يَسْمَعُوْنَ الْقُرْاٰنَ**

مَاذَا تَسْمَعُ؟

أَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ

مَاذَا تَسْمَعُوْنَ؟

نَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ

* যদি আপনি কোন কাজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে প্রশ্ন করেন তাহলে **مَاذَا** (কি?) ব্যবহার করে প্রশ্ন করুন।

مَاذَا يَسْمَعُ؟ সে কি শুনবে/শুনে?

উপরে বর্ণিত **سَمِعَ يَسْمَعُ** এর মত হুবহু **عَلِمَ يَعْلَمُ** (সে জানবে/জানতেছে) এবং **عَمِلَ يَعْمَلُ** (সে কাজ করবে/করছে) এর বাকি ফর্মগুলো তৈরী করুন। এটাই আপনার হোমওয়ার্ক।

362	**يَعْلَمُ**	**يَعْلَمُوْنَ**	**تَعْلَمُ**	**أَعْلَمُ**	**تَعْلَمُوْنَ**	**نَعْلَمُ**
166	**يَعْمَلُ**	**يَعْمَلُوْنَ**	**تَعْمَلُ**	**أَعْمَلُ**	**تَعْمَلُوْنَ**	**نَعْمَلُ**

পাঠ ১৫-খ

فعل أمر ونهي: اِفْعَلْ، اِفْتَحْ، اِجْعَلْ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১৮৬টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৭,৫০০ বার।

ব্যাকরণ : এই পাঠে আমরা ক্রিয়ার অনুজ্ঞাসূচক/আদেশসূচক (أمر) ও নিষেধসূচক (نهي) রূপ শিখবো।

- আপনি যখন বলবেন **اِفْعَلْ** তখন আপনি আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আপনার সামনের লোকটির দিকে নির্দেশ করুন। এ সময় আপনার হাতকে উঁচু থেকে নীচের দিকে নিন যেন আপনি সামনের কাউকে নির্দেশ দিচ্ছেন। যখন আপনি বলবেন **اِفْعَلُوا** চার আঙ্গুল দিয়ে একই কাজ করুন।
- আপনি যখন বলবেন **لاَتَفْعَلْ** তখন আপনি আপনার ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করুন। আপনার হাত বাম হতে ডান দিকে নিন যেন আপনি কাউকে কোনো কাজ না করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যখন আপনি বলবেন **لاَتَفْعَلُوْا** চার আঙ্গুল দিয়ে একই কাজ করুন।
- **سَوْفَ**: শীঘ্রই; **سَ**: অতি শীঘ্রই; **لَنْ**: কখনো নয়।

আরবী কথোপকথন

اِفْعَلْ! **سَوْفَ أَفْعَلُ**

اِفْعَلُوْا **سَوْفَ نَفْعَلُ**

فعل أمر، فعل نهى،(৩) اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য		فعل مضارِع	فعل ماضٍ
তুমি করো!	**اِفْعَلْ**	يَفْعَلُ	فَعَلَ
তোমরা করো!	**اِفْعَلُوْا**	يَفْعَلُوْنَ	فَعَلُوْا
তুমি করবে না!	**لَا تَفْعَلْ**	تَفْعَلُ	فَعَلْتَ
তোমরা করবে না!	**لَا تَفْعَلُوْا**	أَفْعَلُ	فَعَلْتُ
		تَفْعَلُوْنَ	فَعَلْتُمْ
		نَفْعَلُ	فَعَلْنَا

আরবী কথোপকথন

اِفْتَحْ! **سَوْفَ أَفْتَحُ**

اِفْتَحُوا! **سَوْفَ نَفْتَحُ**

فعل أمر، فعل نهى، (২) اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য		فعل مضارِع	فعل ماضٍ
তুমি খুলো!	**اِفْتَحْ**	يَفْتَحُ	فَتَحَ
তোমরা খুলো!	**اِفْتَحُوْا**	يَفْتَحُوْنَ	فَتَحُوْا
তুমি খুলবে না!	**لَا تَفْتَحْ**	تَفْتَحُ	فَتَحْتَ
তোমরা খুলবে না!	**لَا تَفْتَحُوْا**	أَفْتَحُ	فَتَحْتُ
		تَفْتَحُوْنَ	فَتَحْتُمْ
		نَفْتَحُ	فَتَحْنَا

উপরে বর্ণিত **فَتَحَ** এর ফর্মগুলোর মত **جَعَلَ** দিয়ে আদেশ ও নিষেধসূচক ক্রিয়ার রূপগুলো তৈরী করুন। এটাই আপনার হোমওয়ার্ক।

22 اِجْعَلْ তুমি তৈরী করো اِجْعَلُوْا তোমরা তৈরী করো لَا تَجْعَلْ তুমি তৈরী করবে না! لَا تَجْعَلُوْا তোমরা তৈরী করবে না!

পাঠ ১৬-খ

فعل أمر ونهى: أُنْصُرْ، أُذْكُرْ، أُعْبُدْ، أُ ْ أُ ْ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **১৯৪টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৩৮,৫৩১ বার।

চলুন সামনের চারটির ক্রিয়ার أمر এবং نهي শিখি : **نَصَرَ، ذَكَرَ، عَبَدَ، خَلَقَ** .

فعل ماضٍ	فعل مضارِع
نَصَرَ نَصَرُوْا	يَنْصُرُ يَنْصُرُوْنَ
نَصَرْتَ نَصَرْتُ	تَنْصُرُ أَنْصُرُ
نَصَرْتُمْ نَصَرْنَا	تَنْصُرُوْنَ نَنْصُرُ

فعل أمر، فعل نهى،(৯) اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
أُنْصُرْ	তুমি সাহায্য করো!
أُنْصُرُوْا	তোমরা সাহায্য করো!
لَا تَنْصُرْ	তুমি সাহায্য করবে না!
لَا تَنْصُرُوْا	তোমরা সাহায্য করবে না!

আরবী কথোপকথন

أُنْصُرْ زَيْدًا! ৪২ **سَوفَ أَنْصُرُ زَيْدًا**

أُنْصُرُوْا زَيْدًا! **سَوفَ نَنْصُرُ زَيْدًا**

فعل ماضٍ	فعل مضارِع
ذَكَرَ ذَكَرُوْا	يَذْكُرُ يَذْكُرُوْنَ
ذَكَرْتَ ذَكَرْتُ	تَذْكُرُ أَذْكُرُ
ذَكَرْتُمْ ذَكَرْنَا	تَذْكُرُوْنَ نَذْكُرُ

فعل أمر، فعل نهى،(48) اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
أُذْكُرْ	তুমি স্মরণ করো!
أُذْكُرُوْا	তোমরা স্মরণ করো!
لَا تَذْكُرْ	তুমি স্মরণ করবে না!
لَا تَذْكُرُوْا	তোমরা স্মরণ করবে না!

আরবী কথোপকথন

أُذْكُرِ الرَّحْمٰنَ! **سَوْفَ أَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ**

أُذْكُرُوا الرَّحْمٰنَ! **سَوْفَ نَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ**

উপরোক্ত **نَصَرَ** এবং **خَلَقَ** এর ফর্মগুলোর মত একই পদ্ধতিতে **عَبَدَ** এবং **خَلَقَ** এর আদেশ ও নিষেধসূচক শব্দ তৈরী করুন। এটাই হোমওয়ার্ক।

৩৭

তোমরা ইবাদাত করবে না!	لَا تَعْبُدُوْا	তুমি ইবাদাত করবে না!	لَا تَعْبُدْ	তোমরা ইবাদাত করো!	أُعْبُدُوْا	তুমি ইবাদাত করো!	أُعْبُدْ
তোমরা সৃষ্টি করবে না!	لَا تَخْلُقُوْا	তুমি সৃষ্টি করবে না!	لَا تَخْلُقْ	তোমরা সৃষ্টি করো!	أُخْلُقُوْا	তুমি সৃষ্টি করো!	أُخْلُقْ

পাঠ ১৭-খ

فعل أمر ونهى: اِضْرِبْ، اِسْمَعْ، اِعْلَمْ، اِعْمَلْ

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২০৮টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে **৩৯,৫৭১** বার।

এই পাঠে আমরা সামনের ক্রিয়াটির أمر এবং نهي শিখবো : **ضَرَبَ يَضْرِبُ** .

فعل ماضٍ	فعل مضارِع
ضَرَبَ	يَضْرِبُ
ضَرَبُوْا	يَضْرِبُوْنَ
ضَرَبْتَ	تَضْرِبُ
ضَرَبْتُ	أَضْرِبُ
ضَرَبْتُمْ	تَضْرِبُوْنَ
ضَرَبْنَا	نَضْرِبُ

فعل أمر، فعل نهى،(১২) اسم فاعل،اسم مفعول ক্রিয়া বিশেষ্য	
اِضْرِبْ	তুমি প্রহার করো!
اِضْرِبُوْا	তোমরা প্রহার করো!
لَا تَضْرِبْ	তুমি প্রহার করবে না!
لَا تَضْرِبُوْا	তোমরা প্রহার করবে না!

আরবী কথোপকথন

اِضْرِبِ الْكُرَةَ! **سَوْفَ أَضْرِبُ الْكُرَةَ**

اِضْرِبُوا الْكُرَةَ! **سَوْفَ نَضْرِبُ الْكُرَةَ**

চলুন এবার **سَمِعَ يَسْمَعُ** এর أمر এবং نهي শিখে নেই।

فعل ماضٍ	فعل مضارِع
سَمِعَ	يَسْمَعُ
سَمِعُوْا	يَسْمَعُوْنَ
سَمِعْتَ	تَسْمَعُ
سَمِعْتُ	أَسْمَعُ
سَمِعْتُمْ	تَسْمَعُوْنَ
سَمِعْنَا	نَسْمَعُ

فعل أمر، فعل نهى،(৯) اسم فاعل،اسم مفعول ক্রিয়া বিশেষ্য	
اِسْمَعْ	তুমি শ্রবণ করো!
اِسْمَعُوْا	তোমরা শ্রবণ করো!
لَا تَسْمَعْ	তুমি শ্রবণ করবে না!
لَا تَسْمَعُوْا	তোমরা শ্রবণ করবে না!

আরবী কথোপকথন

اِسْمَعِ الْقُرْاٰنَ! **سَوْفَ أَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ**

اِسْمَعُوا الْقُرْاٰنَ! **سَوْفَ نَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ**

উপরোক্ত **سَمِعَ** এর ফর্মগুলোর মত একই পদ্ধতিতে **عَلِمَ** এবং **عَمِلَ** এর আদেশ ও নিষেধসূচক শব্দ তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক।

31 اِعْلَمْ তুমি জানো! اِعْلَمُوْا তোমরা জানো! لَا تَعْلَمْ তুমি জানবে না! لَا تَعْلَمُوْا তোমরা জানবে না!

11 اِعْمَلْ তুমি কাজ করো! اِعْمَلُوْا তোমরা কাজ করো! لَا تَعْمَلْ তুমি কাজ করবে না! لَا تَعْمَلُوْا তোমরা কাজ করবে না!

পাঠ ১৮-খ

ক্রিয়া বিশেষ্য, اسم مفعول، اسم فاعل
فَعَلَ، فَتَحَ، جَعَلَ...

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২২২টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪০,৪৬৯ বার।

ব্যাকরণ : আসুন আমরা فَاعِلٌ، مَفْعُولٌ، فِعْلٌ এ ৩ ধরনের শব্দ গঠন শিখি:

- একটা সময় ছিল যখন মুসলিমগণ সারা বিশ্বকে জ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তি দান করতো। এখন অবস্থা বিপরীত হয়ে গেছে, কারণ আমরা কুরআন থেকে দূরে সরে গেছি।
- আপনি যখন বলবেন **فَاعِلٌ** (কর্তা), তখন আপনার ডান হাত দিয়ে এটা দেখাবেন যেন আপনি কিছু দিচ্ছেন, অর্থাৎ ভালো কিছু করছেন। কাউকে একটি মুদ্রা দেওয়া পরহিতকর!
- আপনি যখন বলবেন **مَفْعُوْلٌ** (যিনি প্রভাবিত), তখন আপনার ডান হাত দিয়ে এটা দেখাবেন, যেন আপনি কিছু নিচ্ছেন, অর্থাৎ আপনার তালুতে মুদ্রা নিচ্ছেন।
- আপনি যখন বলবেন **فِعْلٌ** (কোনো কিছু করা/ কার্য), তখন আপনার ডান হাত মুঠো বেঁধে উঁচু করুন, যেন আপনি কাজের শক্তি দেখাচ্ছেন।

فَاعِل এর বহুবচন হলো **فَاعِلُون/فَاعِلِيْن**.

مَفْعُوْل এর বহুবচন হলো **مَفْعُوْلُون/مَفْعُوْلِيْن**.

فَاعِل (কর্তা) এর সাথে যে সংখ্যাটি লেখা হয়েছে তা কুরআন কারীমে **فَاعِلٌ، مَفْعُولٌ، فِعْلٌ** (এই ৩টি রূপ) এর উপস্থিতি প্রকাশ করে।

আরবী কথোপকথন

আমরা সবাই কিছু ভাল কাজ করছি, এজন্য বলি **الحمد لله**

هَلْ أَنْتَ فَاعِلٌ؟ — نَعَمْ، أَنَا فَاعِلٌ

هَلْ أَنْتُمْ فَاعِلُوْنَ؟ — نَعَمْ، نَحْنُ فَاعِلُوْنَ

هَلْ أَنْتَ فَاعِلٌ؟ — نَعَمْ، أَنَا فَاعِلٌ

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
فَعَلَ	يَفْعَلُ	**اِفْعَلْ**	তুমি করো!
فَعَلُوْا	يَفْعَلُوْنَ	**اِفْعَلُوْا**	তোমরা করো!
فَعَلْتَ	تَفْعَلُ	**لَا تَفْعَلْ**	তুমি করবে না!
فَعَلْتُ	أَفْعَلُ	**لَا تَفْعَلُوْا**	তোমরা করবে না!
فَعَلْتُمْ	تَفْعَلُوْنَ	১৭ فَاعِلٌ	একজন কর্তা
فَعَلْنَا	نَفْعَلُ	مَفْعُوْلٌ	কৃত
		فِعْلٌ	করা, কাজ করা

আরবী কথোপকথন

তুমি অবশ্যই একটি দরজা খুলবে!

هَلْ أَنْتَ فَاتِحٌ؟ — نَعَمْ، أَنَا فَاتِحٌ

هَلِ الْمَسْجِدُ مَفْتُوحٌ؟ — نَعَمْ،اَلْمَسْجِدُ مَفْتُوحٌ

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
فَتَحَ	يَفْتَحُ	اِفْتَحْ	তুমি খুলো!
فَتَحُوْا	يَفْتَحُوْنَ	اِفْتَحُوْا	তোমরা খুলো!
فَتَحْتَ	تَفْتَحُ	لَا تَفْتَحْ	তুমি খুলবে না!
فَتَحْتُ	أَفْتَحُ	لَا تَفْتَحُوْا	তোমরা খুলবে না!
فَتَحْتُمْ	تَفْتَحُوْنَ	১৩ فَاتِحٌ	উন্মোচনকারী
فَتَحْنَا	نَفْتَحُ	مَفْتُوْحٌ	যা খোলা হয়েছে
		فَتْحٌ	খোলা

আরবী কথোপকথন

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য

আপনি ভাল অনেক কিছু করতে পারেন, তাই ‘হ্যাঁ, উত্তর দিন।

جَعَلَ	يَجْعَلُ	اِجْعَلْ	তুমি তৈরী করো!
جَعَلُوا	يَجْعَلُوْنَ	اِجْعَلُوا	তোমরা তৈরী করো!
جَعَلْتَ	تَجْعَلُ	لَا تَجْعَلْ	তুমি তৈরী করবে না!
جَعَلْتُ	أَجْعَلُ	لَا تَجْعَلُوا	তোমরা তৈরী করবে না!
جَعَلْتُمْ	تَجْعَلُوْنَ	৬جَاعِل	তৈরীকারী
جَعَلْنَا	نَجْعَلُ	مَجْعُول	তৈরীকৃত
		جَعْل	তৈরী করা

هَلْ أَنْتَ جَاعِل؟ نَعَمْ، أَنَا جَاعِل

هَلْ أَنْتُمْ جَاعِلُوْنَ؟ نَعَمْ، نَحْنُ جَاعِلُوْن

আরবী কথোপকথন

প্রকৃত সাহায্যাকারী আল্লাহ তায়ালা। তিনিই نَاصِر আমরা সকলেই তার সাহায্যপ্রাপ্ত। আমরা হলাম مَنْصُوْرُوْن.

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ
نَصَرَ	يَنْصُرُ	اُنْصُرْ — তুমি সাহায্য করো!
نَصَرُوْا	يَنْصُرُوْنَ	اُنْصُرُوْا — তোমরা সাহায্য করো!
نَصَرْتَ	تَنْصُرُ	لَا تَنْصُرْ — তুমি সাহায্য করো না!
نَصَرْتُ	أَنْصُرُ	لَا تَنْصُرُوْا — তোমরা সাহায্য করো না!
نَصَرْتُمْ	تَنْصُرُوْنَ	৩৫نَاصِرٌ — সাহায্যকারী
نَصَرْنَا	نَنْصُرُ	مَنْصُوْرٌ — সাহায্যপ্রাপ্ত
		نَصْرٌ — সাহায্য করা

هَلْ هُوَ نَاصِرٌ؟ نَعَمْ، هُوَ نَاصِرٌ

هَلْ أَنْتَ مَنْصُوْرٌ؟ نَعَمْ، أَنَا مَنْصُوْرٌ

একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনি **خَلَق** এবং **ذَكَرَ** ক্রিয়ার কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক বিশেষ্য তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক।

সৃষ্টি, সৃষ্টি করা	خَلْقٌ	যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে	مَخْلُوْقٌ	সৃষ্টিকর্তা	خَالِقٌ	
স্মরণ করা, স্মরণ	ذِكْرٌ	যা স্মরণ করা হয়েছে	مَذْكُوْرٌ	স্মরণকারী	ذَاكِرٌ	৭৯

পাঠ ১৯-খ

ক্রিয়া বিশেষ্য: اسم فاعل، اسم مفعول
عَبَدَ، ضَرَبَ، سَمِعَ...

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২৩২টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪১,১১১ বার।

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
عَبَدَ	يَعْبُدُ	**أُعْبُدْ**	তুমি ইবাদাত করো!
عَبَدُوْا	يَعْبُدُوْنَ	**أُعْبُدُوْا**	তোমরা ইবাদাত করো
عَبَدْتَّ	تَعْبُدُ	**لَا تَعْبُدْ**	তুমি ইবাদাত করবে না!
عَبَدْتُّ	أَعْبُدُ	**لَا تَعْبُدُوا**	তোমরা ইবাদাত করবে না!
عَبَدْتُّمْ	تَعْبُدُوْنَ	عَابِدٌ ২০	ইবাদাতকারী
عَبَدْنَا	نَعْبُدُ	مَعْبُودٌ	যার ইবাদাত করা হয়
		عِبَادَةٌ	ইবাদাত করা

আরবী কথোপকথন

আমরা আল্লাহর ইবাদাতকারী

هَلْ أَنْتَ عَابِدٌ؟ نَعَمْ أَنَا عَابِدٌ

هَلْ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ؟ نَعَمْ نَحْنُ عَابِدُوْنَ

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
ضَرَبَ	يَضْرِبُ	**اِضْرِبْ**	তুমি প্রহার করো!
ضَرَبُوْا	يَضْرِبُوْنَ	**اِضْرِبُوْا**	তোমরা প্রহার করো!
ضَرَبْتَ	تَضْرِبُ	**لَا تَضْرِبْ**	তুমি প্রহার করবে না!
ضَرَبْتُ	أَضْرِبُ	**لَا تَضْرِبُوْا**	তোমরা প্রহার করবে না!
ضَرَبْتُمْ	تَضْرِبُوْنَ	ضَارِبٌ ৩	প্রহারকারী
ضَرَبْنَا	نَضْرِبُ	مَضْرُوْبٌ	প্রহৃত
		ضَرْبٌ	প্রহার করা

আরবী কথোপকথন

فعل ماضٍ	فعل مضارع	فعل أمر، فعل نهى، اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য	
سَمِعَ	**يَسْمَعُ**	**اِسْمَعْ**	তুমি শ্রবণ করো!
سَمِعُوْا	**يَسْمَعُوْنَ**	**اِسْمَعُوْا**	তোমরা শ্রবণ করো!
سَمِعْتَ	**تَسْمَعُ**	**لَا تَسْمَعْ**	তুমি শ্রবণ করো না!
سَمِعْتُ	**أَسْمَعُ**	**لَا تَسْمَعُوْا**	তোমরা শ্রবণ করো না!
سَمِعْتُمْ	**تَسْمَعُوْنَ**	سَامِعٌ ২২	শ্রবণকারী
سَمِعْنَا	**نَسْمَعُ**	مَسْمُوْعٌ	শ্রুত
		سَمْعٌ	শ্রবণ করা

আরবী কথোপকথন

আপনি কি সব শুনছেন? আশাকরি আপনার মন অন্য কোথাও নয়।

هَلْ أَنْتَ سَامِعٌ؟ نَعَمْ، أَنَا سَامِعٌ

هَلْ أَنْتُمْ سَامِعُوْنَ؟ نَعَمْ، نَحْنُ سَامِعُوْنَ

উপরোক্ত **سَمِعَ** এর ফর্মগুলোর মত একই পদ্ধতিতে **عَلِمَ** এবং **عَمِلَ** কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক বিশেষ্য তৈরী করুন। এটা হোমওয়ার্ক।

জানা	عِلْمٌ	যা জানা হয়েছে, জ্ঞাত	مَعْلُوْمٌ	একজন জ্ঞানী, বিদ্যান	عَالِمٌ	১৩৪
কাজ করা	عَمَلٌ	যা করা হয়েছে	مَعْمُوْلٌ	আমলকারী, কর্তা	عَامِلٌ	৪২

স্ত্রীবাচক ক্রিয়া

যেহেতু কুরআনুল কারীমে স্ত্রীবাচক শব্দ অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়েছে, এজন্য আমরা অতীত কাল এবং বর্তমান কালের ক্রিয়ার একটি করে স্ত্রীবাচক রূপ শিখবো TPI পদ্ধতি ব্যবহার করে। পুরুষবাচক শব্দের জন্য ডান হাত এবং স্ত্রীবাচক শব্দের জন্য বাম ব্যবহার করবো।

هُوَ فَعَلَ – هِيَ فَعَلَتْ	(সে স্ত্রী করেছে)	هُوَ يَفْعَلُ – هِيَ تَفْعَلُ	(সে স্ত্রী করবে/করছে)

চলুন আমরা আরো কিছু শিখে নেই।

هُوَ فَتَحَ – هِيَ فَتَحَتْ	(সে স্ত্রী খুলেছে)	هُوَ يَفْتَحُ – هِيَ تَفْتَحُ	(সে স্ত্রী খুলবে/খুলছে)
هُوَ نَصَرَ – هِيَ نَصَرَتْ	(সে স্ত্রী সাহায্য করেছে)	هُوَ يَنْصُرُ – هِيَ تَنْصُرُ	(সে স্ত্রী সাহায্য করবে/করছে)
هُوَ ضَرَبَ – هِيَ ضَرَبَتْ	(সে স্ত্রী প্রহার করেছে)	هُوَ يَضْرِبُ – هِيَ تَضْرِبُ	(সে স্ত্রী প্রহার করবে/করছে)
هُوَ سَمِعَ – هِيَ سَمِعَتْ	(সে স্ত্রী শুনেছে)	هُوَ يَسْمَعُ – هِيَ تَسْمَعُ	(সে স্ত্রী শ্রবণ করবে/করছে)

পাঠ ২০-খ

সরফে সগীর (صرف صغير)

এই পাঠ্যাংশের (ক & খ) শেষে, আপনি **২৩২টি নতুন** শব্দ শিখবেন, যা কুরআনে এসেছে ৪১,১১১ বার।

ক্রিয়ার রূপগুলো মনে রাখার জন্য একটি সহজ পদ্ধতি হলে সারফে সগীর। (সংক্ষিপ্ত রূপান্তর): আমরা অতীতকাল ক্রিয়া (**فعل ماضي**)-এর ৭টি, বর্তমানকাল ক্রিয়া (**فعل مضارع**)-এর ৭টি এবং আদেশ ও নিষেধসূচক (**أمر ونهي**) ক্রিয়ার চারটি করে রূপ শিখেছি।

- **فَعَلَ**: হলো সকল **فعل ماضي** এর মূল রূপ;
- **يَفْعَلُ**: হলো সকল **فعل مضارع** এর মূল রূপ;
- **اِفْعَلْ**: হলো সকল **فعل أمر** এর মূল রূপ;

এবং সাথে বিশেষ্যের এই তিনটি রূপ: **فَاعِلٌ ، مَفْعُولٌ ، فِعْلٌ** যুক্ত করুন। এপর্যন্ত **فَعَلَ** থেকে তৈরী সমস্ত মৌলিক রূপের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আমরা পেলাম।

اسم (اَلْ ـَـِـُـً)	اسم (اَلْ ـَـِـُـً)	اسم (اَلْ ـَـِـُـً)	فعل أمر এর মূল	فعل مضارع এর মূল	فعل ماضٍ এর মূল
فِعْلٌ করা, কাজ করা	مَفْعُوْلٌ কৃত	فَاعِلٌ একজন কর্তা	اِفْعَلْ তুমি করো!	يَفْعَلُ সে করবে/করছে	فَعَلَ সে করেছে
فَتْحٌ উন্মোচন করা	مَفْتُوْحٌ খোলা	فَاتِح উন্মোচনকারী	اِفْتَحْ তুমি খুলো!	يَفْتَحُ সে খুলবে/খুলছে	فَتَحَ সে খুলেছে
نَصْرٌ সাহায্য করা	مَنْصُوْرٌ সাহায্যপ্রাপ্ত	نَاصِرٌ সাহায্যকারী	اُنْصُرْ তুমি সাহায্য করো	يَنْصُرُ সে সাহায্য করবে/করবে	نَصَرَ সে সাহায্য করেছে
ضَرْبٌ প্রহার করা	مَضْرُوْبٌ প্রহৃত	ضَارِبٌ প্রহারকারী	اِضْرِبْ তুমি প্রহার করো!	يَضْرِبُ তারা প্রহার করেছে	ضَرَبَ সে প্রহার করেছে
سَمْعٌ শ্রবণ করা, শোনা	مَسْمُوْعٌ শ্রুত	سَامِعٌ শ্রবণকারী	اِسْمَعْ তুমি শুনো!	يَسْمَعُ সে শুনবে/শুনছে	سَمِعَ সে শুনেছে

আরবী কথোপকথন

আরবীতে কর্ম (**مفعول**) সাধারণত ক্রিয়ার সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়। এখানে আমরা **نَصَرَ** ক্রিয়াটির মাধ্যমে দেখবো কুরআনে কর্ম কিভাবে ব্যবহৃত হয়।

فعل ماضٍ

هَلْ نَصَرْتَ زَيْدًا؟ نَعَمْ نَصَرْتُ زَيْدًا۔
هَلْ نَصَرْتُمْ زَيْدًا؟ نَعَمْ نَصَرْنَا زَيْدًا۔

এখন زَيْدًا এর পরিবর্তে "ہٗ" (তাকে) ব্যবহার করুন। এখানে লক্ষণীয় হলো এই "ہٗ" সর্বনামটি ক্রিয়ার সাথে মিলে ব্যবহার হয়। নীচের বাক্যগুলো অনুশীলন করার পূর্বে একটু বিরতি দিন।

هَلْ نَصَرْتَهٗ؟ (نَصَرْتَـ ـهٗ) نَعَمْ نَصَرْتُهٗ (نَصَرْتُـ ـهٗ)
هَلْ نَصَرْتُمُوْهٗ؟ (نَصَرْتُمُوْ هٗ) نَعَمْ نَصَرْنَاهٗ (نَصَرْنَا ـهٗ)

<u>নোট:</u> نَصَرْتُمُوْه উচ্চারণে সহজ করার জন্য একটু টেনে পড়া হচ্ছে। نَصَرْتُمْهُ পড়ার পরিবর্তে।

فعل مضارع

هَلْ تَنْصُرُ زَيْدًا؟ نَعَمْ أَنْصُرُ زَيْدًا۔
هَلْ تَنْصُرُوْنَ زَيْدًا؟ نَعَمْ نَنْصُرُ زَيْدًا۔

এখন زَيْدًا এর পরিবতে" ہٗ " (তাকে) ব্যবহার করুন। এখানে লক্ষণীয় হলো এই " ہٗ " সর্বনামটি ক্রিয়ার সাথে মিলে ব্যবহার হয়। নীচের বাক্যগুলো অনুশীলন করার পূর্বে একটু বিরতি দিন।

هَلْ تَنْصُرُهٗ؟ (تَنْصُرُ ـهٗ) نَعَمْ أَنْصُرُهٗ (أَنْصُرُ ـهٗ)
هَلْ تَنْصُرُوْنَهٗ؟ (تَنْصُرُونَـ هٗ) نَعَمْ نَنْصُرُهٗ (نَنْصُرُ هٗ)

(ওয়ার্ক বুক)

পাঠ ১-ক ভূমিকা এবং তা'উজ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اَعُوْذُ	بِاللهِ	مِنَ الشَّيْطٰنِ	الرَّجِيْمِ

প্রশ্ন ২: নীচের টেবিলটি পূরণ করুন?

মাসহাফের পৃষ্ঠা সংখ্যা	
প্রতিটি পৃষ্ঠায় লাইন সংখ্যা	
প্রতিটি লাইনে শব্দের সংখ্যা	
প্রতিটি পৃষ্ঠায় শব্দের সংখ্যা	
কুরআনের মোট শব্দ	
এই কোর্সের শব্দসমূহ কুরআনে মধ্যে কত বার এসেছে	

প্রশ্ন ৩: এই কোর্সের ৬টি লক্ষ্য কী?

উত্তর:

প্রশ্ন ৪: সলাতের মাধ্যমে আরবী ভাষা শিখার কী কী সুবিধা রয়েছে?

উত্তর:

প্রশ্ন ৫: সলাতে আমরা কীভাবে আমাদের মনোযোগকে উন্নত করতে পারি?

উত্তর:

পাঠ ২-ক

সূরা আল-ফাতিহা (১-৩)

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ ﴿1﴾

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿2﴾	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ ﴿3﴾

প্রশ্ন ২: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" থেকে আমরা কোন অভ্যাসগুলো শিখতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন -৩: اَلرَّحْمٰنِ এবং اَلرَّحِيْمِ এর অর্থের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে, ব্যাখ্যা করুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: যখন আমরা কোন সফলতা বা পুরস্কার পাই, তখন আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে কার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং পরকালে কার প্রতি দয়া দেখাবেন?
উত্তর:

পাঠ ৩-ক

সূরা আল-ফাতিহা (৪-৫)

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

الدِّيْنِ ﴿4﴾	يَوْمِ	مٰلِكِ

نَسْتَعِيْنُ ﴿5﴾	وَاِيَّاكَ	نَعْبُدُ	اِيَّاكَ

প্রশ্ন ২: বিচার দিবসের জন্য আমাদের কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: عِبَادَة (উপাসনা) এর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: আমরা কী জন্য আল্লাহর সাহায্য চাই?
উত্তর:

পাঠ ৪-ক
সূরা আল-ফাতিহা (৬-৭)

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيْمَ ﴿6﴾

صِرَاطَ	الَّذِيْنَ	اَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ

غَيْرِ	الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَلَا	الضَّآلِّيْنَ ﴿7﴾

প্রশ্ন ২: আমরা কোথা থেকে পথ নির্দেশ পেতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: কোন শ্রেণির মানুষ আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪:: "اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ" এবং "اَلضَّآلِّيْنَ" দ্বারা কাদের কে বোঝানো হয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: যাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছিল তাদের পথ কোনটি? তারা কী করতেন?
উত্তর:

পাঠ ৫-ক
আযান

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ	اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ	أَنْ	لَّا	إِلٰهَ	إِلَّا	اللّٰهُ

أَشْهَدُ	أَنَّ	مُحَمَّدًا	رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى	الصَّلٰوةِ	حَيَّ عَلَى	الْفَلَاح

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ	لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.

প্রশ্ন ২: আমরা কীভাবে আমাদের জীবনে اَللّٰهُ أَكْبَر (আল্লাহ সবচে বড়) কথাটি আনতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর শিক্ষা কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর বার্তা কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৬: সলাত আদায়কারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কী কী সুবিধা রয়েছে?
উত্তর:

পাঠ ৬-ক
ফজরের আযান, ইকামাহ, এবং অযুর পরে

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

প্রশ্ন ২: অযু শুরু করার আগে আপনি কী বলেন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: অযুর পরে দু'আ পড়ার ফযীলত/পুরস্কার কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: অজুর দু'আতে عَبْدُهٗ কী বার্তা দেয়?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর:

পাঠ ৭-ক রুকু এবং সিজদার তাসবীহ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

سُبْحٰنَ	رَبِّيَ	الْعَظِيْمُ.

سَمِعَ اللّٰهُ	لِمَنْ	حَمِدَهٗ.

اللّٰهُمَّ	رَبَّنَا	وَلَكَ	الْحَمْدُ

مِلْءَ السَّمٰوٰتِ	وَمِلْءَ الْأَرْضِ	وَمَا	بَيْنَهُمَا،

وَمِلْءَ	مَا	شِئْتَ	مِنْ شَيْءٍ	بَعْدُ.

سُبْحٰنَ	رَبِّيَ	الْأَعْلٰى.

প্রশ্ন ১: রুকুর সময় আমরা যে চারটি কথা আল্লাহকে বলি তা লিখুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: সিজদার সময় যে চারটি জিনিস আমরা আল্লাহকে বলে থাকি তা লিখুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: سُبْحٰن এর অর্থ কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: হামদ এর ২টি অর্থ লিখুন। আল্লাহর হামদ করার সময় আমাদের অনুভূতিগুলো কী হওয়া উচিত?
উত্তর:

পাঠ ৮-ক

তাশাহুদ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اَلتَّحِيَّاتُ	لِلهِ	وَالصَّلَوَاتُ	وَالطَّيِّبَاتُ

اَلسَّلَامُ	عَلَيْكَ	أَيُّهَاالنَّبِيُّ	وَرَحْمَةُاللهِ	وَبَرَكَاتُهٗ،

اَلسَّلَامُ	عَلَيْنَا	وَعَلٰى	عِبَادِاللهِ	الصَّالِحِيْنَ،

أَشْهَدُ	أَنْ	لَّاإِلٰهَ	إِلَّااللهُ

وَأَشْهَدُأَنَّ	مُحَمَّدًا	عَبْدُهٗ	وَرَسُوْلُهٗ.

প্রশ্ন ২: যখন আমরা তিন ধরণের ইবাদাতের কথা শুনি আমাদের কী করা উচিত?
উত্তর:

প্রশ্ন ২: التّحيّات এবং الصّلَوَات এর উদাহরণ বর্ণনা করুন।
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: আমরা মহানবী (সা.) এর জন্য আল্লাহর কাছে কয়টি অনুগ্রহ চাই?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: أَشْهَدُ শব্দের মধ্যে কী বার্তা দেওয়া হয়েছে?
উত্তর:

পাঠ ৯-ক নবী কারীম (সাঃ)-এর জন্য দরূদঃ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اَللّٰهُمَّ	صَلِّ	عَلٰى مُحَمَّدٍ	وَّعَلٰى اٰلِ	مُحَمَّدٍ

كَمَا	صَلَّيْتَ	عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ	وَعَلٰى اٰلِ	إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ	حَمِيْدٌ	مَّجِيْدٌ.

بَارِكْ اَللّٰهُمَّ	---	بَارَكْتَ

প্রশ্ন ২: নবী কারীম (সা.)-এর প্রতি কার্যত দরূদ পাঠের জন্য আমরা কী স্মরণ করতে পারি?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: صَلِّ عَلٰى এবং بَارِك عَلٰى এর অর্থ কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কোন পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: এই দরূদের শেষে কেন হামীদ এবং মাজীদকে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর:

পাঠ ১০-ক

সলাতের পরে দুআ সমূহ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

رَبَّنَآ	اٰتِنَا	فِي الدُّنْيَا	حَسَنَةً

وَّفِي الْاٰخِرَةِ	حَسَنَةً

وَّقِنَا	عَذَابَ	النَّارِ ﴿201﴾

আরেকটি দু'আ।

اَللّٰهُمَّ	أَعِنِّيْ	عَلٰى ذِكْرِكَ	وَشُكْرِكَ	وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

প্রশ্ন ২: এই পৃথিবীর حَسَنَات কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: আখিরাত (পরকালের) এর حَسَنَات কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: একজন পাপীর জন্য শুদ্ধির ধাপগুলো কী কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: (اَللّٰهُمَّ عَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ...) এই দু'আটি কে কাদের কে শিখিয়েছেন?
উত্তর:

পাঠ ১১-ক

সূরা আল-ইখলাস

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

قُلْ	هُوَ	اللّٰهُ	اَحَدٌ (1)

اَللّٰهُ	الصَّمَدُ (2)

لَمْ يَلِدْ	وَلَمْ يُوْلَدْ (3)

وَلَمْ يَكُنْ	لَّهٗ	كُفُوًا	اَحَدٌ (4)

প্রশ্ন ২: সূরা আল-ইখলাসের ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লিখুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: আল্লাহ সম্পর্কে এই সূরায় বর্ণিত পাঁচটি জিনিস লিখুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: "اَللّٰهُ الصَّمَدُ" এর অর্থ কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সেই সাহাবীর গল্পটি বর্ণনা করুন যিনি এই সূরাটি পছন্দ করতেন?
উত্তর:

পাঠ ১২-ক

সূরা আল-ফালাক

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ ﴿1﴾
مِنْ شَرِّ	مَا	خَلَقَ ﴿2﴾	
وَمِنْ شَرِّ	غَاسِقٍ	اِذَا	وَقَبَ ﴿3﴾
وَمِنْ شَرِّ	النَّفّٰثٰتِ	فِى الْعُقَدِ ﴿4﴾	
وَمِنْ شَرِّ	حَاسِدٍ	اِذَا حَسَدَ ﴿5﴾	

প্রশ্ন ২: প্রিয় নবী (সা.) প্রতি ফরজ নামাযের পরে এবং ঘুমানোর পূর্বে কোন সূরাটি তিলাওয়াত করতেন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: এই সূরাটি কার্যত পাঠ করার জন্য আমাদের কী মনে রাখা উচিত এবং উপলব্ধি করা উচিত?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: রাতে কী কী বিপদ ও অনিষ্টকর বিষয় সংগঠিত হয়?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: "حَسَدَ" এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর:

পাঠ ১৩-ক

সূরা আন-নাস

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿1﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿2﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿3﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿4﴾

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿5﴾

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿6﴾

প্রশ্ন ২: উদাহরণ দিয়ে "رَبّ" এর অর্থ বর্ণনা করুন?

উত্তর:

প্রশ্ন ৩: 'شَرٌّ' (মন্দ) এর অর্থগুলো লিখুন এবং এর উদাহরণ দিন?

উত্তর:

প্রশ্ন ৪: শয়তান কীভাবে ফিসফিস করে বা প্ররোচনা দেয়?

উত্তর:

প্রশ্ন ৫: অসৎ লোকেরা কীভাবে প্ররোচনা দেয়?

উত্তর:

পাঠ ১৪-ক

সূরা আল-আসর

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

وَالْعَصْرِ ﴿1﴾	اِنَّ	الْاِنْسَانَ	لَفِىْ خُسْرٍ ﴿2﴾

اِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَعَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ

وَتَوَاصَوْا	بِالْحَقِّ	وَتَوَاصَوْا	بِالصَّبْرِ ﴿3﴾

প্রশ্ন ২: 'সময়' এর শপথ নেওয়ার মধ্যে কী বার্তা রয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য কী কী করতে হবে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: সত্য ও ন্যায় কোথায় পাবেন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: এখানে ধৈর্যের কয়টি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে?
উত্তর:

পাঠ ১৫-ক

সূরা আন-নছর

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

اِذَا	جَآءَ	نَصْرُ اللهِ	وَالْفَتْحُ (1)

وَرَاَيْتَ	النَّاسَ	يَدْخُلُوْنَ	فِىْ دِيْنِ اللهِ	اَفْوَاجًا (2)

فَسَبِّحْ	بِحَمْدِ	رَبِّكَ	وَاسْتَغْفِرْهُ

اِنَّهٗ	كَانَ تَوَّابًا (3)

প্রশ্ন ২: এই সূরাটি কখন অবতীর্ণ হয়েছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: تَسْبِيْح এবং حَمْد এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: এই সূরাটিতে কোন বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: সূরা আন-নাসর থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি?
উত্তর:

পাঠ ১৬-ক

সূরা আল-কাফেরুন

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

قُلْ	يٰٓاَيُّهَا	الْكٰفِرُوْنَ ﴿1﴾	
لَآ اَعْبُدُ	مَا	تَعْبُدُوْنَ ﴿2﴾	
وَلَآ اَنْتُمْ	عٰبِدُوْنَ	مَآ	اَعْبُدُ ﴿3﴾
وَلَآ اَنَا	عَابِدٌ	مَّا	عَبَدْتُّمْ ﴿4﴾
وَلَآ اَنْتُمْ	عٰبِدُوْنَ	مَآ	اَعْبُدُ ﴿5﴾
لَكُمْ	دِيْنُكُمْ	وَلِىَ	دِيْنِ ﴿6﴾

প্রশ্ন ২: এই সূরাটিতে 'হে কাফির সম্প্রদায়!' বলে কাদের কে সম্বোধন করা হয়েছে?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: আপনি কি মনে করেন যে لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এর মানে হলো ইসলাম প্রচার ছেড়ে দেওয়া? কেন বা কেন নয়?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: عبادة শব্দের অর্থ কী?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: রাতে এই সূরাটি পড়ার ফায়দা কী?
উত্তর:

পাঠ ১৭-ক

ওহী নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

مُبٰرَكٌ	اِلَيْكَ	اَنْزَلْنٰهُ	كِتٰبٌ
﴿29﴾ اُولُوا الْاَلْبَابِ	وَلِيَتَذَكَّرَ	اٰيٰتِه	لِّيَدَّبَّرُوْٓا

প্রশ্ন ২: উদাহরণ দিয়ে تَدَبُّر শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: উদাহরণ দিয়ে تَذَكُّر শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন।
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের চারটি মাত্রা বর্ণনা করুন।
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: تَدَبُّر এর বিভিন্ন দিক এবং تَذَكُّر করার সহজ পদক্ষেপ বর্ণনা করুন।
উত্তর:

পাঠ ১৮-ক
কুরআন শেখা সহজ

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

وَلَقَدْ	يَسَّرْنَا	الْقُرْاٰنَ	لِلذِّكْرِ.

خَيْرُكُمْ	مَّنْ	تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ	وَعَلَّمَهٗ.(بخارى)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ	بِالنِّيَّاتِ.(بخاري)

প্রশ্ন ২: যিকির এর অর্থ কী?

উত্তর:

প্রশ্ন ৩: প্রমাণ দিন যে কুরআন শিখা সহজ।

উত্তর:

প্রশ্ন ৪: খারাপ নিয়াতের উদাহরণ দিন?

উত্তর:

প্রশ্ন ৫: إِنَّ ، إِنْ এবং إِنَّمَا এর অর্থ লিখুন এবং উদাহরণ দিন।

উত্তর:

পাঠ ১৯-ক
এটা কীভাবে শিখব?

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বাক্যের অনুবাদ করুন।

رَبِّ	زِدْنِىْ	عِلْمًا ﴿114﴾ (طٰهٰ: 114)

الَّذِىْ	عَلَّمَ	بِالْقَلَمِ (العلق:4)

اَيُّكُمْ	اَحْسَنُ	عَمَلًا (الملك: 2)

প্রশ্ন ২: কিভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি করা যায় এবং লাভজনক হওয়া যায়?
উত্তর:

প্রশ্ন ৩: আল্লাহর কাছে জ্ঞান চাওয়ার পর আপনি কী প্রচেষ্টা করতে পারেন?
উত্তর:

প্রশ্ন ৪: প্রথম ওহিতে নবী কারীম (সা.)-কে কী আদেশ দেয়া হয়েছিল?
উত্তর:

প্রশ্ন ৫: কোন ক্ষেত্রে আমাদের সেরা হওয়ার চেষ্টা করা এবং একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত?
উত্তর:

পাঠ ২০-ক
আমরা কী শিখেছি এবং পরবর্তীতে কী শিখব?

প্রশ্ন ১: খালি বাক্সগুলোতে অর্থ লিখুন যা আপনি পূর্ববর্তী ১৯টি পাঠে শিখেছেন।

الٓمّٓ ﴿1﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ، هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿2﴾

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

يُنْفِقُوْنَ ﴿3﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿4﴾

اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿5﴾

পাঠ ১-খ

هُوَ، هُمْ، أَنْتَ، أَنَا، أَنْتُمْ، نَحْنُ

প্রশ্ন ১: প্রথম কলামে "তিনি, তারা, ..." এর সাথে আপনি যে ছয়টি আরবী শব্দ শিখেছেন তা লিখুন। দ্বিতীয় কলামে وَ এবং তৃতীয় কলামে "فَ" যোগ করে একই ছয়টি শব্দ লিখুন।		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
فَهُمْ	
وَنَحْنُ	
وَهُوَ	
وَأَنْتُمْ	
وَأَنْتَ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত শব্দের আরবী অনুবাদ করুন।	
তারা	
অতএব আমি	
এবং তোমরা সবাই	
অতএব সে	
এবং আমরা	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দিন।	
مَنْ أَنْتَ؟	
مَنْ أَنْتُمْ؟	
مَنْهُمْ؟	
مَنْ هُوَ؟	
مَنْ مُحَمَّدٌ ﷺ؟	

পাঠ ২-খ هُوَ مُسْلِم، هُمْ مُسْلِمُون...

প্রশ্ন ১: ون এবং ين যোগ করে নিম্নলিখিত বিশেষ্যের বহুবচন তৈরি করুন।		
واحد	ـون যোগ করে বহুবচন	ـين যোগ করে বহুবচন
مُؤْمِن		
صالِح		
مُشْرِك		
مُسْلِم		
كَافِر		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
فَأَنْتَ صَالِح	
مِنْ **مُشْرِك**	
وَهُوَ **مُؤْمِن**	
وَأَنْتُمْ **مُسْلِمُوْن**	
وَهُمْ صَالِحُوْن	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
সে বিশ্বাসী	
আমরা মুসলমান	
এবং সে ধার্মিক	
তারা ধার্মিক	
তুমি বিশ্বাসী	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দিন।	
مَنْ أَنْتُمْ؟	
هَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُوْن؟	
مَنْ هُوَ؟	
هَلْ أَنْتَ صَالِح؟	
هَلْ هُمْ مُؤْمِنُوْن؟	

পাঠ ৩-খ رَبُّهٗ، رَبُّهُمْ...

প্রশ্ন ১: دِيْن ، رَبّ এবং كِتَاب শব্দগুলোতে ـهُمْ ، ـهٗ ইত্যাদি যুক্ত করে নিম্নলিখিত টেবিলটি পূরণ করুন। আপনার বোঝার সুবিধার্থে প্রথম লাইনটি পূরণ করে দেয়া হলো।

كِتَابُهٗ	دِيْنُهٗ	رَبُّهٗ

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
دِيْنُكُمْ	
وَهُوَ رَبُّنَا	
دِيْنُهُمْ	
رَبُّكُمْ	
اَللّٰهُ رَبُّهُمْ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
তার প্রভু	
এবং আমাদের প্রভু	
তাদের ধর্ম	
তোমার ধর্ম	
আমার কলম	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দিন।	
مَنْ رَبُّكَ؟	
مَنْ رَسُوْلُهُمْ؟	
مَا دِيْنُهٗ؟	
مَنْ رَبُّهُمْ؟	
مَا دِيْنُكُمْ؟	

পাঠ ৪-খ

هِيَ، ـهَا، مُسْلِمَة، مُسْلِمَات

প্রশ্ন ১: নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহুবচন লিখুন।		
পুংলিঙ্গ লিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ লিঙ্গ (একবচন)	স্ত্রীলিঙ্গ লিঙ্গ (বহুবচন)
صالِحٌ		
كَافِرٌ		
مُؤْمِنٌ		
عَالِمٌ		
مُسْلِمٌ		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
مَنْ رَبُّهَا؟	
هِيَ صَالِحَة	
قَلَمُهَا	
وَهِيَ مُؤْمِنَة	
فَهِيَ مُسْلِمَة	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবীতে অনুবাদ করুন।	
সে (স্ত্রী) একজন মুসলমান।	
আমরা ধার্মিক মহিলা।	
তার (স্ত্রী) বই	
তার (স্ত্রী) কলম	
সে (স্ত্রী) একজন বিশ্বাসী	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দিন।	
مَادِيْنُهَا؟	
مَنْهِيَ؟	
مَاكِتَابُهَا؟	
هَلْ هِيَ مُسْلِمَة؟	
مَاكِتَابُهُمْ؟	

পাঠ ৫-খ

لِ، مِنْ، عَنْ

প্রশ্ন ১: পাঠ ৫খ-তে আপনি যে শব্দগুলো শিখেছেন তা ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।		
তার জন্য	তার কাছ থেকে	তার সাথে
তাদের জন্য	তাদের কাছ থেকে	তাদের সাথে
তোমার জন্য	তোমার কাছ থেকে	তোমার সাথে
আমার জন্য	আমার কাছ থেকে	আমার সাথে
তোমাদের সবার জন্য	তোমাদের সবার কাছ থেকে	তোমাদের সবার সাথে
আমাদের জন্য	আমাদের কাছ থেকে	আমাদের সাথে

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ	
وَمِنْكُمْ	
مِنَ الرَّسُوْلِ	
اَلْكِتَابُ لَهَا	
هٰذَا لَكُمْ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
তার জন্য	
তোমাদের সকলের কাছ থেকে	
এবং আমার কাছ থেকে	
আমাদের জন্য	
সুতরাং তাদের কাছ থেকে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
أَهٰذَا لَكَ؟	
أَهٰذَا مِنْكُمْ؟	
أَهٰذَا لِيْ؟	
أَذٰلِكَ لَهُمْ؟	
أَهٰذَا لَهَا؟	

পাঠ ৬-খ

بِ، فِيْ، عَلٰى

প্রশ্ন ১: পাঠ ৬খ-তে আপনি যে শব্দগুলো শিখেছেন সেগুলো ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।		
তার মধ্যে	তার সাথে	তার উপর
তাদের মধ্যে	তাদের সাথে	তাদের উপর
তোমার মধ্যে	তোমার সাথে	তোমার উপর
আমার মধ্যে	আমার সাথে	আমার উপর
তোমাদের সকলের মধ্যে	তোমাদের সকলের সাথে	তোমাদের সবার উপর
আমাদের মধ্যে	আমাদের সাথে	আমাদের উপর

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ	
هٰذَا فِى الْكِتَابِ	
مَنْ فِى الْبَيْتِ؟	
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا	
بِسْمِ اللهِ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
মসজিদে	
তার উপর	
বইয়ের উপর	
কুরআন থেকে	
আমাদের থেকে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ فِيْكَ خَيْر؟	
هَلْ فِيْهِمْ خَيْر؟	
هَلْ فِيْكُمْ خَيْر؟	
هَلْ فِيْهِ خَيْر؟	
هَلْ فِيْهَا خَيْر؟	

পাঠ ৭-খ

إِلَى، مَعَ، عِنْدَ

প্রশ্ন ১: পাঠ ৭খ-তে আপনি যে শব্দগুলো শিখেছেন তা ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।		
তার সাথে/তার নিকটে	তার সাথে	তার কাছে
তাদের সাথে/নিকটে	তাদের সাথে	তাদের কাছে
তোমার সাথে/নিকটে	তোমার সাথে	তোমার কাছে
আমার সাথে/নিকটে	আমার সাথে	আমার কাছে
তোমাদের সাথে/তোমাদের নিকটে	তোমাদের সবার সাথে	তোমাদের সকলের কাছে
আমাদের সাথে/নিকটে	আমাদের সাথে	আমাদের কাছে

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اَللهُ مَعَنَا	
عِنْدَ اللهِ	
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	
هَلِ الْقُرْاٰنُ مَعَهَا؟	
إِلَى اللهِ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
ইসলামের দিকে	
আল্লাহ তোমাদের সবার সাথে আছেন।	
বাড়ির কাছে	
বইটি কি তোমার সাথে আছে?	
তারা সবাই আমাদের সাথে আছে।	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلِ اللهُ مَعَكُمْ؟	
هَلْ عِنْدَهٗ كِتَاب؟	
هَلْ عِنْدَكَ قَلَم؟	
هَلِ اللهُ مَعَكَ؟	
هَلِ الْكِتَابُ مَعَكَ؟	

পাঠ ৮-খ

هٰذَا، هٰؤُلَآءِ، ذٰلِكَ، اُولٰٓئِكَ

প্রশ্ন ১: প্রথম কলামে নিম্নলিখিত শব্দগুলো আরবীতে লিখুন: this, these, that, those, this (স্ত্রীলিঙ্গ)" এবং ২য় ও ৩য় কলামে শুরুতে وَ এবং فَ যুক্ত করে লিখুন।		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ	
هٰؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ	
هٰذَامِنْ عِنْدِاللهِ	
اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ	
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
এটি একটি বই।	
তারা মুসলমান।	
তাদের দিকে	
সে ধার্মিক।	
এরা ঈমানদার।	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
أَهٰؤُلَآءِ مُسْلِمُوْن؟	
أَهٰذَا مُؤْمِن؟	
أَذٰلِكَ مُسْلِم؟	
هَلْ اُولٰئِكَ صَابِرُوْنَ؟	
أَ هٰذِهٖ صَالِحَة؟	

পাঠ ৯-খ

فعل ماضٍ: فَعَلَ، فَتَحَ، جَعَلَ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ৯খ-তে **فعل ، فتح ، جعل** অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর **فعل ماض** এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ	
فَجَعَلْنَا لَهُ	
فَتَحَ لِيْ	
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ	
فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
আমরা বইটি খুলেছি।	
আমি তার জন্য বানিয়েছি।	
আমরা তোমাদের জন্য খুলেছি।	
আমরা তোমাদের জন্য বানিয়েছি।	
তারা তোমাদের সবার জন্য বানিয়েছে।	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ جَعَلَ؟	
هَلْ جَعَلْتَ؟	
هَلْ جَعَلْتُمْ؟	
هَلْ فَتَحْتُمْ؟	
هَلْ جَعَلَتْ؟	

পাঠ ১০-খ

فعل ماضٍ:نَصَرَ،خَلَقَ،ذَكَرَ،عَبَدَ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ১০খ-তে **نصر، عبد، خلق، ذكر** অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর **فعل ماض** এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ	
وَذَكَرُوا اللهَ	
لَقَدْخَلَقْنَاالْاِنْسَانَ	
مَا عَبَدْنَاهُمْ	
فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
আমরা যায়েদকে সাহায্য করেছি	
তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদাত করেছো	
তিনি মানুষটিকে সৃষ্টি করেছেন	
তোমরা সবাই আল্লাহকে স্মরণ কর	
আমি আল্লাহর ইবাদাত করেছি	

প্রশ্ন ৪: '**نَعَمْ**' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ نَصَرُوْامَحْمُوْدًا؟	
هَلْ خَلَقْتُمْ شَيْئًا؟	
هَلْ ذَكَرَالرَّحْمٰنَ؟	
هَلْ عَبَدَتِ اللهَ؟	
هَلْ نَصَرْتَ النَّاسَ؟	

পাঠ ১১-খ

فعل ماضٍ:ضَرَبَ،سَمِعَ،عَلِمَ،عَمِلَ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ১১ খ-তে ضرب، سمع، علم، عمل অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর فعل ماض এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
مَنْ ضَرَبَ سَعْدًا؟	
اَلَّذِيْنَ سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ	
وَلَقَدْعَلِمْتُمُ الرَّسُوْلَ	
لَقَدْ سَمِعَ اللهُ	
اَلَّذِيْنَ سَمِعُوْا وَعَمِلُوْا	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
আপনি কি কুরআন শুনেছেন?	
তারা যায়েদকে মারেনি	
আমরা সৎকর্ম সম্পাদন করেছি	
আমি ইসলামকে জানতাম	
সে (স্ত্রী) ভাল কাজ করেছে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ عَلِمْتَ الْحَدِيْثَ؟	
هَلْ سَمِعْتُمُ الْقُرْاٰنَ؟	
هَلْ عَمِلَ صَالِحًا؟	
هَلْ عَمِلْتَ صَالِحًا؟	
هَلْ سَمِعْتَ تِلَاوَةَ الْقُرْاٰنِ؟	

পাঠ ১২-খ

فعل مضارع: يَفْعَلُ، يَجْعَلُ، يَفْتَحُ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ১২ খ-তে فتح، جعل، فعل অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর فعل ماض এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
مَنْيَّفْعَلُذٰلِكَ؟	
اَتَجْعَلُ فِيْهَا؟	
اَللهُ يَجْعَلُ فِيْهِ خَيْرًا	
اَلَّذِيْ يَجْعَلُ لَكُمْ	
تَفْتَحُوْنَ الْكِتَابَ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
আমি ভাল কাজ করি	
আমরা তার জন্য বানিয়েছি	
তুমি কি বইটি খোলো?	
সে তোমার জন্য বানিয়েছে	
সে (স্ত্রী) বইটি খোলে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ تَجْعَلُ؟	
هَلْ تَفْتَحُ الْكِتَابَ؟	
هَلْ تَجْعَلُوْنَ الْبَيْتَ؟	
هَلْ يَجْعَلُ شَيْئًا؟	
هَلْ تَفْعَلُوْنَ خَيْرًا؟	

পাঠ ১৩-খ

فعل مضارع: يَنْصُرُ،يَخْلُقُ،يَذْكُرُ،يَعْبُدُ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ১৩ খ-তে **نصر، خلق، ذكر، عبد** অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর **فعل ماض** এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
مَنْ يَّنْصُرُهُ؟	
لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا	
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ	
مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ؟	
لَايَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللهِ	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
এবং সে যায়েদকে সহায়তা করে	
এবং তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন	
তারা সবাই আল্লাহকে স্মরণ করে	
তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো	
সে (স্ত্রী) খালিদকে সাহায্য করবে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ تَعْبُدُوْنَ اللهَ؟	
هَلْ تَعْبُدُ اللهَ؟	
هَلْ اللهُ يَخْلُقُنَا؟	
هَلْ يَنْصُرُوْنَ خَالِدًا؟	
هَلْ تَذْكُرُوْنَ الرَّحْمٰنَ؟	

পাঠ ১৪-খ

فعل مضارع: يَضْرِبُ،يَسْمَعُ،يَعْلَمُ،يَعْمَلُ

প্রশ্ন ১: আপনি পাঠ ১৩ খ-তে ضرب، سمع، علم، عمل অধ্যায়ের ক্রিয়া শিখেছেন, এই ক্রিয়াগুলোর فعل ماض এর ছয়টি ফর্ম দিয়ে নিম্নলিখিত টেবিলটি পুর্ণ করুন।			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اَلنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ	
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ الْقُرْاٰنَ	
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْخَيْرَوَالشَّرَّ	
اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ	
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
সে মারে না/মারবে না	
তারা কুরআন শোনে	
তোমরা সবাই কী যায়েদকে চেনো?	
তোমরা সকলেই ভাল কাজ কর	
তারা সকলেই এ নিয়ে অভিনয় করে	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ تَضْرِبُ زَيْدًا؟	
هَلْ تَسْمَعُ الْقُرْاٰنَ فِى الصَّلَاةِ؟	
هَلْ تَعْمَلُ صَالِحًا؟	
هَلِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ؟	
هَلْ تَعْلَمُ النَّاسَ؟	

পাঠ ১৫-খ

فعل أمر ونهي: اِفْعَلْ،اِفْتَحْ،اِجْعَلْ

প্রশ্ন ১: فتح এবং جعل ক্রিয়ার দ্বারা টেবিলটি পূর্ণ করুন, ঠিক যেমনটি আপনি فعل ক্রিয়ার ক্ষেত্রে করেছেন।		
		اِفْعَلْ
		اِفْعَلُوْا
		لَاتَفْعَلْ
		لَاتَفْعَلُوْا

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
فَافْعَلْ خَيْرًا!	
اِفْتَحِ الْكِتَابَ!	
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ!	
وَلَا تَجْعَلُوْا!	
لَا تَفْعَلُوْا شَرًّا!	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
তোমরা সবাই ভাল কাজ কর	
তুমি খুলবে না	
তোমরা সকলেই অসৎ কাজ করবে না	
তোমরা সবাই বইটি খোলো	
তুমি কিছুই বানাও নি	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবীতে উত্তর দিন।	
اِفْعَلُوْاخَيْرًا!	
اِجْعَلْ!	
اِفْتَحُوا الْكِتَابَ!	
اِفْعَلْ خَيْرًا!	
اِفْتَحِ الْكِتَابَ!	

পাঠ ১৬-খ

فعل أمر ونهى: اُنْصُرْ،اُذْكُرْ،اُعْبُدْ،اُخْلُقْ

প্রশ্ন ১: পাঠ ১৬ খ-তে আপনি যা শিখেছেন তা ব্যবহার করে নীচের টেবিলটি পুর্ণ করুন।			
			اُنْصُرْ
	اُعْبُدُوْا		
		لَاتَذْكُرْ	
لَاتَخْلُقُوْا			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اُذْكُرُوْا اٰيَةَ الْقُرْاٰنِ!	
اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ!	
لَا تَنْصُرْ ظَالِمًا!	
وَانْصُرُوْا زَيْدًا!	
اُذْكُرْ رَبَّكَ!	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
তোমরা সবাই আল্লাহকে স্মরণ কর	
তোমরা রহমানকে স্মরণ কর	
তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদাত কর	
তোমরা সকলেই অন্যায়কারীকে সাহায্য করবে না	
তোমরা সকলে যায়েদকে সাহায্য করবে	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবীতে উত্তর দিন।	
اُعْبُدِ اللهَ!	
اُعْبُدُوا اللهَ!	
اُذْكُرِ الرَّحْمٰن!	
اُنْصُرْ وَلَدًا!	
اُذْكُرُوا اللهَ!	

পাঠ ১৭-খ

فعل أمر ونهى: اِضْرِبْ،اِسْمَعْ،اِعْلَمْ،اِعْمَلْ

প্রশ্ন ১: পাঠ ১৭ খ-তে আপনি যা শিখেছেন তা ব্যবহার করে নীচের টেবিলটি পুর্ণ করুন।			
			اِضْرِبْ
اِعْمَلُوْا			
		لَاتَسْمَعْ	
	لَاتَعْلَمُوْا		

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
لَاتَضْرِبُوْا زَيْدًا!	
لَاتَسْمَعُوْا شَرًّا!	
وَاسْمَعْ تِلَاوَةَ الْقُرْاٰنِ!	
وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ رَحِيْمٌ!	
وَاعْمَلُوْا صَالِحًا!	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ কারুন।	
(তোমরা সবাই) কুরআন শোনো	
খারাপ কিছু করবে না!	
(তোমরা সবাই) ভাল কাজ কর!	
(তোমরা সবাই) যায়েদকে মারবেন না!	
এবং তোমরা সবাই জানো	

প্রশ্ন ৪: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবীতে উত্তর দিন।	
اِعْلَمِ الْحَدِيْثَ!	
اِسْمَعُوا الْقُرْاٰنَ!	
اِضْرِبِ الظَّالِمَ!	
لَا تَعْمَلُوْا شَرًّا!	
اِعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ!	

পাঠ
১৮-খ

اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
فَعَلَ، فَتَحَ،جَعَلَ...

কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য এবং ক্রিয়া বিশেষ্য

প্রশ্ন ১: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়াগুলোর বহুবচন কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য এবং ক্রিয়া বিশেষ্য			
فَعَلَ	فَتَحَ	جَعَلَ	نَصَرَ
فَاعِل			
مَفْعُوْل			
فِعلَ			
فَاعِلُوْن،فَاعِلِيْن			
مَفْعُوْلُوْنَ،مَفْعُوْلِيْن			

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ	
أَنْتُمْفَاعِلُوْن	
أَنْتَفَاتِح	
اَلْمُسْلِمُوْنَ مَنْصُوْرُوْن	
اَلْكِتَابُ مَفْتُوْح	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
তোমরা হলে ওপেনার	
মসজিদ খোলা আছে	
মুমিনরা আমলকরী	
আমাদের সহায়তা করা হচ্ছে	
আমি কর্তা	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ أَنْتَ فَاعِل؟	
هَلِ الْمَدْرَسَةُ مَفْتُوْحَة؟	
هَلْ أَنْتَ نَاصِر؟	
هَلْ أَنْتُمْ جَاعِلُوْنَ؟	
هَلْ هِيَ فَاعِلَة؟	

পাঠ ১৯-খ

اسم فاعل، اسم مفعول، ক্রিয়া বিশেষ্য
عَبَدَ،ضَرَبَ،سَمِعَ...

প্রশ্ন ১: নীচে প্রদত্ত ক্রিয়াগুলোর বহুবচন, কর্মবাচ্য রূপ, কতৃবাচ্য রূপ এবং ক্রিয়া বিশেষ্যেগুলো লিখুন।				
عَبَدَ	ضَرَبَ	سَمِعَ	**عَلِمَ**	**عَمِلَ**
عَابِد				
مَعْبُوْد				
عِبَادَة				
عَابِدُوْن،عَابِدِيْن				
مَعْبُوْدُوْن،مَعْبُوْدِيْن				

প্রশ্ন ২: আরবী শব্দগুলো ভাঙুন এবং এগুলোর অর্থ লিখুন।	
عِلْمُهَا عِنْدَرَبِّيْ	
لِىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ	
وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ	
فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ	
وَالذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا	

প্রশ্ন ৩: নিম্নলিখিত বাক্যের আরবী অনুবাদ করুন।	
আমরা সকলেই শ্রোতা	
আমরা সবাই কর্তা।	
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ।	
সলাত একটি ইবাদাত।	
সে (স্ত্রী) একজন উপাসক।	

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلِ اللهُ مَعْبُوْدُنَا؟	
هَلْ هُمْ عَالِمُوْن؟	
هَلْ أَنْتَ عَامِلٌ خَيْرًا؟	
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم؟	
هَلْ هٰذَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ؟	

পাঠ ২০-খ

সারফে সগীর (صرف صغير)

প্রশ্ন ১: নীচে দেওয়া ক্রিয়াগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত টেবিল লিখুন।						
ماضي	مضارع	أمر	نهي	فاعل	مفعول	فعل
فَعَلَ						
ضَرَبَ						
سَمِعَ						
خَلَقَ						
ذَكَرَ						

	প্রশ্ন ২: সংযুক্ত সর্বনামের সাথে যুক্ত নিম্নলিখিত ফর্মগুলো লিখুন।		
يَنْصُرُهٗ	يَعْلَمُهٗ	يَسْمَعُهٗ	ذَكَرْتَهٗ
يَنْصُرُهُمْ	يَعْلَمُهُمْ	يَسْمَعُهُمْ	ذَكَرْتَهُمْ

প্রশ্ন ৪: 'نَعَمْ' ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।	
هَلْ تَنْصُرُنِيْ؟	
هَلْ تَسْمَعُوْنَنَا؟	
هَلْ ذَكَرْتَنِيْ؟	
هَلْ تَعْلَمُوْنَهٗ؟	
هَلْ سَمِعْتَنِيْ؟	

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

১০- নামাযের পরের দু'আ:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ.

নামাযের পরে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'আ (প্রার্থনা):

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

১১-সূরা আল-ইখলাস:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿1﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿2﴾ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿3﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿4﴾

১২- সুরাহ আল-ফালাক:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿1﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿2﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿3﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿4﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿5﴾

১৩-সুরাহ আন-নাস:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿1﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿2﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿3﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿4﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿5﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿6﴾

১৪-সুরাহ আল-আসর:

وَالْعَصْرِ ﴿1﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ﴿2﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿3﴾

১৫-সুরাহ আন-নাসর:

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿1﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿2﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿3﴾

১৬-সুরাহ আল-কাফিরুন:

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿1﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿2﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿3﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿4﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿5﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ﴿6﴾

১৭- কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿29﴾

তাবলীগ (পৌঁছানো):

১- তাউয : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

২-৪ সূরা আল ফাতিহা:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿1﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿2﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿3﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿4﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿5﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿6﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿7﴾

৫-আযান: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (দুই বার) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُاللّٰهِ (দুই বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (দুই বার) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (দুই বার)

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ۔

৬- ফজরের আযান, ইকামাহ, অযু এবং আযকার:

ফজরের আযানে আমরা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ **এর পরে নিম্নলিখিত শব্দগুলো বলি:**

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

যখন জামাতে সলাত শুরু হয় তখন আমরা ইকামাহ বলি। ইকামাতে আমরা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ **এর পরে নিম্নলিখিত বাক্যটি বলি:**

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

অযুর পরের দু'আ:

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

৭- রুকু সিজদার তাসবীহ:

রুকুর সময় বলতে হবে: سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ.

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

সিজদা করার সময় বলতে হবে: سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

৮- তাশাহুদ:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

৯- নবী কারীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ:

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً.

১৮-কুরআন শিখা সহজ:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ (القمر: ১৭,২২,৩২,৪০)

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهٗ.(بخارى)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.(بخارى)

১৯-এটি কীভাবে শিখব?

খ. প্রথম পদক্ষেপ হল আল্লাহর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা, رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

গ. দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হল কলম দিয়ে শুরু হওয়া সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা, اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

ঘ. তৃতীয় ধাপটি হল প্রতিযোগিতা এবং ভাল কাজ করার চেষ্টা করা।

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

এখানে শব্দ তালিকার দুটি পৃষ্ঠা যুক্ত করুন। B &W -তে

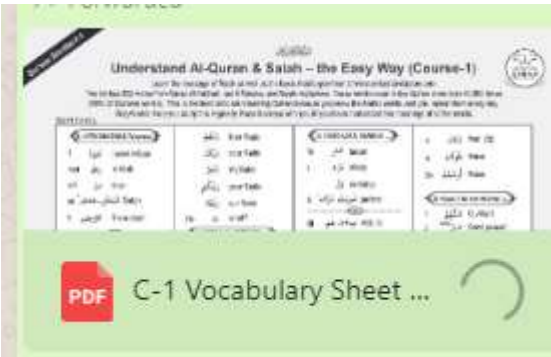

শব্দ তালিকার জায়গায় মেঘের চিত্র
(শেষ অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠায়)